মঙ্গল মুরলী



শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মঙ্গল-মুরলী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র, ১৪১১ বাংলা

–নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ–

–ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ–

অযাচক আশ্রম

গ্রাম - রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, জেলা - কুমিল্লা, বাংলাদেশ।

ধর্ম্মার্থ শুল্ক – ৪০/- (চল্লিশ) টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মাসুল - ৫ টাকা

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১,০০০ (এক হাজার)
প্রকাশক ঃ ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী
[2004]

— ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ—

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা-৩৫৪০।
ফোন ঃ ০৮০২৬-৮০০৩, ০৮০২৬-৫৬১৮০, ০১৮৯-৮০০৫১১

জন্মস্থান কার্যালয় ঃ—

- ✯ **অযাচক আশ্রম,** পুরাতন আদালতপাড়া, ডাক ও জেলা- চাঁদপুর পোষ্ট কোড-৩৬০০। ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬
- ✯ **জমিদার হাট অখণ্ডমণ্ডলী,** "অখণ্ড মন্দির", ডাক- জমিদার হাট, জেলা- নোয়াখালী।
- ✯ **মুজাফ্‌ফরাবাদ অখণ্ডমণ্ডলী,** "অখণ্ড মন্দির", ডাক- মুজাফ্‌ফরাবাদ, থানা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম।
- ✯ **শ্রী অশোক চন্দ্র পাল,** এস. পি. মোটরস্‌, চেওরিয়া মার্কেট, কলেজ রোড, ফেণী।
- ✯ **কক্সবাজার অখণ্ডমণ্ডলী,** শ্রী অরুণ চন্দ্র পালিত, চেম্বার- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, কক্সবাজার।
- ✯ **ছায়াগ্রাম গ্লাস হাউস,** (জোরারগঞ্জ ফার্মেসীর উত্তর পাশের গলি) ডাক- জোরারগঞ্জ বাজার, মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।
- ✯ **ঢাকা মহানগর অখণ্ডমণ্ডলী,** রামসীতার মন্দির, ১৯, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা-১০০০। (প্রতি শুক্রবার ৮.৩০ মিঃ হতে ১০.৩০ মিঃ)
- ✯ **শ্রী হরিদাস ভৌমিক,** স্বরূপ শিল্পালয়, ১৫, পুরাতন গীর্জা, চট্টগ্রাম।
- ✯ **শ্রী সুবল চন্দ্র নাথ,** "স্বরূপ", নূপুর মার্কেট, ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম।
- ✯ **শ্রী দেবাশিষ দাস পুরকায়স্ত,** সুপানী ঘাট, ৭৪, মৌবন, জেলা- সিলেট।

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ অযাচক আশ্রম (রহিমপুর) এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ অখণ্ড সংগঠন।
ব্যবস্থাপনায় ঃ শ্রী সুব্রত সাহা

নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচিত অনবদ্য সাহিত্য সম্ভারের অন্তর্ভুক্ত চারটি সঙ্গীত গ্রন্থ রহিয়াছে। এগুলি হল- "মন্দির", "মূর্চ্ছনা", "মঙ্গল মুরলী", "মধুমল্লার"। ইতিপূর্বে "মন্দির" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। যা, চরিত্র গঠন আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি রচিত ২৯৭টি অনন্য সঙ্গীত নিয়ে মঙ্গল মুরলী সঙ্গীত গ্রন্থটি প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ অধিকাংশ সঙ্গীত রচনা তাঁর তাৎক্ষণিক ভাবনা প্রসূত। তিনি সঙ্গীত রচনা করার উদ্দেশ্যে কখনও লেখনি নিয়ে বসেন নি। যখনই , যেখানে, মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়েছে, তখনই হাতের কাছে পরে থাকা ঠিকানা লিখিত এনভেলাপের অপর পৃষ্ঠায় কিংবা কোন পরে থাকা কাগজের টুকরায় মনের ভাবটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন।

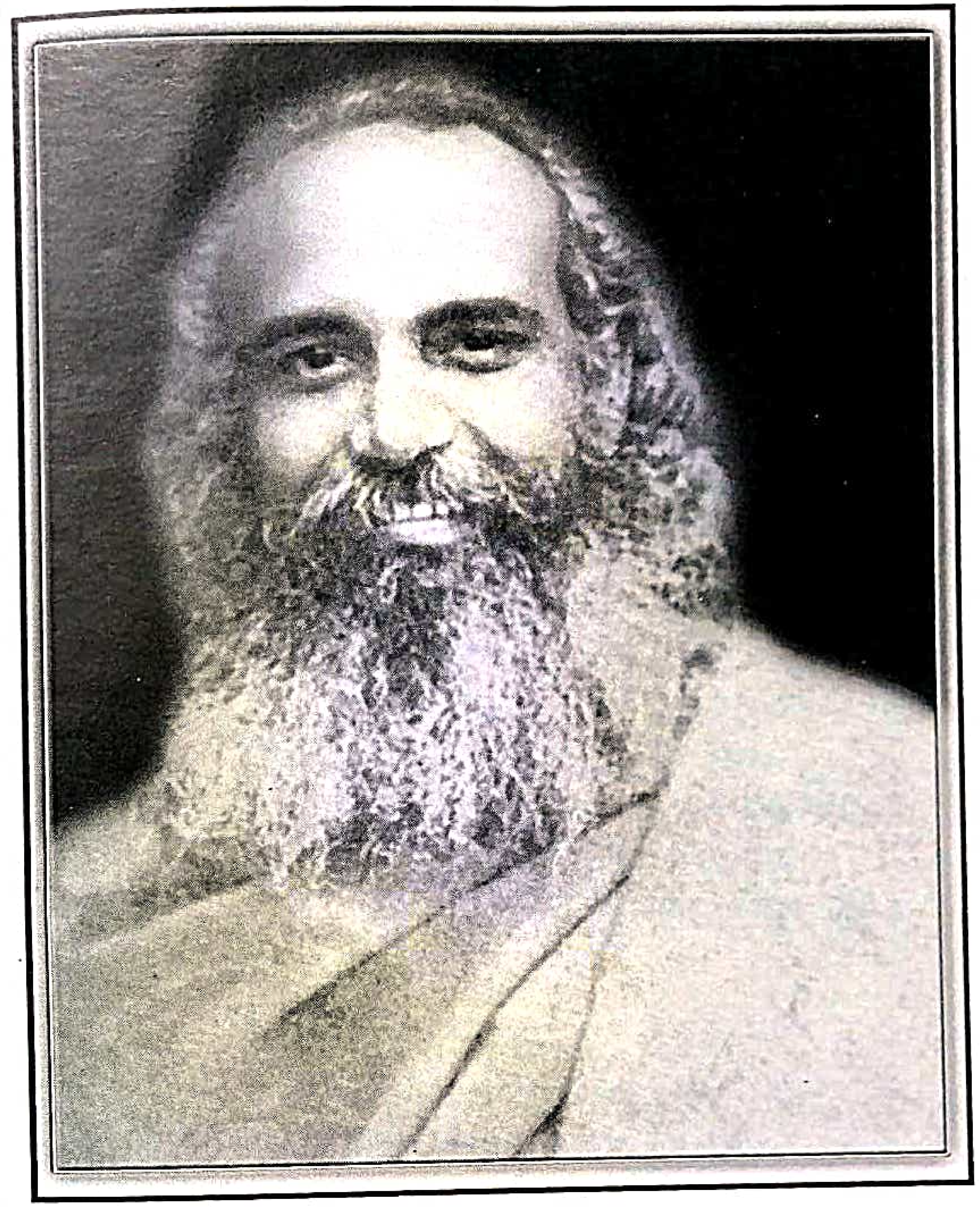
তিনি সঙ্গীতকে ঈশ্বর সাধনার, স্বদেশ সাধনার, আত্মোন্নতির এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার কোপানলে অত্যাচারিত নিগৃহীত অসহায় মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠায় বলিয়ান্ হওয়ার প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন মানুষকে সৎসাহস যোগাতে, মত-পথ বিভেদ ভুলে গিয়ে মহামিলনের চির সুন্দর পথে সমাজের প্রতিটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত কিছু কিছু গানে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং সুরারোপ করেছেন। যে সুর কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। কিন্তু নিজ প্রতিভার বলে যদি কোন সঙ্গীত প্রেমী আকর্ষণীয় সুরে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন তবে তাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিশিষ্ট স্বরূপানন্দ শিল্পী ও সুরকার দ্বারায় প্রাই দুই শতাধিক সঙ্গীতের সুরারোপ হয়েছে। যে গুলি সুধী সমাজে ও সঙ্গীত পিপাসুদের নিকট সমাধিত হয়েছে। বিশ্বজনীন ভাবভক্তি বর্দ্ধক, আত্মোকর্ষক, শান্তির আধার ও আত্মবিশ্বাসে প্রেরণা দানকারী স্বরূপানন্দ সঙ্গীত প্রতিটি মানুষের মনকে উজ্জীবিত করে রাখুক, পরমপ্রভুত শ্রীচরণে এ প্রার্থনা। জন্মাষ্টমী, ভাদ্র ১৪১১ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা

নিবেদক-
ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী

উপহার



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মঙ্গল-মুরলী

(১)

কবি নহি আমি, নহি সে যশের প্রার্থী,
তবু গাহি গান শুধু স্বভাবের প্রেরণায় ;
অন্তরে মোর আত্মদানের আর্ত্তি,
কণ্ঠ আমার আপনা আপনি গান গায় ॥

কে শুনিল, কে বা শুনিল না মোর সঙ্গীত,
কোথায় আমার জীবনের কত হারজিত,
হিসাব-নিকাশ করিবার নাহি অবসর ;
জীবনটুকুরে নিঃশেষে করি' অর্পণ
সত্য করিতে অন্তরভরা মোর পণ,
দিবারাতি তাই করি তপস্যা দুশ্চর।
কোথায় ব্যথিত পতিত অনাথ কাঁদিছে,
তার দিকে মোর সমস্ত মন সদা ধায়,
কোথায় কাহারে প্রলোভনে কেহ বাঁধিছে,
তার শত বাধা-বিঘ্ন নাশিতে প্রাণ চায় ॥

জীবনে মরণে সবারে করিতে আপনা
অবিরত শুধু আমার একটি ভাবনা,
হাজার রকম অন্য চিন্তা কিছু নাই,
একটি মাত্র ধ্যানে ডুবাইয়া নিজেরে
লভিয়াছি আমি বিশ্ব-কুশল-বীজেরে,
দিবানিশি জপি একক-লক্ষ্যে শুধু তাই ;
একটি গানেই মিলাইয়া দিব সব গান
একটি প্রাণেই মিশাইয়া দিব যত প্রাণ,
ডুবাব সবারে পরম প্রেমের বন্যায় ॥

প্রেম, শুধু প্রেম জীবনের মহাসত্য,
প্রেম ছাড়া আর সব কিছু যে অনিত্য,
প্রেমে গলাগলি, প্রেমে কোলাকোলি করিয়া
মানুষের যত দুঃখবহুল কাহিনী
মানুষের যত লালসা-বাসনা-বাহিনী
সবকিছু নিব অনায়াসে আমি হরিয়া ;
সবারে করিব শুদ্ধ, কোমল, পুণ্য,
সবারে করিব কৃতকৃতার্থ, ধন্য
পরম প্রভুর পরমশীতল পদছায় ॥

(২)

গান কেঁদে মরে হায়,–
"কোথা মোর সুর" ?
সুর কহে - " কোথা গান
প্রাণ-ভরপূর ?
সবাই নিজেরে নিয়া
বিব্রত হায়,
সুর নাই, পদ নাই,
কেবা গান গায় ?
মন, প্রাণ, সুর, বাণী,
সবাই মিলিলে মানি
আনন্দ-রস-ঘন
গান সুমধুর ॥

গানে গানে ভ'রে দাও
শূন্য জগৎ,
গানে গানে কর সবে
পুণ্য মহৎ,
গানের আরতি-বাতি
জ্বালাও দিবস-রাতি,

নীরবে আখির জল
ঢাল রে অঝোর,
বিয়োগ-বিধুর তথা
মিলন-মেদুর ॥

(৩)

গাও তাঁর জয়গান,
যাঁর নামে জাগে
নব-অনুরাগে
অনন্ত-কোটি প্রাণ ॥

ভ্রান্তিবিহীন শ্রান্তিবিহীন
ক্লান্তিবিহীন মনে
শুনাও রে জনে জনে ।
কে অনাদৃত, কেবা নির্ধন,
কেবা উত্তম, কেবা মহাজন,
ক'রো না বিচার তার,
হৃদয়-বীণায় প্রতি-জনাকার
মরিচা-বিহীন পরাও রে তার,
মেঘ-মন্দ্রিত নব-রাগিণীর
তোল মহা-ঝঙ্কার ;
মৃত্যুমথিত শবদেহ-মাঝে
করহ চেতনা দান ।
মহাকলরোলে উঠুক জাগিয়া
বিষণ্ন শ্মশান ॥

আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই,
উল্লাস নাই মনে,
যারা ধরণীতে দিবা-রজনীতে
দুঃখের ঢেউ গণে,

ছিন্ন করিয়া তাদের মনের
যত শৃঙ্খল-রাশি
ফুটাইবে কি রে প্রতিটি অধরে
সরলতা-মাখা হাসি ?
বল,–"জয় জয়–নাহি কোনো ভয়
মিথ্যা ও পাপে পাবে আজি লয়,
কে আছে কোথায়, আয় ছুটে আয়,
হইব বীর্য্যবান্
প্রতিটি মানুষ, কোটি জনমের
বিনাশিয়া অজ্ঞান।"
দেবদুর্লভ মানব-জনম
করিয়াছি লাভ, হায়!
শুধু অবহেলে বৃথা কুতূহলে
তাও ত' বৃথাই যায় !
মঙ্গল-মধু-নামোদ্দীপনা
প্রাণে প্রাণে দিক্ নবোজ্জীবনা,
জনম মিথ্যা হইতে দিব না
করিব জীবন-দান,-
আমার মরণে নিখিল ভুবনে
সবাই লভুক ত্রাণ।
যুগে যুগে যারা ব্রত অসিধারা
পালিল জীবের তরে,
তাদের জীবন লভি' রূপায়ণ
সকলের ঘরে ঘরে
অধঃপতিত দুর্ব্বলদেরে
টানিয়া আনুক বক্ষমাঝারে,
অসম্ভবেরে সম্ভব করি'
ঘটাক সমুত্থান ;
নরকের হেয় ধরারে করুক
অলকার উদ্যান ॥

(৪)

হে মহান্ কবি, আমার ভিতরে
ঘুমাইয়া আছ কেন?
জেগে ওঠ আজ সিংহের গর্জ্জনে ।
নিজে জাগ আর জাগাও সকলে,
লাগি' দাবানল যেন
জাগে কোলাহল মনের গহন বনে ॥

কেহ যেন আর জাগিয়া নাহি ঘুমায়,
ঘুমে ঘুমে যেন সময় নাহি কাটায়,
জাগ্রত এক জীবনের মাঝে
রণ-দুন্দুভি যেন সদা বাজে,
জগতের মহামঙ্গল কাজে
লাগুক প্রতিক্ষণে,
সবাই সবারে বেড়িয়া ধরুক
প্রেমের আলিঙ্গনে ॥

ভেদ-বিচ্ছেদ-দ্বন্দ্ব-কলহ-রাশি
অবিরাম শুধু বাড়িতেছে হায়
যত কল্যাণ নাশি'।
মিলাইয়া দাও সবারে সবার সাথে,
প্রেম-ঝঞ্ঝায় উড়াইয়া দাও
স্বার্থজ সংঘাতে ;
সুপ্ত সবার দৈব বিভূতি
কর্ম্মে লভুক পুণ্য মূরতি,
পাপ-তাপ-ভরা এ বসুন্ধরা
চরণের পরশনে
স্নিগ্ধ-সুষমা-মণ্ডিত হোক্
আত্মায়, দেহে, মনে ॥

মধুগুঞ্জন গাহি অনুখন
"কে দিবি আত্মবলি",
ফুটাইয়া দাও শত জনমের
অস্ফুট ফুল-কলি ।
না দিলে কি কভু
পায় কেহ কিছু ?
বৃথা ছুটে চলা
আলেয়ার পিছু ।
সবারে শিখাও,-"জন্ম সফল
আত্মবিসর্জ্জনে,
নির্ভয়ে প্রাণ দাও বলিদান
জীবনের মহারণে ।"

(৫)

মানুষ বলিয়া কে দিবে বল প্রমাণ ?
তার লাগি আজি কাঁদে মোর মনপ্রাণ ॥

মানুষের মাঝে কে আছ বল মহান্ ?
মানুষের তরে করিয়া জীবন দান
কে হইতে চাও ধন্য, পুণ্যবান্ ?
চির-নির্ভীক অন্তরে আগুয়ান
হও ভাই আজি প্রকৃত ভাগ্যবান্,
মিথ্যা নাশিতে চালাইয়া অভিযান
বাড়াও আজিকে মানুষের সম্মান ॥

কেহ ছোট, কেহ বড় না রহিবে আর,
সকলেই নিবে সবার সেবার ভার,
সকলেরে দিয়া সকলের নিস্তার ;
মানুষে মানুষে রহিবে না অসমান,
মহাকলরবে কাঁপায়ে দূর বিমান
গাও হুঙ্কারে সমন্বয়ের গান ॥

(৬)

অন্তর যদি কাঁদিয়াছে তোর
ব্যথিতের বেদনায়,
আমার বক্ষে আয় রে ছুটিয়া আয়,
আমি দিব বল তোরে অবিরল
জীবনের সাধনায় ॥

পুঞ্জায়মান বিঘ্নবিপদরাশি
যাবি অবহেলে চরণের তলে
রণ-হুঙ্কারে নাশি';
দৈত্য-দানব-যক্ষ-রক্ষ-
পিশাচ-অট্টহাসি
নিমেষে শূন্যে মিলাইয়া দিব
বাজাইয়া মোর বাঁশি ;
আগাইয়া আয়, আগাইয়া আয়,
শুধু আগাইয়া আয়
জীবহিতার্থে আত্মদানের
বিহ্বল বেদনায় ॥

জীবন মিথ্যা, যদি এ জীবনে
মরণের থাকে ভয় ;
মরণেরে জান্ অমৃত-সমান,
মৃত্যুরে কর জয় ।
তিরোধান আর আর্বিভাবের
ক্ষয়-ক্ষতি আর মহান্ লাভের
হিসাব-নিকাশ নাই রে কিছুই
তটিনী বহিয়া যায়
সাগরের মাঝে ডুবিয়া যাইবে
শুধু এই কামনায় ॥

আমি শুধু ভালবাসি তারে
জনম নিয়াছি যারে ভালবাসিবারে ॥

ঐ যারা কাটাইছে মহাদুখে দিন,
ঐ যাহা চিরকাল বিরস মলিন
ঐ যারা বিদলিত, চির-পরাধীন,
ঐ যারা একা একা কাঁধে আঁধিয়ারে,
ঐ যারা অবনত পাতকের ভারে ॥

আপনার ভাল কিসে কভু না জানিল,
প্রবল কামনা-বশে নিজেরে হানিল,
জানিয়াও যাহা ভাল তারে না মানিল,
একই ভুল এ জীবনে করে বারে বারে,
নাহি পারে জীবনের মানে বুঝিবারে ॥

জীবনের যত সুখ দিয়া জলে ডালি
জীবন-কুম্ভে শুধু হলাহল ঢালি'
সারা দেহমনে মাখি' কলুষের কালি
বিষের জ্বালায় হায় কাঁদে হাহাকারে
সকল-কুশল-নাশী হীন অনাচারে ॥

মানুষ-মূরতি ধরি' পশুর মতন
কেবল নিজের সুখে নিয়ত যতন,
স্বার্থের ধ্বজা ধরি'
দুরন্ত জিদ্ ধরি'
ছুটিয়া চলিছে যেথা দারুণ পতন,
ধাইছে বিপুল বেগে চির-ছারেখারে,
গতিরোধ ইহাদের কে করিতে পারে ?
দিকে দিকে শুধু ফাঁদ পাতিয়া ইহারা
দাসী করিবার চাহে দুনিয়াটি সারা,
দের মুখের গ্রাস চাহে কাড়িবারে ।
গর্ব্বিত পদে চলে নগরে বাজারে ।

হৃদয়-বীণার তারে মরিচা ধরিয়া
দেবত্ব ইহাদের নিয়াছে হরিয়া,
বুদ্ধি বিকল তাই বুঝিতে না পারে
কোথায় প্রভেদ আছে সারে ও অসারে ॥

ইহাদের সকলের মাঝে ভগবান
নিদ্রিত অচেতন সলিল-শয়ান,
মোর ভালবাসা দিয়া দিব তারে প্রাণ,
মানুষই যে ভগবান করিব প্রমাণ,
পরশন বুলাইয়া মনো-বীণা-তারে
জঙ্কার বিনাশিব নাম-ঝঙ্কারে ॥

আমি ভালবাসি, তাই ভালবাসা মোর
ঘুচাইবে ইহাদের অজ্ঞান-ঘোর,
মুছাইবে ইহাদের নয়নের লোর,-
তার লাগি ছুটে যাব দুয়ারে দুয়ারে ।
প্রেমিকে রোধিতে কিগো কেহ কভু পারে ?
হিংসা ও বিদ্বেষ করে কণাকাণি
ওরাই জিনিয়া নিবে এ জগৎখানি,
আমি মোর প্রাণভরা প্রেমটুকু ছানি'
অমিয় মাখিয়া নিব নয়ন-আসারে,-
দেখিব কে জিতে যায়, দেখিব কে হারে ॥

ডুবাইব নিখিলের সকল বিবাদ
ভুলাইব ভুবনের সকল বিষাদ
একটী পরম-রসে, নাহি যাহে খাদ ,
ডুবাইব অফুরণ প্রেম - পারাবারে,
যেই প্রেম-সুধা লাগি'

বিষয়ী অথবা ত্যাগী
জনমে জনমে শুধু চাহে বারে বারে
মানব-তনুটি যাতে পারে লভিবারে ॥

(৮)

সবার যাহাতে মঙ্গল, আমি
তাহাই করিতে চাই,
নিজ স্বার্থের চিন্তা আমার নাই ॥

বিশ্ব জুড়িয়া ভেদ-বিচ্ছেদ,
কেবল কলহরাশি,
উৎপীড়িতের শত ক্রন্দন
শ্রবণে পশিছে আসি';
এ উহারে কাটে, এ উহারে মারে,
ধরণী ভরিয়া গেল হাহাকারে,
মানুষ মানুষে দিতেছে রে হায়
কেবলি যন্ত্রণাই।
দুর্ব্বল যারা, তাদের লাগিয়া
কোথাও নাহিক ঠাঁই ॥

চিরবলহীনে করি বলাধান,
নির্জ্জীবগণে করি প্রাণদান,
উন্নতি-পথে করি আগুয়ান্ ,–
এই চাহে মোর প্রাণ;
তারি লাগি মোর ধ্যান অবিরত,
তারি লাগি মোর সাধনা ও ব্রত,
তারি লাগি মোর বিরামবিহীন
হাজার অনুষ্ঠান,–
এ আকৃতি মোর পূর্ণ না হ'লে
জীবন গেল বৃথাই।

আমার জীবন-গগনের শশী
শুধু এই কামনাই ॥

ইহারা তুচ্ছ, উহারা শূদ্র,
ইহারা ঘৃণ্য, উহারা ক্ষুদ্র,
একথা শুনিলে আমার রুদ্র
ক্ষমাহীন আক্রোশে
ক্ষেপিয়া উঠিয়া নাচে তাণ্ডব
প্রলয়ঙ্কর রোষে,
প্রেম দিয়া তারে করিয়া শান্ত
সবারে মিলাতে চাই,
অন্তরভরা উদ্বেগ, কিসে
সবারে বক্ষে পাই ॥

ছোট-বড় নিয়া যত সংঘাত–
করি'সব অবসান,
সবার দৃষ্টি টানিব যেথায়
মহতের মহীয়ান্
ছোট - বড় সব-কিছুর মাঝারে
নিজেরে বিকাশ দিল বারে বারে,
বুঝাইয়া দিল জীবের অন্য
কোনো তপস্য নাই,
সবাই করুক প্রতিটি কর্ম্মে
ব্রহ্ম-বন্দনাই ॥

(৯)

আপনার হিয়া বিলাইয়া দিয়া
সবার ঘরে
আমি চাহি প্রাণ দিতে বলিদান
সবার তরে ॥

সরল সহজ প্রেমের ধর্ম্মে
প্রেম জাগাইয়া সবার মর্ম্মে
পশিব সবার অস্থি-চর্ম্মে
একেবারে বিনা আড়ম্বরে ॥
দিকে দিকে যত বিসম্বাদের
করিব লয়
সবার হৃদয় অবহেলে আমি
করিব জয়,
সবারে করিব সবার আপন,
সবাই সবারে ঢালি' দিবে মন,
ভুলাইব যত ভেদের দৃষ্টি
আপন-পরে ॥
অন্তরে দিব-অমৃত-সমান
মমতা -রাশি,
বিষণ্ন মুখে ফুটাইব আমি
বিমল হাসি,
সবাই সবারে জানিবে বন্ধু,
উথলিবে প্রাণে প্রেমের সিন্ধু,
ডরিবে না কেহ বিঘ্ন-বিপদ
ভয়ঙ্করে ॥

(১০)

দরদী প্রাণের মমত্বটুকু দিয়া
মণ্ডিত কর আমার তুচ্ছ হিয়া,
আনন্দময় করিব ধরণী
সবারে সঙ্গে নিয়া ॥

একাকী সাধন আমার জন্য নয়,
সবার মাঝারে ডুবাব নিজেরে
স্বার্থ করিয়া লয় ;
সবারে লইয়া বিশ্বনাথের
হৃদয় করিব জয় ।
একাকী সাধন
যে পারে, করুক গিয়া ॥

নূতন পৃথিবী, নূতন সৃষ্টি সব
উল্লাস-ভরে করিয়া উঠুক
আনন্দ-কলরব,
জাগাব সবার চেতনা সুপ্ত
নিজেরে করিয়া চিরাবলুপ্ত,
দিকে দিকে শুধু নব-দিগন্ত
নবপ্রাণ বিরচিয়া,
আত্মবলির মহিমায় দিব
সকলেরে জাগাইয়া ॥

(১১)

জীবনেরই ধর্ম্মে গাহিয়া যাই রে গান,
কাব্য নাহিক তাতে একটি কণা,
আমার গানের মাঝে আমার প্রাণের সুর
সঙ্গীতে মুখরিত প্রেমারাধনা ॥

বিশ্বের প্রতি জনে বক্ষে ধরিব কবে,
কবে সকলেরে সবে বক্ষে তুলিয়া লবে,
তারি লাগি বন্দন, তারি লাগি ক্রন্দন,
তারি লাগি বুকভরা যত বেদনা ॥

সবারে ডাকিয়া আনি, করিব আপন জন ,
একত্র মিলাইব সকলের প্রাণমন,
তারি লাগি ধ্যান-জপ, তারি লাগি মোর তপ,
তারি লাগি কৃচ্ছ্র ও যত সাধনা ॥

(১২)

কর্ম্মোপচারে রচিব কাব্য এক,
তাহা দিয়া হবে সত্যের অভিষেক ॥

কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্ম বিকাশ পাবে,
জীবন মরণ ভরিয়া উঠিবে লাভে,
জগদীশ্বর জগতের মাঝে
করিবে বিরাজ সকলের কাজে,
পূর্ণতা পাবে সফলতা পাবে
সমগ্রে প্রত্যেক ;
দেখিবে বিশ্ব মুগ্ধ নয়নে,
দৃষ্টিতে অনিমেখ ॥

ত্যাগ-সাধনার সিদ্ধিতে অম্লান
মানুষ সঁপিবে মানুষের তরে প্রাণ ;
কার তরে কেবা কত যে করিল,
অসহ দুঃখ অবাধে সহিল,
তার ইতিহাস রহিবে গুপ্ত,
রহিবে অনুল্লেখ ;
সবার লাগিয়া সবাই বাঁচিবে,—
ঘটিবে না ব্যতিরেক ॥

(১৩)

জাগ যত সুপ্ত পরাণ,
ওঠ, জাগ, কর কাজ
পাহাড়-প্রমাণ ॥

ক্ষুদ্রে রবে না কভু তুষ্ট,
বৃহতে নিজেরে কর পুষ্ট,
হয় যদি ত্রিভুবন রুষ্ট
তবু নিজ পথে চল ধন্য ধীমান্,
লক্ষ্য তোমার শুধু
প্রাণ-বলিদান ॥

চলিতে চলিতে পথে
যাবে না থামি,
চলিবে লক্ষ্য-পানে
দিবস-যামী,
কর্ম্মে ও বিশ্রামে
তাঁর অভিরাম নামে
প্রতি রোম-কূপে গাও
তাঁরই মধুগান,
পরিহরি' গর্ব্ব ও
মান-অভিমান ॥

বিশ্রামে চলে কাজ,
সেই ত যোগী,
কর্ম্মেই বিশ্রাম,
অমৃতভোগী ;
মৃত্যু তাহার নাই,
ধ্বংস তাহার নাই,
চলে তার অবিরাম
পুণ্যাভিযান,
সারা বিশ্বের যাহে
চির-কল্যাণ ॥

(১৪)

আমি যদি পারিতাম
নিজেরে দিতে
বিশ্বের হিত-তরে
অতি নিভৃতে
আনন্দ কত মোর
হ'ত যে চিতে ॥

ভুলিয়া স্বার্থ রাশি যত
আমি যদি হইতাম
দিবানিশি অবিরাম
বিশ্বজনের সেবা-রত,
জনম সফল হ'ত
এ ধরণীতে ॥

দিন নাই, রাত নাই,
এই আমি শুধু চাই,
কি ক'রে নিজেরে পারি
সমর্পিতে
সকলের শুভ-তরে
অলক্ষিতে ॥

(১৫)

আমি যদি মোর জীবন-খানারে
টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে
দিতে পারিতাম একেবারে অকাতরে,
আত্মপ্রসাদ লভিতাম আমি
সারা অন্তর ভ'রে ॥

নিজেরে লইয়া ব্যস্ত থাকা পাপ,
নিজেরই জন্য বাঁচিয়া কেন রে
কুড়াইব অনুতাপ ?
সব-কিছু মোর দিব বিলাইয়া
বিশ্বজনের তরে,
আমার আমারে ছড়াইয়া দিব
সকলের ঘরে ঘরে ॥

আমার মরণে সবার জীবন
উঠুক দীপ্ত হ'য়ে,
জাগিয়ে উঠুক সহস্র মন
সেবার বুদ্ধি ল'য়ে ;
সবাই সবারে করুক আপন,
সবাই সবারে জানুক রতন,
প্রেমালিঙ্গনে অভিনন্দিত
করুক পরস্পরে ॥

(১৬)

বিশ্বজনের সুখ-তরে আমি
নিজেরে করিব দান,
তবেই জানিব নিজেরে ভাগ্যবান্,
তবেই জানিব নিজেরে পুণ্যবান্,
তবেই জানিব, ধন্য আমার
মানব-জীবন-খান্ ॥

দিকে দিকে যত বিমর্ষ মুখগুলি
হাসিয়া উঠুক মুক্ত আবেগে
রুদ্ধ দুয়ার খুলি'
ফুটুক তাদের প্রাণ-শতদল

সুরভিত অম্লান,
নয়ন তাদের প্রেম-যমুনায়
করিয়া উঠুক স্নান ॥

অতীতের যত কলঙ্ক-রাশি
সব দূর হ'য়ে যাক্,
একের মাঝারে ডুবে গিয়ে সব
প্রেমে হোক্ নির্ব্বাক্,
হৃদয়-গগনে মুগ্ধ পরাণে
চাহিয়া পূর্ণ শশধর পানে
জ্যোৎস্নায় হয়ে পুলকিত-তনু
গাহুক প্রণব-গান,
যে গান শুনিলে নিখিল বিশ্ব
লভিবে পরিত্রাণ ॥

(১৭)

গরীব দুঃখী
অতি সাধারণ তুচ্ছ জনে
ভালবাসি, ওরে
ভালবাসি আমি শুদ্ধ মনে ॥

কি লাভ হইবে বাছি' জাতিকুল,
ছোট-বড় বাছা কি বিষম ভুল !
যে আজ নিম্নে কে জানে সে কাল
বসিবে না উঠি' উচ্চাসনে ?
যে আছে উপরে সেও নামে নীচে,
দর্প-দম্ভ সবি জানো মিছে,
সবাই সবারে উপরে উঠিতে

সহায়তা দিক্ অনুক্ষণে,
সবাই সবারে গড়িয়া তুলুক
নবজীবনের সঞ্চারণে ॥

(১৮)

নিখিল ভুবন ভরে গেল আজ
উল্লাস-কলরবে,
সকলেরে আজি আপন ভাবিবে সবে,
কেহ কারো পর কেহ কারো দূর
আর কভু নাহি র'বে,
সবাই সবার হইবে বন্ধু
যেখানে যে আছে ভবে ॥

ধন-সম্পদ আছে যাহাদের
করিবে না আর গর্ব্ব,
সবাই সবার সমান হইবে
অভিমান করি' খর্ব্ব,
দীনের নিঃস্ব ভাণ্ডার খানি
ভরি' দেবে বৈভবে,
সুখী সানন্দে দুখীর দুঃখ
যতনে কাড়িয়া লবে ॥

দাম্ভিক এই গর্ব্বিত ধরা
নম্র হইয়া যাবে,
দ্বন্দ্ব-কলহ পাইবে বিলয়,
মধুময় প্রেম-ভাবে,
সভ্যতা আজ ফিরে যাবে তাঁর
পুরাতন শৈশবে
বিষণ্ণ ধরা হবে প্রসন্ন,
আনন্দময় হবে ॥

একঘেয়ে গান গাই ব'লে যারা
পাতে না আমার কথায় কাণ,
থাকুক তাহারা নিজেদেরে লয়ে,–
আমি ছাড়িব না আমার গান ॥

জনমে জনমে যাদের লাগিয়া
ছুটিয়া গিয়াছি গৃহ তেয়াগিয়া,
তাদের জন্য মোর জীবনের
সব-কিছু আমি করিব দান;–
পরের দুঃখ, পরের বেদনা,
পরের অশ্রু আমার প্রাণ ॥

মায়া-মোহ মোরে বাঁধিতে না পারে
প্রেম-বন্ধনে বাঁধি' সবাকারে ;
মোর নয়নের শ্রাবণের ধারে
প্রেমাশ্রু নয়,– প্রেমের বান ।
ভুলাই দুঃখ, ভুলাই বেদনা,
ভুলাই অমিত অসম্মান ॥

কেহ নাহি সাথী, তবু গাহি গান,
সারা দিবা রাতি চলে মোর তান,–
"বিরস যমুনা বহাব উজান,
নারকীরে দিব পরিত্রাণ ;
পতিত অধমে টানিয়া তুলিতে
ব্যাকূলতা মোর হবে না ম্লান ॥"

ছিল কবি ঘুমাইয়া
হৃদয়ে আমার
জাগাইতে করিনি প্রয়াস ।
সে যদি না নিজে জাগে
ডাকি' বারবার
জাগানো তো শুধু পরিহাস ॥

বেণুখানি ছিল তার হাতে,
বীণাখানি ছিল তার সাথে,
কুসুম-কিরীট ছিল মাথে,
কোকিল-কাকলি আর
মধু-গুঞ্জন
কুহরিত সারা দিন-রাতে,
তবু তারে বলি নাই–
"ওঠ, জাগো কবি ।
কেন শুয়ে আছ হ'য়ে
প্রাণহীন ছবি ?
এত ঘুম ঘুমিয়েও
নাহি মিটে আশ ?"

সহসা একদা কবি
উঠিল জাগি,
বলিলাম,-"আরো ঘুম
আছে কি বাকী ?
দিকে দিকে দুর্দ্দশা,
দিকে দিকে দুর্গতি,
অকারণ মানুষের
এত দুখ, এত খতি,

সব কিছু বিদুরিতে
হবে কি মতি
জীবন-চিহ্ন তব
করিতে প্রকাশ ?”

(২১)

শুনিবার কেহ নাহি
তবু গাহি গান,
গানের নেশায় মোর
মাতোয়ারা প্রাণ।
গান শুধু নহে, সে যে
প্রেম-নিবেদন,
কোথায় মানুষ পাই
মনেরি মতন ?
কে আমার সাথী হ'য়ে
আমার সঙ্গে ল'য়ে
অনায়াসে করিবে রে
এ জীবন দান
সবার কুশল শুধু
করিতে বিধান ?
নিজেরে লইয়া থাকি'
নাহি কোনো সুখ,
কোথায় তাহারা, যারা
স্বার্থে বিমুখ ?
অনুদিন অনুখন
দিয়া তনু-মন-ধন
অভাব সবার সব
করে সমাধান,
মানুষ-রতন তারা
পুরুষ-প্রধান ॥

(২২)

নূতন চিন্তা, নূতন ভবনা,
নূতন উদ্দীপনা
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে দিক্
নব-রাগ-মূর্চ্ছনা ॥

ভুলাক্ নিরাশা, ভুলাক্ পিয়াসা,
ভুলাক্ লালসা-রাশি,
হতাশা-খিন্ন আঁধার পরাণে
জাগাক্ স্নিগ্ধ হাসি,
চির-জঘন্য হৃদয়াঙ্গনে
আঁকিয়া আলিম্পনা
দূর ক'রে দিক্ দীর্ঘ দিনের
পঙ্ক-আবর্জ্জনা ॥

নূতনের নামে কে দিবি জয়ধ্বনি
বিঘ্ন-বিপদ কিছুরে কিছু-না গণি',
শবদেহ মাঝে সঞ্চারি' প্রাণ
সকলেরে হ'তে হবে আগুয়ান,
অতীতের মৃত কঙ্কালে দিয়া
পীযূষ-সঞ্জীবনা ॥

(২৩)

গান গাহিবার নাই অবসর
তবু যে গাই
সে কেবল শুধু না গাহিয়া মোর
উপায় নাই ॥

দুঃখী, ব্যথিত, কাঁদিছে যেথায়,
মোর প্রাণ শুধু ছুটিছে সেথায়,
তার লাগি মোর আকুলি-ব্যাকুলি
সর্ব্বদাই ।
তারে কাছে পেলে বিশ্বেরে যেন
বক্ষে পাই ॥

নিঃস্ব যে-জন সে মোর স্বজন,
বিপন্নগণ আমার আপন,
বিলাইয়া দিয়া নিজের জীবন
তাদের দুঃখ হরিতে চাই ।
যে যেথায় আছে অত্যাচারিত,
সে যে রে আমার প্রাণের ভাই ॥

(২৪)

দিন নাই রাত নাই,
নিজ মনে গান গাই,
গানের নেশায় মোরে করিয়াছে চূর,
জীবনের শ্রান্তি
অতীতের ভ্রান্তি
গানের বানের জলে হইয়াছে দূর ॥

গোপন-মানস-পুরে রচি' নন্দন
গানে গানে অন্তরে লেপি চন্দন,
শুদ্ধ শুচিতা দিয়া মণ্ডিত দেহ-মন
ললাটে মধ্যমণি শোভে কর্পূর,
কোটি জগতের পাপ
কোটি ভুবনের তাপ
অপহরি' সুরধনী-সম বহে লোর ॥

আকাশে বাতাসে গান
মাতায় উদাস প্রাণ,
প্রাণ-মন-রসায়ন সুর সুমধুর
টানিছে আবেগ-ভরে অনাথ আতুর,
সবারে করিবে দান
নিতুই নূতন প্রাণ
চরণ -কমল-মাঝে বিশ্বপ্রভুর ॥

(২৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি ॥

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবার হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি ॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি,
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী ॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি ॥

(২৬)

ভিক্ষার পথে কিছুই হবে না,
শক্ত কর্ রে শিরদাঁড়া,
আত্মশক্তি নির্ভর করি'
নিজের চরণে আজ দাঁড়া ॥

বিঘ্ন-বিপদে তুচ্ছ করিয়া
জীবনের যত ভয় বিসরিয়া
মরিয়া হইয়া সাহস করিয়া
সমর-ক্ষেত্রে আগ বাড়া,
বিপদের বুকে পড়ি' ঝাঁপাইয়া
কাটাইয়া দে রে সব ফাঁড়া ॥

পিছনের দিকে অপসরণ
বৃথাই নিজের আয়ু হরণ,
বাজে অজুহাতে মিথ্যাচরণ,
কাজ না করিয়া দায় সারা
তাদেরি ত সাজে যারা বোঝে না যে
গৌরব নাহি ত্যাগ ছাড়া ॥

(২৭)

নিদ্রিত জনগণে
জাগাইয়া দিতে চাই,
হায় হায় নিজেই ত'
পারিনু না জাগিতে।
সবারে কুশল-কাজে
লাগাইয়া দিতে চাই,
এখনো আমি যে কাজে
পারিনু না লাগিতে ॥

কহিতে লাগে যে লাজ,
কেমনে করিব কাজ ?
যাহা-কিছু করি সে ত'
স্বার্থেরি তাগিদে।
কাজ করা নয়, জানি
কাজ থেকে ভাগিতে ॥

সাহস করিয়া যবে
প্রাণ দে'য়া প্রয়োজন
ক্ষেত্র ছাড়িয়া করি
দূরে দূরে পলায়ন,
কথার বহর দিয়া
মাৎ করি এ দুনিয়া,
শিখিয়াছি কেবলি ত'
ভিক্ষাই মাগিতে ॥

(২৮)

জীবন দিবি ত' জীবন ফিরিয়া পাবি,
কিছুই দিলি না তথাপি কেমনে
মিটিবে রে তোর দাবী ?
কঠিন মাটিতে ঠেলিতে হইবে হাল,
পাথর-কাঁকর বাছিবি তবে ত'
হবে রে জমি বহাল !
তবে ত' করিবি ফসল আবাদ
আগাম অথবা নাবী !!

করিয়া মরণ পণ
চালাইয়া যাবি দীর্ঘ জীবন
ক্লান্তিবিহীন রণ,
সর্ত্তবিহীন নিষ্ঠায় ঢেলে
দিবি তনু-মন-ধন,
কোটি বিঘ্নেরে করি' পরিহাস
তবে ত রচিবি নব-ইতিহাস
অতিক্রমিয়া গৌরব-রাশি
অতীত অথবা ভাবী ॥

(২৯)

জাগিল যাহারা পরমপ্রভুর
উদাত্ত আহবানে,
তাহাদেরি আমি বন্দনা গাহি
আমার প্রতিটি গানে ॥

লক্ষ যুগের অবসাদ-রাশি
নিমেষে করিয়া জয়,
নিজের জীবন সবার সেবায়
করিল যাহারা লয়,

তারা ত' তুচ্ছ নয়,
তারা সামান্য নয়,
পদাঘাতে তারা চূর্ণ করিল
জগতের যত ভয়,
তাহাদের তরে আরতির বাতি
জ্বলিছে আমার প্রাণে ॥

আয়, সবে আয় তাহাদের মত
জীবন তুচ্ছ করি'
জগতের যত শূন্য কুম্ভ
আমরা পূর্ণ করি,
ঢালিয়া মোদের হৃদয়-শোণিত
শ্বেত, নীল, লাল, গৈরিক, পীত,
সারা ধরিত্রী মিলি' একত্র
অতুল আত্মদানে ॥

(৩০)

নূতন যুগের নূতন উষায়
গাহিব নূতন গান
সঞ্চারি'মরা পাথরের বুকে
নব জাগ্রত প্রাণ ॥

চূর্ণ করিয়া হীনতার যত
স্বার্থ-কূটিল বুদ্ধি
ত্যাগের মহৎব্রত-সাধনায়
করিয়া আত্মশুদ্ধি
পিছে-পড়া যত অবসাদ-জড়ে
করিবারে আগুয়ান্
"ওঠ, জাগ" বলি উছলি' উছলি'
করিব রে আহ্বান ॥

দিতে হবে আজি যার যাহা আছে
কুণ্ঠাবিহীন মনে
প্রবুদ্ধ কর ঘরে ঘরে আজি
ছোট-বড় প্রতি জনে,
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর
সুন্দর, অম্লান,
কলুষ-মুক্ত নিষ্কাম কর
জীবনের যত দান ॥

(৩১)

নূতন দিনের নূতন মলয়
জাগাক্ নূতন চেতনা,
মুছাক মনের কলুষ-কালিমা,
ঘুচাক্ সকল বেদনা ॥

দীন হীন জনে কাছে টেনে এনে
বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া
শান্ত করুক স্নিগ্ধ করুক
সকল দুঃখ হরিয়া,
কহি ধীরে ধীরে মনের গভীরে
"এস বাছা, আর কেঁদ না।"

শুনালে আশার অমোঘ ভাষার
অভয় ললিত বচন
কত যে তরুণ জীবন-অরুণ
হ'ত না বিষাদে মগন,
ফুল-মঞ্জরী ভূমিতলে পড়ি'
অকালে শুকায়ে যেত না ॥

(৩২)

যে আঁখি নেহারে বাহিরের শোভা
সে আঁখিতে মোর সাধ যে নাই ;
যে আঁখি খুলিলে কভু মুদিবে না,
সেই আঁখি আমি এখনি চাই ॥

কোথা সেই আঁখি যাহাতে নিরখি
জীবে জীবে মোর প্রাণের ধন,
যে আঁখি খুলিলে দিকে দিকে মিলে
অগণিত কোটি আপন জন,
যে আঁখি দূরকে করিবে নিকট,
অজানারে করি দেব রে প্রকট,
সেই আঁখি-তরে সদা আঁখি ঝরে,
দিবানিশি কাঁদে সর্ব্বদাই ॥

বাহিরের চোখে কত কি দেখিনু
জীবন ভরিয়া, কোথায় কি পেনু ?
যা ছিল পূর্ণ হইল শূন্য,
কলরব শুধু "নাই রে নাই" ;
সব হারাইয়া সে দেখাই চাই
যে দেখা দেখিলে সবারে পাই ॥

(৩৩)

আমি কি রে শুধু
আমার কথাই বলি ?
সবার কথাই আমার কণ্ঠে
উঠিতেছে উচ্ছলি' ॥

বিশ্বের কোটি কণ্ঠের বাণী
আমার কর্ণে করে কাণাকাণি,
বিশ্বের প্রাণ আমার বক্ষে
উঠিছে দোদুল-দুলি ;
সকলের তরে আমার আত্মা
দিতে চাহে প্রাণ-বলি ॥

সবার লাগিয়া আমার বেদনা,
আমার রোদন, আমার সাধনা ;
সকলের তরে, নিজের স্বার্থ
যাইব চরণে দলি',
তপ্ত বক্ষ-শোণিতের দিব
উজ্জ্বল অঞ্জলি ॥

আমারে লইয়া আমার চিন্তা
নাহি, নাহি এককণা,
সকলের তরে করি জপ, তপ,
কীর্ত্তন, আরাধনা,
নিয়াছি এ ব্রত জীবন যখন
আছিল কুসুম-কলি,
বিশ্বভাবনা ভাবিতে ভাবিতে
নিঝুম পড়িব ঢলি ॥

(৩৪)

কি সে আনন্দ
ভাবিতে হর্ষ জাগে,
ছোটরা সবাই বড়দের চেয়ে
চলিতেছে আগে আগে ॥

সবার বাহুতে পৌরুষ যেন
বৃত্র-বিনাশী দম্ভোলি হেন,
ছুটিছে সবাই জাগ্রত চোখে
অমলিন অনুরাগে
চরণ-তলায় দাবাইয়া রাখি'
সহস্রফণ নাগে ॥

ভয় নাই প্রাণে একটা বিন্দু
উথলে হৃদয়ে অভয়-সিন্ধু,
লক্ষ্য তাহার চির-উজ্জ্বল
নয়নের পুরোভাগে,
ভিক্ষার দান যত বড় হোক্
কারো কাছে নাহি মাগে ॥

(৩৫)

মন্দিরে, গির্জ্জায়,
মস্‌জিদে, প্যাগোডায়
কার অর্চ্চনা তুই করিস্ রে বল্ ।
তিনি কি একেলা তোর
সম্প্রদায়ের প্রভু,
শত্রু কি জগতের অপরে সকল ?
ধর্ম্মের প্রেরণায়
প্রেম দিলি ভগবানে
সেই ভালবাসা দিয়া
মানুষে বধিবি প্রাণে ?
সেই ভালবাসা দিয়া
মানুষে করিবি ঘৃণা ?
সেই ভালবাসা দিয়া
বাড়াইবি তুই শুধু হিংসক-দল ॥

ভালবাসা যদি তুই
দিয়াছিস্ ভগবানে
সবারে বাসিবি ভাল,
এই হ'ল তার মানে ।
বিশ্বপিতার যেথা
যত আছে সন্তান,
সকলের তরে চাই প্রণয় অতল ॥

(৩৬)

বিশ্বের কোটি জনেরে লইয়া
আস্বাদ করি' মিলনানন্দ
মিটাব প্রাণের সকল পিয়াসা,
ঘুচাব মনের সকল দ্বন্দ্ব ॥

একা একা নহে অমৃত পান,
সবারে সাদরে করি আহ্বান ;
সবার কণ্ঠে মিলনের গানে
রচিব মধুর মেদুর ছন্দ ॥

প্রীতির অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
সবাই হইবে সবার সমান ।
সকলের সাথী হও দিবারাতি
হে মোর পরম ! হে মকরন্দ !
জীবন-কুসুম ফুটুক সবার
সঞ্চারি'সদা দিব্য গন্ধ ॥

(৩৭)
ঝাঁপতাল

উত্তম অধম আর
ছোট বড় নিয়া
হে প্রভু, তোমারে আমি
ফেলিব ঘিরিয়া ॥

তোমারে করিব পূজা,
উপায়টী বড় সোজা,-
দেহ মন প্রাণ সব
দিব হে সঁপিয়া,
মরিব নামের তালে
নাচিয়া নাচিয়া ॥

তুমি সকলের নাথ,
একা কারো নও ,
সকল যুগের তুমি
সকলের হও;
দীনাদপি দীনগণ
তপোধন মহাজন
সবারে তোমার ওই ।
বুকে তুলে লও
সবার লাগিয়া সম
কাঁদে তব হিয়া,
তোমার প্রেমের লীলা
সবারে লইয়া ॥

(৩৮)

মহাসাগরের গোপন ঘরের
মহামণি করি' উদ্ধারণ
তাই হাতে করি' ঘরে ঘরে ঘুরি,
দেশে দেশে করি পর্য্যটন ॥

সবাই বলিছে,- "ওরে, সাবধান !
যারে তারে ইহা করিস্ না দান !
অতীত কালের যত ব্রাহ্মণ
জানিত ইহারে পরম ধন,
নারী ও শূদ্র অতীব ক্ষুদ্র
নাহি যেন করে উচ্চারণ !"

সম্পদ যাহা জগতে শ্রেষ্ঠ,
ইহারা কেন না জানিবে ইষ্ট,
ইহারা কেন রে তার সাধনায়
সঁপিবে না হায় হৃদয়-মন,
যাঁহার সাধনে মুনি-ঋষিগণে
করিয়াছিলেন জীবন পণ ?

(৩৯)

একা একা করিতে সাধন
নাহি চাহে মন ।
সবারে লইয়া তাঁর সেবিব চরণ,
যে জন আমার হয় হৃদয়-রমণ ॥

কে কোথা আছিস্ তোরা চির-অনাদরে,
আমার সোহাগ রাশি
সকলেরে ভালবাসি'
"আয়" বলি আবাহন করে,
আয় তোরা ছুটে আয়,
বেলা যে বাড়িয়ে যায়,
থাকিস্ না তন্দ্রার তমসায় প'ড়ে,
আয় নিজ অধিকার করিতে গ্রহণ
ঘটাতে প্রতিটি প্রাণে চির-জাগরণ ॥

একা কত করিয়াছি ব্রত-উপবাস,
আজি সকলেরে নিয়া মিটাইব আশ ;
মানব-জীবন কভু নহে উপহাস ।
লভিব সবারে নিয়া নবীন জীবন,
সকলেরে নিয়া করি' ব্রত-সমাপন ॥

(৪০)

ঝাঁপতাল

কেবা উচ্চ কেবা নীচ
না করি বিচার
আস্বাদন দিব সবে
প্রণব-সুধার ॥

সবারে লইব বরি'
সমান আদর করি',
দিব ব্রহ্মগায়ত্রীর
পুণ্য অধিকার ;
সবাই ব্রাহ্মণ হোক্
কামনা আমার ॥

ছোট কেহ রহিবে না
এ জগত-মাঝে,
সবাই নিজেরে দিবে
সঁপি' তব কাজে,

উন্নত রাখিয়া লক্ষ্য
সবারে বিলাবে সখ্য,
সবারে লইয়া পার
হব পারাবার,
দূর হবে তমসার
চির- অন্ধকার ॥

(৪১)

কারে চাস্ করতে আপন ?
কে আছে পর ভুবনে ?
খুঁজে দেখ্ লক্ষ যোজন,
খুঁজে দেখ্ আপন মনে ॥

অপরূপ মূর্ত্তি সবার,
ক্ষমতা নাই বুঝিবার,
কেমনে চিন্‌বি রে ভাই
সবাকার আপন জনে ?
ধরা সে দেয় রে সদাই
অতীব সঙ্গোপনে ॥

মানসের অতল তলে
ডুবে যা গভীর জলে,
পেয়ে তুই ধন্য হবি
জীবনের পরম ধনে
একা নয়- সবায় নিয়ে-
মনোময় উজ্জীবনে ॥

(৪২)

দুই, তিন, চার, পাঁচ,
ছয়, সাত পংক্তির
আমি এক কবি যে নগণ্য ;
তথাপি জনম লভি
পুণ্য বঙ্গভূমে
জীবন আমার হ'ল ধন্য ॥

মিল্টন, দান্তে বা
ভার্জ্জিল, টেনিসন,
ভবভূতি, কালিদাস,
হোমার ও বায়রন্
আমার নিকটে সব
গলন্ত আয়রণ,
ছোঁয়া ত দূরের কথা
কাছে যাওয়া দুরূহ,
মহাভাবুকের ভাব
আসে না এ অনুভবে,
মনে হয়, ফুল নয়,
কণ্টক সমূহ ;-
আমার কণ্ঠে সুর
একেবারে সাধারণ
আদিম ও দুর্ব্বল,
একেবারে বন্য ॥

পুণ্য খুজিয়া মরি
পাতকীর চরিতে,
ধুল্যবলুণ্ঠিতে
রাজাসনে বরিতে ;

কাঁদিতে যে ভালবাসি
অধমের জন্য,
শুধু কাঁদা ছাড়া সাধ
নাহি মোর অন্য ।

কাঁদিতে কাঁদিতে আঁখি
হ'য়ে যাক্ অন্ধ,
তথাপি গাহিব গান
খুলিবারে বন্ধ ;
মুক্ত করিব তারে
বাঁধি হায় বারে বারে
প্রহার করিছে যারে
যত জনারণ্য,
যার কোনো গতি নাই ,
রথ নাই, পথ নাই,
চিরকাল সহিল যে
নিদারুণ দৈন্য ॥

মানুষ মানুষ রূপে
সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে
দুনিয়ার যত বাঁধা -
বিঘ্নেরে হারাবে,
সকলের মরমের
ভাঙাচূড়া সারাবে,
প্রাণ দিবে অবহেলে
মানুষের জন্য,–
মানুষ নহেক কভু
বণিকের পণ্য ॥

(৪৩)

দূরকে নিকট পরকে আপন
করাই যে তোর চাই রে চাই ।
আজকে যারা শত্রু ভীষণ,
তারাই যে তোর প্রাণের ভাই ॥

বজ্র-পতন দেখেও তোরে
থাক্তে হবে ঊর্দ্ধশির,
সত্যিকারের শত্রু তো নয়
একটি প্রাণীও ধরিত্রীর ;
পর-ভাবনা দূর-ভাবনা-
ভুল-বুঝা এর তুল্য নাই ॥

আগুন যদি জ্বলবে রে ভাই,
নিভ্‌তে হবে নিশ্চিত ;
চাই যে রে আজ সহিষ্ণুতাই,
হস্ না রে তাই কেউ ভীত ;
খোঁজ ক'রে নে পরশ-মাণিক
যেই খানেতে দেখ্‌বি ছাই ॥

(৪৪)

মনে মনে ভেবেছিনু
আমি একেলা,
বাহিরে চাহিয়া দেখি
জমেছে মেলা ॥

জগতের প্রাণী সব
তুলিতেছে কলরব,
আমারি সহিত তারা
করিবে খেলা,
চিরকাল যাহাদেরে
করেছি হেলা ॥

যারা ছিল দূরে দূরে,
কাছে আসিয়াছে ঘুরে;
সবাই হইব এক
বিদায়-বেলা,
মিটিবে জীবন-জোড়া
যত ঝামেলা ॥

(৪৫)

যৌবন যদি ফিরিয়া আসে রে
জরাজীর্ণ এ বৃদ্ধকালে
অতীত আত্ম-কীর্ত্তি ঘোষণা
হবে কি লিখন আমার ভালে ?

কবে কোন্ ভোরে শিউলি-তলায়
কুড়াইয়াছিনু হাজার ফুল,
কবে কার সাথে কাটিয়া সাঁতার
নদী পার হয়ে ধরিনু কূল,
কবে কার লাগি' কি করিতে গিয়া
কাটিল হাজার মনের ভুল,
আমি কি কেবল নিরত রহিব
তাহারি রোমন্থনের তালে ?

আমার সুমুখে দিগন্তরালে
রয়েছে এখনো জ্বলদ্ -রবি,
এখনো আকাশে, মেঘে ও বাতাসে
ঝলমল করে কত যে ছবি ;
কোটি বিহগের কলকল তান
এখনো উদাস করে এই প্রাণ ;
সে আকাশে আমি উড়িতে দিব কি
যশ-পিপাসিত পঙ্গপালে ?

(৪৬)

পরের দুখে কাঁদল যাহার প্রাণ,
এই জগতে সেই ত' রে মহান্ !
তিন ভুবনে সেই ত' ধন্য,
পুণ্য-গরীয়ান্ ॥

আয় রে মোরা সেই মহতের
পুণ্য গাথাই গাই,
পরের তরেই প্রাণ কাঁদে যার,
নিজের দুঃখ নাই ;
নিজের বিপদ, নিজের অভাব,
ভুলেই যাওয়াই যাহার স্বভাব,
সবার সুখের তরেই যাহার
নীরব আত্মদান ॥

সবার প্রাণে নিজের প্রাণের
ছন্দ অনুভবি'
মুখের কথা ভুলে যে জন
হ'ল কাজের কবি,
আত্মভোলা সেই মহাজন

মোদের প্রণাম করুন গ্রহণ,
তাঁরই চরণ-চিহ্ন ধ'রে
করব রে প্রয়াণ ;
ধন্য হবে, পুণ্য হবে
মানব জীবনখান ?

(৪৭)

শ্রবণ পাতিয়া রাখ্
শুনিবার তরে
ব্যথা-বেদনায় কোথা
কে কাঁদে অঝোরে ॥

কোথা ক্ষুৎ-পিপাসায়
কাহারা কাঁদিছে হায়,
জাগিয়া কাঁদিছে, কেবা
কাঁদে ঘুমঘোরে ॥

সকলের দুখ তোরে
বিদূরিতে হবে,
তাহারি লাগিয়া তুই
আইলি এ ভবে ,
এই দুটী সার কথা
মনে রাখ্ ওরে ॥

(৪৮)

অমর-কীর্ত্তি এ জগতে কেহ হয় না ভাই,
কীর্ত্তি শুধুই দুদিনের খোলা-ভাটির মদ;
গিল,শুধু গিল, পকেটের কড়ি করিয়া ছাই,
গিলিতে গিলিতে নিঃশেষে কর নিজেরে বধ ॥

অতুল যশের পসরা বহিয়া চলিছে যারা
এ জগৎ-মাঝে একজনো সুখী নহে ত তারা
শূন্যে তাকিয়ে গণিছে তাহারা সুখের তারা,
ভিতরে দৈন্য, বাহিরে রাজার পরিচ্ছদ ॥

সুখ নাই যশে, সুখ শুধু হয় সমর্পণে,
নিজের স্বার্থ সবার স্বার্থে বিসর্জ্জনে,
আপন বলিয়া বিশ্বজনেরে আলিঙ্গনে,
তুচ্ছ করিয়া প্রজ্বলন্ত ইরম্মদ ॥

(৪৯)

দিন যায় চ'লে, থাকে কথাগুলি,
স্মৃতির গোপন ফলকে
আঁকিয়া রেখেছে বিধাতার তুলি
যাহা ঘটিয়াছে পলকে ॥

কত হাসিয়াছ, কত কাঁদিয়াছ,
কত কি দিয়াছ, কত কি নিয়াছ,
তাজা রুধিরের ধারা ঢালিয়াছ
উগারি ঝলকে ঝলকে,
কত বিশ্বাস করিয়াছ হায়
চির-বঞ্চক খলকে ॥

করিয়াছ ঘৃণা, বাসিয়াছ ভাল,
আঁধার অপার-তার মাঝে আলো,
দগ্ধ হয়েছ আগুনের তাপে
তপ্ত দুধের বলকে,
বুঝিতে পার নি আলেয়া-কুহেলী
চির-চতুরের ছলকে ॥

(৫০)

ভাগ্যের রূপ-রসে
কত যে বিপদ আসে,
কত সম্পদ আসে
বিঘ্ন-বেশে,

উৎসব কোলাহলে
ঠেলাঠেলি হলাহলে,
কত যে জীবন আসে
মরণ ঘেঁষে ॥

রুক্ষ রুষ্ট কত
ক্রুদ্ধ আননখানি
স্নেহে ভরা আছে যেন
শত শশধর ছানি',
কত যে কোমল বঁধু
অধরে মাখিয়া মধু
শাণিত ছুরিকা বিঁধে
পেলব হেসে ॥

কার ভরসায় তুই
সুখেরে লভিতে চাস্ ?
ভাগ্য বা সুখ, সে ত
সময়ের পরিহাস !
সুখ সুখ সুখ করি'
কি লাভ কাঁদিয়া মরি',
দুঃখই ভাল এই
দুখের দেশে ॥

(৫১)

দুদিনের খেলা ফুরিয়ে যায়,
কাহারও পানে কেহ না চায় ॥

যার যথা খুশী, সেদিকে সে চলে
চরণে দলিয়া যত দুর্ব্বলে,
পরের লাগিয়া প্রাণ নাহি টলে,
কি হইবে কাল, ভাবে না হায় ॥

পিছে প'ড়ে যারা হ'য়ে নিরুপায়
কাঁদিছে কেবল ক'রে হায় হায়,
তাহাদেরি পানে মোর প্রাণ ধায়,
কেমনে আনিব পদ-ছায়ায়,
যাঁর পদতলে নিমেষ আসিলে
সকল দুঃখ বিলোপ পায় ॥

(৫২)

আমার গানের কোন সীমা নাই,
অনন্ত তার সুর,
বিচিত্র এই বিশ্বের যত
আনন্দে ভরপুর ॥

বিশ্বপতিরে বিশ্ব-ভিতরে
বিশ্বেরে তাঁর মাঝে
দেখিয়াছি কি যে অপরূপ সাজে
নিতি সকালে ও সাঁঝে,
ভূমার মাঝারে ভূমিরে দেখিয়া
উল্লাসে নাচি' উঠিয়াছে হিয়া,
মর্ত্ত্যধামের স্বার্থ-সমূহ
ভাঙিয়া হয়েছে চূর ;
আত্মসুখের মদির পিয়াস
চিরতরে হ'ল দূর ॥

বাহির ভিতর হ'য়ে গেল এক
অভিন্ন-অবয়ব,
আঁধার ও আলো, মন্দ ও ভালো
মঙ্গলময় সব ;
পাইবার বাকী রহিল না আর,
বিশ্ব জুড়িয়া সব আপনার,
ভরিয়া ফেলিল মহাকলরবে
যত আছে সুরাসুর
গানে ও গন্ধে সুরে ও ছন্দে
মম অন্তর -পুর ॥

(৫৩)

ভৈরবী-তেওড়া

আমার জীবন সাধনা ,-
দুখে জ্ব'লে ম'রে
কাঁদিছে অঝোরে,
ঘুচাব তাদের বেদনা ॥

অজ্ঞানতার তমসার ঘোরে
নয়ন আবৃত যাহাদের,
দিব্য আলোক ফুটাইব আমি
প্রতিটি নয়নে তাহাদের,
জাগাব জীবন আশার কিরণ,
জাগাব নূতন চেতনা ॥

অবহেলা পেয়ে দূরে স'রে গেল,
ডুবিল পাপের অতলে,
তাদের আনিয়া রচিব অমরা
ক্ষণভঙ্গুর ভূতলে,
শাশ্বত প্রেম বিলাব সবারে,
দিব নব -উন্মাদনা ॥

(৫৪)

মানুষ কেবলি মানুষ নহে ত'
সে যে রে পূর্ণ দেবতা,
সকলের তরে বহিয়া এনেছে
চির-মঙ্গল বারতা ॥

উপেক্ষা করি' সুখ অনিত্য
তপস্যা করি' লভিল সত্য,
জীবন যাহার বিশ্বসেবায়
অবিরল তৎপরতা ॥

হে মানুষ, আজি সুমুখে দাঁড়াও,
আমার পূজার অঞ্জলি নাও,
তোমার কাছেই শিখিতে চাহি যে
নির্ভয় নির্ভরতা,
তোমার কাজেই বিলীন করিব
জীবনের নশ্বরতা ॥

(৫৫)

কৈ পাব সেই মানুষ-রতন
সবাই যাহার প্রাণের প্রাণ,
সবার দুঃখ দূরের লাগি'
দিবস-রাতি যাহার ধ্যান ॥

নিজের তরে নাই ভাবনা,
পরের তরে যার সাধনা,
মর্ম্মজোড়া যার বেদনা-
চোখের জলে করে স্নান,
পরের সুখে চিত্ত সুখী,
পরের ব্যথায় বদন ম্লান ।

সেই মানুষটি চাই যে আমার,
ঘুচায় সবার আঁখির আঁধার,
আপন করার আগ্রহ যার
দিন-রজনী অনির্ব্বাণ
নয় কো কাঙাল নাম কি যশের,
লক্ষ্য যাহার জীবন-দান ॥

(৫৬)

সুদূর দূরান্ত হ'তে
হাত-ছানি দিয়া ডাকে
তাহারা আমারে,
এই ধরণীর বুকে
যাহাদের লাগি' আমি
আসি বারে বারে ॥

যাহারা হইল হায়
স্বার্থের বলি,
যাহাদেরে গেল সবে
পদ-তলে দলি',
অনটনে অনশনে ভাসাইল বুক যারা
নয়ন-আসারে ॥

কাহারে না পেল যারা
আপনার জন,
ভালবাসা না লভিল,
সান্ত্বনা না পাইল,
না শুনিল কারো মুখে
প্রবোধ-বচন,
নাই নাই নাই রবে
মেদিনী কাঁপিয়ে সবে
দুখে কাটাইছে দিন
ভব-কারাগারে ॥

(৫৭)

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বসন্ত
ভাবিতেছি মনে মনে,-
আমার ঋণের নাহি যে অন্ত,
শোধি হায় কোন্ ধনে ?
বিদ্যা, বিনয়, চরিত্র-বল,
সকলি যে হায় গেল রসাতল ;
একটীর ঋণ হ'ল না ক' শোধ,
খাটিলাম প্রাণপণে ॥

কোটি কোটি ঋণ চাহে পরিশোধ,
কি ক'রে শুধিব ? বুঝি না - অবোধ,
কি দিয়া প্রবোধ লভি সান্ত্বনা
দারুণ এ কুক্ষণে ॥

(৫৮)

কিছুই করিনি কাজ,
তাই মন কৃষিতে,
এক কণা কিছু যদি
দিতে পারি তৃষিতে ॥

একটি ক্ষুদের কণা,
একটি গাছের ফল,
পাথর-কাঁকর-খোঁড়া
একটি বিন্দু জল,
দিতে যদি পারিতাম
সুধন্য হইতাম,
পারিতাম সকলের
প্রাণে প্রাণে মিশিতে ॥

পাওয়ার ভাণ্ডারে
দেওয়াই বড় চাবি,
কিছুই না দিয়া তবু
কেবলি করিনু দাবী,
অনেক দেরীতে বুঝি'
আজিকে হয়েছি রাজি,
সবটাই যাহা পাই
দিবসে ও নিশীথে
নিঃশেষে দিয়া দিব
ক্ষুধিতে পিপাসিতে ॥

(৫৯)

জীবনে ত কাজ কিছুই করিনি,
তাই ত' বাঁচিতে চাই,
যদি যেথা আছি যতটুকূ ঋণী,
সেটুকূ শুধিতে পাই ॥

সঞ্চয় করি' ধনী হইবার
সাধ বা সাধনা নহে ক' আমার ;
যাহা কিছু পাব
সব দিয়া দিব,
অপর কামনা নাই ॥

তবু তার আগে অভিলাষ জাগে
জগতের প্রতি প্রেম-অনুরাগে
আমার তোমার সকলের ঋণ
পরিশোধ করা চাই ;
নতুবা জগতে মানব-জনম
কাটিয়া গেল বৃথাই ॥

(৬০)

ওই গেয়ে যায় সারি
সারি সারি মাল্লা,
যেতে হবে তাড়াতাড়ি,-
সুদূরের পাল্লা ॥

কেহ গাহে রাম রাম,
কেহ লয় শ্যাম নাম
কেহ গাহে ব্রহ্ম,
কেহ গাহে আল্লা ॥

কারো মাথে পাগড়ী,
কারো জটা-ঝাগড়ি,
কেহ পরে কৌপীন,
কেহ আলখাল্লা ॥

(৬১)

যাদের ভেবেছি নিতান্ত পর,
পর তারা নহে, সবে আপন ;
নয়নের ভুলে দেখিয়াছি পর,
সবাই আমার জীবন-ধন ॥

পর পর বলি' যত দূরে ঠেলি,
তত জোর ক'রে আসে বাহু মেলি' ;
আমি দূরে যাই তবু কাছে আসি'
স্নেহভরে করে আলিঙ্গন ॥

গগনে উদিলে প্রেমের ইন্দু
সবাই সবারে জানিলে বন্ধু
সঞ্চিত যত পাতক-রাশির
নিমেষে ঘটিবে অপসারণ ॥

(৬২)

কেহ নাহি পর ওরে,
কেহ নাহি পর ;
সবারে মমতা দিয়া
বুকে টেনে ধর্ ॥

সবার বেদনা-রাশি
চাহিয়া নিয়া
নিজের সুখের ভাগ
সবারে দিয়া
সুষমায় মেখে দে রে
যত চরাচর ॥

নিখিল-গগন-তলে
যে যথা আছে,
সবারে প্রাণের টানে
আন রে কাছে ;
প্রাণভরা প্রেম দিয়া
পাপ-রাশি বিদূরিয়া
শূন্য হৃদয়গুলি
সুধা দিয়ে ভর্ ॥

(৬৩)

পাতকীরা যত পাতকের তাপে
দগ্ধ হইছে রাত্রিদিন,
দেশের, জাতির, জগদ্বাসীর
ভাগ্য ততই হইছে হীন ॥

নিজ দোষে যারা পাইয়াছে দুখ
একাই ত তারা দুঃখী নয়!
তুমি আর আমি কাছে থাকি ব'লে
সারা মন সারা শরীর-ময়
চিতার আগুন দাউ দাউ করি'
মোদেরেও করে প্রদক্ষিণ ॥

পুণ্যবান্ ও পাতকীরা আজ
সবে একত্রে মিলিয়া যাও,
বিনীত কণ্ঠে মিলিত মন্দ্রে
মহীয়ান্ সেই মন্ত্র গাও,
যার মহিমায় কর্ম্মফলের
সব দুর্গতি হইবে লীন ;
নূতন করিয়া বাজিবে সবার
হৃদয়-তন্ত্রে জীবন-বীণ্ ॥

(৬৪)

আয় রে মুচি, আয় রে মেথর,
আয় রে হাঁড়ি, আয় রে ডোম,
সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে,
গাইব মোরা "হরি-ওম্" ॥

সর্ব্বজনের সুখের জন্য
জীবন দিয়ে হব ধন্য,
বিশ্বসেবার যজ্ঞানলে
আত্মদানের কর্‌ব হোম ॥

চাই না মোরা আত্মসুখ,
চাই না মোরা ক্ষণিক লাভ,
দুঃখ জয়ের তরেই মোদের
হ'ল রে ভাই আবির্ভাব,

ভগবানের শ্রেষ্ঠ নামে
বহুক বন্যা ডাইনে বামে,
কম্পিত হোক্ আকাশ-পাতাল,
কম্পিত হোক্ পরব্যোম ॥

(৬৫)

ধর্ম্মে যাদের নাইক আস্থা
আয় তারা সবে, ছুটিয়া আয় ।
আমার বুকের পরশ লাগিলে
সবে বিশ্বাস ফিরিয়া পায় ॥

জানিনা ধর্ম্ম কিবা অধর্ম্ম,
সত্যের জানি শুধু এ মর্ম্ম
চরণে ঢালিয়া বুকের ঘর্ম্ম
সংসারে যারা খাটিয়া খায়,
তারাই সত্য চিনিবারে পারে,
তারাই পরম প্রভুরে পায় ॥

ছলনার পথে অন্নার্জ্জন
সযত্নে যারা করে বর্জ্জন,
মুখে নাই কোনো ফাঁকা গর্জ্জন,
ত্যাগের বিভূতি মাখিয়া গায়
অনাড়ম্বরে আপনার মনে
কর্ম্মশক্তি-মহিমা গায় ।
তারাই পরম প্রভুরে পায় ॥

(৬৬)

বন্ধু যাহার নাই জগতে
আমি তারই বন্ধু হ'ব,
অন্তরে তার হাজার ব্যথা-
সবই নিজের বক্ষে ল'ব ॥

একা একা কাঁদবি কেন ?
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলা,
সবার দুঃখ বক্ষে নিয়ে
নিজেরে তুই বিশ্বে বিলা ;
একা একা থাকিস্ না রে-
যাত্রা মোদের অভিনব ॥

সবাই সবার দুঃখ বুঝি'
দরদ-ভরা সরস চিতে
সবাই সবার সমান হবে
ব্যথার খবর নিতে নিতে,
ব্যথার ব্যথী খুঁজব মোরা
জগৎ-জোড়া নিত্য নব ॥

(৬৭)

সবার দুঃখ নিজের বুকে
বুঝতে যদি পারিস্ ভাই,
জান্‌বি তবে নিজের দুঃখ
দূর হ'তে আর দেরী নাই ॥

স্বার্থপরের অর্থবিহীন
ব্যথার বিলাস হোক্ না বিলীন,
পরের তরে কাঁদতে শেখাই
সহজ সরল পন্থা ভাই,
কেন নিজের দুঃখ নিয়ে
দুঃখ করিস্ সর্ব্বদাই ?

চৌদিকে তুই দেখ্ তাকিয়ে
সুখ কিসে হয়, কি ধন দিয়ে ?
নিজ ভাবনায় মত্ত হয়ে
ভুল্‌লি সারা জগৎটাই !
শরীর যেদিন পড়বে খ'সে
কোথায় গিয়ে মিল্‌বে ঠাঁই ?

(৬৮)

অনেক কথায় লাভ কি আছে ?
একটী কথাই বল্‌ব,
বিশ্বজনের সুখের তরে
জীবনের পথ চল্‌ব ॥
মিথ্যা মায়ার কান্নারাশি
শুনে আমার পায় যে হাসি,
প্রলোভনের মরীচিকা
চরণ-তলে দল্‌ব ॥

চঞ্চলতার ফাঁদে প'ড়ে
রইব না জীয়ন্তে ম'রে,
বিশ্বসুখের সমিধ্ হয়ে
যজ্ঞানলে জ্বল্‌ব ।
কেন আমি ক্ষুদ্র সুখের
হাত-ছানিতে টল্‌ব ?

(৬৯)

প্রেমের মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
বাজবে ঐক্যতান,
আজকে মোরা সবাই মিলে
গাইব প্রেমের গান ॥

শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমির
বক্ষ চিরে ঢাল্‌ব রুধির,
পাতাল থেকে তুল্‌ব টেনে
স্নিগ্ধ সুধার বান,
সগর-বংশ উদ্ধারিব
সঞ্চারিয়া প্রাণ ॥

অতীত কালের ভুল ও ভ্রান্তি
ভেবেই ত হায় বাড়ল শ্রান্তি,
উল্কাবেগে সম্মুখেতে
হও রে আগুয়ান,
জোর ক'রে আজ লাভ করা চাই
ভবিষ্যতের দান ॥

(৭০)

যে পারে বাঁধিলে বাসা,
সে পার গেল যে ধ্বসে ;
কি উপায় করিবে হে
ভাবি' শুধু ব'সে ব'সে ?

আলেয়ার আলো তোরে
দেখাইল প্রলোভন,
ছুটিলি পতন পানে
তীর বেগে অশোভন,
করিলি গরল পান
পরিহরি সুধারসে ॥

বিপথ-পথিক হেন
কে আছে মজিয়া ভুলে
ভুলের বুনিয়া বীজ
ভুলেরই ফসল তোলে ?
কেন হায় নিরুপায়
তুমি আজ রিপুবশে ?

(৭১)

সবারে লইয়া আমি
চলিব সুপথ,
গোপন বাসনা ছিল
শুদ্ধ মহৎ ॥

ডাকিলাম, তবু হায় !
কেহই আসিল না,
আমার স্বপ্ন কেহ
ভাল ত বাসিল না ;
যার যার রুচিমত
চলমান অবিরত,
কেহ বুঝিল না কি যে
সত্য মহৎ,
কিসে হবে শুভময়
বিশ্বজগৎ ॥

আমি যে গড়িতে চাহি
নূতন ধরা,
যেখানে নাহিক পাপ,
নাহিক জরা ;
সবাই সবার লাগি'
ত্যাগী আর অনুরাগী,
সবার পূরিবে যত
আছে মনোরথ ॥

(৭২)

আমি যে একা, একথা আমি
কারেও নাহি কহি,
নীরবে মম বিভল ব্যথা
হৃদয়-কোণে বহি ॥

প্রাণের মাঝে ছিল পিয়াসা,
সবারে নিয়া মিটাব আশা ;
সবার লাগি' ব্যাকুল হিয়া
দহিছে রহি' রহি',
সবার তরে বিরহ-ব্যথা
দিবা-রজনী সহি ॥

সবারে নিয়া সবার প্রাণ
তুলিবে মহা-ঐক্যতান,
শুধুই একা আমার তরে
আমি ত' কভু নহি !
আমারে কাড়ি' নেয় না কেন
সসাগরা এ মহী ?

(৭৩)

সবার লাগি আমার প্রাণ
অধীর হয়, ব্যাকুল হয় ;
আমারে নিয়া আমার মন
লিপ্ত নয়, ব্যস্ত নয় ॥

সবারে নিয়া তোমার কাছে
আসিব কবে সোহাগ-সাজে,
প্রেমে আকুল মলয় মথি'
গাহিব তব নামের জয়,
বিচিত্র এই বিশ্বমাঝে
ঘটাব মহা-সমন্বয় ॥

সবারে বুকে টানিয়া নিয়া
জুড়াব যত তপ্ত হিয়া,
নবজীবন মঞ্জুরিয়া
নাশিয়া দিবে মৃত্যুভয়,
প্রতিটি পদ-বিক্ষেপেরে
করিবে চির-পুণ্যময় ॥

(৭৪)

মিলেছি সবাই আজি
সবারে মিলাব ব'লে,
কপটতা দিয়ে নয়,
মিলাব প্রেমের বলে ॥

জীবন হইতে পাপ
করিয়া নির্ব্বাসন,
সকল হীন লালসা
করিয়া নিষ্কাশন,
সকলের সুখে-দুখে
হ'য়ে ভাই সমমন
নিবারিব জগতের
দুর্দ্দশা কুতূহলে ॥

সবারে বলিব ভাই
হাতে হাত মিলিয়ে,
যা-কিছু যাহার আছে
দিব শুধু বিলিয়ে ।
ব্যবধান দূর হোক্,
সবাই ভুলুক শোক,
সবারে করিব সুখী
বিপুল ধরণী-তলে ॥

(৭৫)

হবার যা হয়, হোক্ না কেন,
ভাগ্য বদল ক'বার হয় ?
চূড়ান্ত শেষ দেখার জন্য
আবার কেন রাখ্‌ব ভয় ?

দুরন্ত এক নেশার ঝোঁকে
উড়ন্ত প্রাণ উঠুক রুখে,
মিথ্যাচারের নির্য্যাতনের
দাসত্ব আর সহ্য নয় !
সব সঙ্কট সকল বিঘ্ন
করাই যে চাই পরাজয় ॥

অন্ধকারের বিভীষিকা
দূর করিতে বহ্নি-শিখা
জ্বালা রে আজ সবার প্রাণে,-
নিশার শেষেই সূর্য্যোদয় !!

(৭৬)

মহৎ যাঁরা বৃহৎ যাঁরা
আদর্শ এই ভূমণ্ডলে,
আমার লক্ষ কোটি প্রণাম
তাঁদের রাতুল চরণ-তলে ॥

ক্ষুদ্র যারা, তুচ্ছ যারা,
কেউ জানে না যাদের নাম,
তাদের চরণ-তলে আমার
লক্ষ কোটি রয় প্রণাম,-
বাঁধ্‌ব আমি তাঁদের আমার
ক্ষুদ্র প্রাণের স্নেহাঞ্চলে ॥

পথভ্রষ্ট ভাগ্যনষ্ট
চরিত্রহীন পঙ্গপাল,
তারাও আমার পরম প্রিয়,
নয়কো তারা চোখের শাল,
তাদেরও চাই বুকের মাঝে
শান্তি দিতে দলে দলে,
তাদের পায়েও প্রণাম আমার
মহদ্ গুরুর পুণ্যফলে ॥

(৭৭)

দুনিয়ার যত পাপী অপরাধী
সবারে করিব পরিত্রাণ
অন্তরে দিয়া জীবন -চেতনা,
কর্ণে কুহরি প্রণব-গান ॥

ঘুচাইয়া দিব সকল কালিমা,
ফুটাব গগনে শারদ নীলিমা,
স্বার্থ ভোলার অপার মহিমা
করিব সবারে শিক্ষাদান ॥

ঘৃণা ক'রে নয়,-ভালবাসা দিয়া
জয় ক'রে নেব সকলের হিয়া,
সবার সকল পাপরাশি নিয়া
স্নেহ-জলধিতে করাব স্নান,-
সুপ্ত মানব জাগিয়া উঠিবে,
তন্দ্রার হবে চিরাবসান ॥

(৭৮)

দুর্জ্জন আর নচ্ছার তুই,
তবু তোরে ভালবাসি ।
যে ভাবেই পারি, তোর মুখে আমি
ফুটাইতে চাহি হাসি ॥

করেছিস্ পাপ, পেয়েছিস্ তাপ,
সত্যের কত হ'ল অপলাপ,
তবু করিব না. রুক্ষ কণ্ঠে
ভৎর্সনা রাশি রাশি ;
কেবল কহিব, ফিরে আয় ওরে
প্রেম -কল্লোলে ভাসি' ॥

কুসঙ্গ আর কুকর্ম্ম তোরে
নামাক্ না যত নীচে,
টানিয়া তুলিতে আমি যে নিয়ত
রহিব রে পিছে পিছে ।
পবিত্র আমি করিব রে তোরে
যত পাপ-তাপ নাশি',-
বিশ্বপূজার ফুল তোরে আমি
হইতে দিব না বাসি ॥

(৭৯)

যার প্রাণে ভালবাসা আছে,
গরীব ও ধনবান্, মূর্খ ও বিদ্বান্,
ছোট বড় কিছু নাহি বাছে ॥

সবারে জানিয়া সম
আপনার জন
সকলের লাগি' কাঁদে
তার প্রাণমন,
মায়ের মমতা নিয়া
জুড়াতে সবার হিয়া
টানি' আনে তার অতি কাছে

প্রেমময় সে মানুষ
আমার পূজার ধন,
তাহারি করিব পূজা
এই করিয়াছি পণ,
লাজ,ভয়, অভিমান
সকলি করিয়া দান
ছুটিব তাহার পাছে পাছে ॥

(৮০)

এ ত' গান নয়- প্রেম-কথা-চয়-
কুড়িয়ে পেলাম ফুল -বনে,
স্বপনের ঘোরে অঘোরে বিঘোরে
ঘুরিতেছিলাম ভুল মনে ॥

কার অঙ্গের ছোঁয়াচ লাগিয়া
সহসা জাগিয়া উঠিল এ হিয়া,
জানি না কখন হৃদি-হরষণ
পরশ লাগিল কার সনে ॥

অজানা জগৎ খুলিল দুয়ার,
পর যারা ছিল, হ'ল আপনার
হাজার রাগিণী গুঞ্জরি' উঠি'
মাতাল করিল মূর্চ্ছনে ॥

(৮১)

কেতকী বনে ফুটিল ফুল
তথাপি কেহ হায়
সাপের ডরে বিছার ভয়ে
নিকটে নাহি যায় ॥

কার কি অভিশাপের ফলে
পূজায় কভু লাগে না ব'লে
কাঁটার খোঁচা সহিয়া ফুল
তুলিতে নাহি দায় !!

বেদনা শুধু সঞ্চিত,
সোহাগ-সুখে বঞ্চিত,
পূজার কাজে বর্জ্জিত
তোরেই মন চায়,-

আমার প্রভু বিশ্বনাথ
সবার হাতে মিলান হাত,
আয় রে আমি সঁপিব তোরে
তাঁরি রাতুল পায় ॥

(৮২)

হইতাম যদি মহাকবি আমি,
একটি গানের মন্ত্রে
ভাঙ্গিয়া দিতাম বিশ্বের যত
অন্যায় ষড়যন্ত্রে ॥

জনে জনে যারা সৃজিবে বিভেদ,
জাতিতে জাতিতে চির-বিচ্ছেদ,
তাদের মনের রুগ্নতা নাশি'
মিলাতাম এক তন্ত্রে ॥

নানা বিচিত্র বিভিন্নতায়
মানুষের হায় কিবা আসে যায় ?
একজন যদি মঙ্গলময়
জাগে হৃদয়ের যন্ত্রে
স্ববশ উদার করিবে সকল
ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রে ॥

(৮৩)

যেই নামে নাই জাতি-বিদ্বেষ,
যেই নামে নাই তত্ত্বভেদ,
সে নাম করিলে শূদ্রেরা কেন
করিব তাদের শিরচ্ছেদ ?

যে নাম অনাদি কাল হ'তে আছে,
দেবদেবীগণ যেই নামে বাঁচে,
যেই নাম সব মন্ত্রে বিরাজে
প্রাণ-রূপে সদা অবিচ্ছেদ,
কেন সেই নামে হবে অপরাধী
জীবনে যাহারা পড়ে নি বেদ ?

বেদশাস্ত্রের সৃষ্টির আগে
ব্রহ্মা-বিষ্ণু যেই নামে জাগে,
সে নাম করিলে নারী ও শূদ্র
কেন অনুতাপে করিবে খেদ ?
প্রণব জপিলে হইবে নরক,
অন্যায় এই অশুভ জেদ ॥

(৮৪)

সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠিয়া
নিরেট সত্য ধর্,
সকল সম্প্রদায়ের মানুষে
প্রাণের আপন কর্ ॥

আলোকে পুলকে প্লাবিয়া ধরণী
নির্ভয়ে চালা জীবন-তরণী,
তোদের লক্ষ্য পরম সত্য
মঙ্গল-সুন্দর ,
তোদের লক্ষ্য কোটি জগতের
শান্তি সুখ-মুখর ॥

আননে আননে ঘটাবি ধীপ্তি,
সবারে বিলাবি বিমল তৃপ্তি,
বিতরিবি সদা প্রাণ-ভরা প্রেম,
সুধা অবিনশ্বর,
মুমূর্ষু যত দুর্ব্বলে দিবি
অমরত্বের বর ॥

(৮৫)

কার মনে যে কি অভিলাষ,
খবর কে তার রাখে রে ?
প্রতীক্ষা যার দীর্ঘ দিনের,
সেই ত জানে আখেরে ॥

কপটতার রুদ্ধ দুয়ার
খুল্‌তে পারে কে বল কার ?
সরল পথে চলার চেয়ে
চল্‌তে পাপের পাঁকে রে
রুচি সবার বড়ই প্রবল
চল্‌ছে লাখে লাখে রে ॥

মানুষ মারার আয়োজনে
ব্যস্ত সবাই জনে জনে ,
সবাই মারে সবার পকেট,
কে তোয়াক্কা রাখে রে ?
ফাঁকতালে হয় পূণ্য কিছু
ভালো কথার জাঁকে রে ॥

(৮৬)

বড়র পানে তাকা, ওরে
বড়র পানে তাকা ।
তাঁদের চরণ-তলে আছে
পথের চিত্র আঁকা ॥

চালাকি আর চতুরালির
দুষ্টবুদ্ধি ছাড়্,
শেষের দিনে দেখবি যে হায়
হারলি বিষম হার !
হাজার পণ্যে ঘর সাজিয়ে
দেখবি সবই ফাঁকা ॥

সরল মনে সবল প্রাণে
সম্মুখেতে চল্,
মহৎ জনের আদর্শে তুই
বাড়া বুকের বল ।
ত্যাগের মন্ত্রে ফিরাবি তুই
ভাগ্য-রথের চাকা ॥

(৮৭)

ধরণী যদি লুটিয়া পড়ে
আমার পদতলে,
আমি কি শুধু চরণ-ধূলি দিব ?
অথবা ঝাড়ি'ধূলা ও বালি
উষ্ণ আঁখিজলে
সাদরে সবে বুকে তুলিয়া নিব ?

উচু ও নীচু, ছোট ও বড়
থাকিবে যতকাল,
সবারি হবে চলিতে পথ
ফেলিয়া সমতাল ;
উড়িয়ে দিয়ে বিভেদ-রাশি
মনের শত শঙ্কা নাশি'
ছাড়িয়া ধনু, পরশু, অসি
মুরলী বাজাইব,
সবার মাঝে দেখিব আমি
পরম-মহাশিব ॥
দুর্ব্বলেরে বিতরি' বল,
অভয় ভীরু জনে
গড়িয়া নিব দেব-মানব
যুঝিতে মহারণে ;
অলস সুখ-নিদ্রিতেরে
তুলিব টানি' তন্দ্রা ঝেড়ে,
মরমে, কাণে, প্রাণে ও মনে
নিয়ত শুনাইব,-
"ভুবন-ভরা ধূলির মাঝে
তুই অপার্থিব" ॥

(৮৮)

মরম মমতাভর্রা,
আঁখি দুটি স্নেহারুণ,
মায়ের মূরতিখানি
কি মধুর, কি করুণ !!
সহিয়া কত যে দুখ
গোপনে লুকায়ে রাখি'
আঁধার আড়াল দিয়া
মুছিয়াছ তব আঁখি,

অযাচিত করুণায়
তোমারি স্নেহছায়ায়
বুকের পরশে মোরে
বাড়ালে হাজার গুণ,
ভাষাতে নাহি জোয়ায়
কহিতে তোমার গুণ ॥

করুণা-আধার ওগো
স্নেহ-ভরে চাহ মা,
অধম তনয়ে আজি
কর গো, কর ক্ষমা,
অমোঘ আশিস দিয়া
নাও মোরে পরশিয়া
নিবাও, নিবাও মাগো
বুকে চাপা মনাগুন ॥

(৮৯)
একতালা

দিয়ে দেবার তরেই ত এই
জীবন পেয়েছি,
রক্ত দিব ব'লেই মায়ের
রক্তে নেয়েছি ॥

ভয়-ভাবনা নাই যে আমার,
ঐ চরণে দিয়েছি ভার,
মরণ-মাঝে জীবন আছে
দেখ্‌তে পেয়েছি,
তাই ত আমি জীবন - ভরা
মরণ চেয়েছি ॥

নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমার
মরণ-অভিসার,
মৃত্যু-পথে চলছি ব'লে
নাই ক' হাহাকার,
মরণ আমার প্রাণের সুধা
মিটবে তাতেই তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
কুণ্ঠাবিহীন কণ্ঠে আমি
তাই ত' গেয়েছি,
অকুল -মাঝে নির্ভয়ে তাই
নৌকা বেয়েছি ॥

(৯০)

সোণার বাংলা ! সত্যি তুমি
সোণার বাংলা, ধন্য দেশ।
ওগো আমার জন্মভূমি
তোমার গুণের নাইক' শেষ ॥

তোমার মধুর মূর্ত্তিখানা
জাগায় অধীর উদ্দীপনা,
এই মুহূর্ত্তে জীবন দিতে
অন্তরে মোর নাইকো ক্লেশ
নাইকো প্রাণে আতঙ্ক মোর,
নাইকো প্রাণে ভীতির লেশ ॥

তোমায় যেদিন মা ডেকেছি
সেদিন থেকেই চিত্ত মোর
বিশ্বজনের সেবায় আকুল
আত্মদানে রই বিভোর ;
তোমার হাতের পরশ বুলাও,
স্বার্থচিন্তা তুমিই ভুলাও,

মুমূর্ষুকেও জীবন বিলাও
বিনাশ কর সকল দ্বেষ,
স্মরণ করাও মানুষ আমি,
নইক দানব, নইক মেষ ॥

(৯১)

জয় জয় জয় জন্মভূমি গো
মর্ত্ত্য জগতে স্বর্গধাম ।
তোমার সেবায় জীবন সঁপিয়া
পূর্ণ করিব মনস্কাম ॥

আমার যেটুকু আছে সম্বল
তোমার সেবায় ঢালিব কেবল ;
স্বার্থ কিছুই চাহি না জীবনে,
চাহি না কীর্ত্তি চাহি না মান ॥

তোমারে যেদিন চিনেছি সেদিন
নিখিল বিশ্ব হ'ল আপন,
অতি দূর হ'ল পরম নিকট,
সবাই হইল প্রাণের ধন,
দিকে দিকে যত জাতি শত শত
সবাই হইল প্রাণাভিরাম ।
তাই ত তোমার সেবা-সাধনায়
আমার কখনো নাহি বিরাম ॥

(৯২)

মীর-জাফরেরা শত্রু-হস্তে
আমার মায়েরে বিকাতে চায়,
আমি কি অন্ধ ? আমি কি বাতুল ?
তাহাতে আমি কি দিব রে সায় ?

ক্ষুদ্র স্বার্থে বড় করি' তুলি '
প্রকৃত স্বার্থ যাইব রে ভুলি ?
মরীচিকা মোরে করিবে মাতাল,
মজিয়া রহিব শুধু নেশায় ?
পিছনে পড়িয়া রহিব সবার
যখন সবাই এগিয়ে যায় ?
নিজের শক্তি, নিজের সাধনা
তুচ্ছ বলিয়া কভু ভাবিব না ,
কে আছিস কোথা মায়ের ভক্ত
আমার সঙ্গে আয় রে আয় !
হৃদয় ছিঁড়িয়া তপ্ত শোণিত
অঞ্জলি দিব মায়ের পায় ॥

(৯৩)

দাঁড়াও যুবক ! তোমারে করিব গুলি,
তোমার মাথার উড়াইয়া দিব খুলি,
তোমার পিঠের চামড়া খুলিয়া
বানাইব জয়ঢাক,
বাজাব হরষে তেরে -কাটা-তাক্-তাক্ ॥

যুবক কহিল,-"ভুল বুঝিয়াছ ভাই,
অন্তরে মোর ভয়ের নাইক ঠাই,
দেহের মরণে আমার মৃত্যু নাই,
একজন মরি' জন্মিব লাখ্ লাখ্ ।
দেখিয়া ভেলকী হ'য়ে যাবে নির্ব্বাক্ ॥

"মুক্ত আকাশে বিহঙ্গমের মত
স্বাধীন পরাণে বিচরণে র'ব রত,
উড়ে চ'লে যাব যেথা চলে মনোরথ,
আমি যে গরুড়, নহি আমি চিল, কাক ।
আমারে মারিলে তোমারি হবে বিপাক ॥

(৯৪)

মরণ বরণ করিল যাহারা
মরণ তাদেরে পাইল ভয়,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত বিরাজে
সুনিশ্চয় সুনিশ্চয় ॥

দুর্ব্বলতার করি' অবসান
অবহেলে যাঁরা দিল প্রাণদান,
বলি দিয়া দিল সকল স্বার্থে,
মৃত্যু তাদের চরণে রয়,
প্রতি পদভরে কাঁপিয়ে মেদিনী
মরণেরে তারা করিল জয় ॥

নিখিল বিশ্ব চাহিয়া দেখিল
কি মহান্ সেই মুখচ্ছবি,
প্রতি রোমকূপে ফুটিয়া উঠিল
নবোদীয়মান রুদ্র রবি,
বাক্যে, কর্ম্মে, ভাবনায় তারা
চির-ভাস্বর -কিরণময়।
কা-পুরুষতা তাদের নয়,
তাদের নয়, তাদের নয় ॥

(৯৫)

বিরামবিহীন রক্তদানের
উঠিল ঘূর্ণি হাওয়া !
এ' ত দান নয়, সব-কিছু দিয়া
সব-কিছু ফিরে পাওয়া !!

হারাইয়া গিয়াছিল যে রতন,
তারই উদ্ধারে আজি এ যতন,
তারই লাগি এই ঝঞ্ঝার মুখে
ক্ষুদ্র তরণী বাওয়া,
তুচ্ছ করিয়া দম্ভোলি-পাত
উপেখি' দম্‌কা হাওয়া ॥

কোটি প্রাণ মিলি' হ'ল একপ্রাণ,
কোটি মনে বহে যমুনা উজান,
কোটি কণ্ঠের উদাত্ত তান-
জীবনের গান গাওয়া,
মৃত্যুর মহামারীর মাঝারে
মৃত্যুঞ্জয়ে চাওয়া ॥

(৯৬)

ও জননি, জন্মভূমি
কবে আবার দেখ্‌ব তোরে
জানি না হায় মাগো আমার
আছিস যে তুই কতই দূরে ॥

কত যে যুগ দেখিনি হায়,
তোর ঐ মধুর মূর্ত্তিখানি,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
চোখে আমার পড়ুল ছানি,
দিনটা কাটাই কোনও ক্রমে
লিপ্ত থেকে কাজের তোড়ে ;
এই বুঝি মা পেলাম ভেবে
কেঁদে উঠি ঘুমের ঘোরে ॥

তুই মা আমার দিনের চিন্তা,
রাতের স্বপন নিরন্তর,
তোর লাগি মা কাঁদে পরাণ,
বড়ই ব্যাকুল এ অন্তর,
তোরই তরে দিবস-যামী
আমার যে মা নয়ন ঝোরে ;
বল্‌ব আমি কেমন ক'রে
পরাণ আমার কেমন পোড়ে ?

(৯৭)

কে তোরে ছাড়িয়া দূরে স'রে যাবে,
কে থাকিবে তোর সাথে,
কে তোরে পূজিবে, কে অবহেলিবে,
কি যাবে আসিবে তাতে ?

স্নিগ্ধ করিবে কে তোরে হৃদয়,
কে দিবেরে তোরে গালি,
পেট্রল ঢালি' সারা- দেহময়
কে দিবে আগুন জ্বালি',
ভ্রূক্ষেপ তুই কারিস না তাতে,
মজে থাক্ তুই নিজ মৌতাতে,
কে দিবে জয়ের মালা পরাইয়া,
কে রুষিবে পদাঘাতে ॥

কত যে সৃষ্টি, কত যে ধ্বংশ
আসিবে যাইবে ভবে,
নিজ তপস্যা চিনে লেগে থাক্
নিষ্ঠার গৌরবে,
আমোদিত হোক্ তোর অন্তর
বিশ্বাস-সৌরভে,
বিরামবিহীন চলুক সাধনা
সারা দিনে সারা রাতে ॥

(৯৮)

দিকে দিকে আজি দেখি বিভীষিকা,
চারিদিকে শুধু অন্ধকার,
আর্ত্ত কণ্ঠে শুধু হাহাকার ,
নয়নে নয়নে অশ্রুধার ॥

এর মাঝে প্রভু জাগাও শক্তি
মুক্তিকামীর দুর্নিবার,
দুর্ব্বল জনে কর বলীয়ান্
লইতে যোগ্য কর্ম্মভার,
মহাতরণীর নিজে হও তুমি
ভ্রান্তিবিহীন কর্ণধার ॥

ধ্বংস করিয়া মিথ্যার বল
ছুটুক তরণী করি কল্‌কল্,
মথিত করিয়া জলধির জল
তরঙ্গে করি' তিরস্কার,
অবিনশ্বর সত্যের জয়
ঘোষিতে জগতে পুনর্ব্বার ॥

(৯৯)

দুর্গত দুর্ব্বলে বল দাও অনিবার
অর্জিতে যাহা তার নিজ অধিকার,
যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্যায়-নিবহের
করিতে সমূল প্রতিকার ॥

বল দাও সত্যেরে নির্ভয়ে বরিতে,
কুণ্ঠাবিহীন প্রাণে সংগ্রামে লড়িতে,
বাঁচার মতন বাঁচি' অবহেলে মরিতে
ঘুচাইতে ধরণীর যত পাপ-ভার ,
অনুপম বিশ্বাসে স্বহস্তে গড়িতে
নবীন মুরতি এই জীর্ণ ধরার ॥

প্রাণে প্রাণে বিলাইতে জীবনীয় অমৃত
সাধন করিবে যারা সুগোপন নিভৃত,
তাহাদেরে বল দাও অতুলন অমিত,
খুলে দাও শক্তির যত ভাণ্ডার ,
আমরণ নিষ্ঠায় অবহেলে ক'রে যাক্
মিথ্যা ও অবিচারে চির-ছারখার ॥

(১০০)

পদ-সংঘাতে কাঁপিয়ে মেদিনী
চল্ রে বীরের দল,
লুপ্তবীর্য্য সুপ্তশৌর্য্য
কেন রে থাকিবি বল ?

অলস তন্দ্র করি' পরিহার
ঘুচা জননীর অশ্রুর ধার,
চির-সহিষ্ণু দুর্ব্বল আজি
হয়ে যা রে চঞ্চল ;
তোরাই মায়ের অঞ্চল-নিধি
তোরাই ত সম্বল !!

জীবন-আহুতি দিতে নির্ভয়ে
হরে আগুয়ান্ সকলেরে লয়ে,
চূর্ণ করিতে হইবে আজিকে
মিথ্যার যত বল,—
শুনিস্ না কারো প্রলোভন-বাণী,
মানিস্ না কারো ছল ॥

(১০১)

জাগ্রত কর্ সুপ্ত প্রতিভা,
উদ্যত কর্ সর্ব্বশক্তি ;
সকলের বল একত্র কর,—
পরাধীনতার তবেই মুক্তি ॥

বুকে চাহি আজি অমিত সাহস,
প্রাণে প্রাণে চাই ঐক্যবোধ ;
সবে মিলে এক যদি রে না হ'স্
শত্রু কেমনে করিবি রোধ ?
জীবন-লক্ষ্যে সিদ্ধি লভিতে
মায়ের মন্ত্র জপিতে জপিতে
কেমনে জীবন উৎসর্গিবি
অন্তরে যদি না থাকে ভক্তি ?

জীবন যে দেয়, জীবন সে পায়, —
কোনো তপস্যা বৃথা নাহি যায় ;
জীবন-সাগর সিঞ্চন করি'
মিলিবে রত্ন-মুক্তা-শুক্তি !
সব সঁপে দে রে মায়ের চরণে
ত্যজিয়া বিলাসবাসনাসক্তি ॥

(১০২)

যারা বলে তোরা স্বল্পশক্তি
অধম অপাংক্তেয়,
জানিস্ রে তারা ঘৃণ্য শত্রু
কুটিল কপটী হেয় ॥

শুনিস্ না তোরা তাহাদের কথা,
মানিস্ না বাধাদান,
প্রাণ-বিনিময়ে উন্নত মাথা
রাখিস্ রে অম্লান,
হ'তে হবে আজ রণ-দুর্ম্মদ
লঙ্ঘিয়া শত বিঘ্ন-বিপদ,
প্রমানিত আজি করিতে হইবে
তোরা যে অপরাজেয় ॥

অপমান আর পদাঘাত হ'তে
আত্মরক্ষা-তরে
দলে দলে তোরা তরবারি হাতে
ছুটে যা রে অকাতরে,
নির্ভয়ে তারে দিতে হবে যে রে
যাহারে যা আছে দেয় ॥

(১০৩)

মৃত্যুরে আজি করিতে হইবে জয়,
কেন রে করিব ক্ষণেকেরো তরে
মৃত্যুরে আর ভয় ?

নিজের শবের উপরে বসিয়া
করিব রে শব-সাধনা,
জাগাব নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া
জীবনের উন্মাদনা,
"মৃত্যু" "মৃত্যু" জপিতে জপিতে
হ'ব মৃত্যুঞ্জয় ॥

যত আছে ভয় সব করি' লয়
জাগিবে সত্য ত্রিভুবনময়,
জীবন মৃত্যু উভয়ে মিলায়ে
ঘটাব সমন্বয়
অবসান যাতে হবে মানুষের
দারুণ দুঃখচয় ॥

(১০৪)

মৃত্যুর সাথে লড়াই করিয়া
জিনিয়া আনিব ভাগ্যধন,
ভিক্ষার ঝুলি কন্ধে * বহিয়া
চলিব না কভু,—এ মোর পণ ॥

শত শত বাহু কোটি কোটি প্রাণ
একত্র করি' করিব কাজ,
হোক্ না আমার শক্তি তুচ্ছ
তবু মহাকাজে নাহিক লাজ,
সবাকার সাথে সবারে মিলাব
আলোড়িত করি' বন-গহন,
মন্থন করি' অন্তরীক্ষ,
মন্থন করি লক্ষ মন ॥

বিচিত্র এই ধরার মাঝারে
একের মন্ত্র সঞ্চারি
মরমে মরমে একের মহিমা
মধুর মন্দ্রে গুঞ্জরি'
বাঁচিয়ে তুলিব মৃত্যু-কাতরে
বিতরি' অভয় আশ্বাসন,
মানুষ গড়িব, তবেই ত তারা
হবে রে আমার আপন জন ॥

---

*সংস্কৃত স্কন্ধ, বাংলায় কাঁধ, কান্ধ। তৎস্থলে কন্ধ সমীচীনতর।

(১০৫)

ওরে বাঙ্গালী ! হলি কাঙ্গালী
ভায়ে ভায়ে শুধু লড়াই ক'রে ;
শকুনেরা হায় করে হুড়াহুড়ি,
ভাগাড়ে যখন পশুরা মরে ॥
ছেঁড়াছেঁড়ি করি' কত উল্লাসে
মাংস-চর্ম্ম চিবিয়ে খায়,
পাখার দাপটে রক্ত বিথারি'
এধারে ওধারে নিয়ত ধায় ;
তারা চাহে তোরা মড়ার মতন
চিরকাল থাক্ ভাগাড়ে প'ড়ে ॥

না রে বাঙ্গালী ! নিজেরে করিয়া ।
মৃত পশু সম ঘৃণ্য
থাকিস্ না আর দুর্ব্বল হ'য়ে
তুচ্ছ চির-নগণ্য,
সকল শক্তি সংহত করি'
মানুষের মত মানুষ হ রে ।
সারা পৃথিবীর লভিবি রে পূজা
আত্মবলের অমোঘ বরে ॥

(১০৬)

নগণ্য এক তুচ্ছ কবির
সকরুণ আবেদন,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রেম-বন্ধন
করিস না রে ছেদন ॥

বিশ্বজনেরে আপন করিয়া
করিতে চাহিস্ এক,
নিজের ভায়েরে আপন করিয়া
আপন করাটী শেখ্ ।

আত্মীয়-জনে করিয়া অরাতি
বিশ্বপ্রেমের মিছা মাতামাতি,-
এই ভণ্ডামি, এই প্রতারণা
কি ক'রে করি সহন ?
বল্ মোরে সবে কি করিয়া হবে
এ পাপে প্রতিষেধন ॥

তুচ্ছ স্বার্থে কলহ করিয়া
জেতাই কি চাই বাঁচিয়া মরিয়া ?
ভালবাসিবার আছে প্রাণ যার ,
সেই ত পরমধন
জীবনের প্রতি কর্ম্মে ধর্ম্মে
লভিবে রে আমরণ ॥

(১০৭)

দুনিয়ার যত মিথ্যাচারীর দল
তোমার পুণ্য সিংহাসনটী
করিল যে বেদখল ॥

তোমার নামের ধ্বজা উড়াইয়া
তব ভাণ্ডার দিল ফুরাইয়া,
চাপি' পদতলে দিল গুড়াইয়া
হতাশার সম্বল,
কচি ও কাঁচার মাথা মুড়াইয়া
হরিল সবার বল ॥

কোথায় তোমার বিঘ্ননাশন
আর্ত্তরক্ষি-গণ
মিথ্যারে যারা করিবে শাসন
যুঝিয়া বিষম রণ,

ব্রত নিয়া আমরণ
দগ্ধিবে যারা জঞ্জালে ভরা
সারা খাণ্ডব-বন,
ভালবাসা আর সততা যাদের
বহু সাধনার ফল,
মৃত্যু-বিজয়ী সদা-নির্ভীক
কোথা সে সাধক -দল ?

(১০৮)

চারিদিকে হৈ চৈ
শুধু কোলাহল ,
কলহ করিয়া লাভ
কি হইবে বল্ ॥

দ্বন্দ্ব ও সংঘাত,
বৃথাই শোণিত-পাত ;
করিতেছ নিজেরেই
নিজে হীনবল ॥

প্রাণ করি' প্রেমহীন
হিংসার পথে
বেপরোয়া চালাইছ
জীবনের রথে,
শুধুই নামিছ নীচে,
কেবলি অতল,-
তল হ'তে মহাতল ,
মহা-রসাতল ॥

(১০৯)

যে যাহারে পারো, শুধু ধ'রে মারো,-
এই হবে কি রে রাজনীতি ?
এ উহার কান্ টেনে ধরে আন্-
এই কি হবে রে দেশরীতি ?

সত্যের তরে সহিষ্ণু প্রাণ
ধৈর্য্য ধরিয়া হবে আগুয়ান্,
যে যাহা পারিবে, করিবে কৃত্য
না রাখি বিন্দু ভয়-ভীতি,-
সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হওয়া ॥
হোক্ সকলের সন্নীতি ॥

মিথ্যার সাথে আপোষবিহীন
যুদ্ধ তোমারে করিবে বীর,
অন্তর কেন হিংসায় লীন ?
প্রেমের সাধনা কর গভীর ।
ভালবাসা দিয়া প্রতি জনে জনে
দূর কর মেঘ যাহা আছে মনে,
প্রেমময় কর আলোময় কর
গগন-পবন-অপ্-ক্ষিতি,
সব শত্রুতা ধুয়ে মুছে যাক্
বিরাজ করুক সম্প্রীতি ॥

(১১০)

বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া কি লাভ হবে ?
শক্তির প্রয়োজন আগে,
শক্তি যাহার আছে বক্ষে ও বাহুযুগে
সে কার অনুগ্রহ মাগে ?

ঐক্য যাহার আছে সেই ত' শক্তিমান
চরিত্র যার আছে সেই ত' বীর্য্যবান্,
ধৈর্য্য যাহার আছে সে মহাভাগ্যবান্,
তার কাছে কে আবার লাগে ?
জগতের সকলেরে আপন করিয়া লয়
প্রাণের সরল অনুরাগে ॥

কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত রসহীন চিত্তে
পূর্ণ করিয়া লও প্রেম-মহাবিত্তে
বলি দিয়া স্বার্থেরে সবার নিমিত্তে
বরীয়ান্ হও আজি ত্যাগে ।
তোমারে দেখিয়া যেন কোটি কোটি নরনারী
জীবন দানের তরে জাগে ॥

(১১১)

জনরব আসে ভাসিয়া
তপ্ত হল্কা আগুনের নাকি
ফেলিছে ধরণী গ্রাসিয়া ॥

ঘর নাকি গেল, গ্রাম নাকি গেল,
চলোর্ম্মি সম তপ্তোচ্ছল
আগুন ত নয়, এ যে দাবানল
তুলিছে পরাণ ত্রাসিয়া,
দূরে যারা আছে , তাদেরো মনের
সকল শান্তি নাশিয়া ॥

ভয় নাই, ওরে, ভয় নাই, যত
আতঙ্ক চাপি' চরণে
প্রস্তুত হও, নির্ভয়ে কর
বরণ শ্লাঘ্য মরণে ।
মানুষে মানুষে প্রেমবন্ধন

আজিকে করিতে হবে বিরচন ।
তারি লাগি আজি আগাইয়া যাও
বিপদের মাঝে হাসিয়া,-
-কেহই তোমার নয় রে শত্রু-
সকলেরে ভালবাসিয়া ॥

(১১২)

মরণ-ভয় দোষের নয়,
বাঁচন যদি লাভের হয়,-
তেমন বাঁচা, যেই বাঁচাতে
বিশ্ববাসী সবার জয় ॥

একা আমার একা তোমার
স্বার্থলাভে লাভ ত নাই ,
প্রাপ্তি শুধু জীবন-জোড়া
ভুগতে থাকা যন্ত্রণাই ।
বঞ্চনা ভোগ করবে সবাই,
শান্তি তাতে কোথায় রয় ?
সবার তৃপ্তি আমার তৃপ্তি,
সবার লয়ে আমার লয় ॥

যতই দুঃখ, যতই দৈন্য
ক্লিষ্ট করুক জীবন-খান
সবার সুখের তরেই জীবন,
এই ত' বাঁচার অভিজ্ঞান !
বিপর্য্যয়ের মাঝেও জানিস্
স্নিগ্ধ মলয়-পবন বয় !
বাঁচার মতন বাঁচতে হ'লে
ভুলতে হবে মরণ-ভয় ॥

(১১৩)

পঙ্গু রে তুই বিড়াল -ছানা *
চল্‌তে রে তোর কষ্ট হয়,
কখন কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে
সদাই প্রাণে ভীষণ ভয় ॥

ধর্‌লে তোরে শক্ত ক'রে
পালিয়ে যাবার উপায় নাই,
সইতে হবে চুপটী ক'রে
তীক্ষ্ণ নখের তীব্র ঘাই ;
চ'খ বুজে তাই বাঁচতে হবে,
মরা কাজের কথাই নয়,
মরার মতন মরবি তখন
জগৎ যখন চায় প্রলয় ॥

হিংসাতে আর বিদ্বেষেতে
যতই করুক হুহুঙ্কার
বাঁচার তাগিদ আছে যাহার
বাঁচতে যে ভাই হবেই তার ।
বাঁচার পথে থাকেই কাঁটা,
নেই কো সেথা পুষ্পচয় ।
অদ্বিতীয় বাঁচার উপায়
ভুলে যাওয়া মৃত্যু-ভয় ॥

* কলিকাতা হইতে শ্রীমতী সংহিতা দেবী একটী অর্দ্ধাঙ্গ-অবশ-তনু বিড়াল-ছানা এবং একটী নিরাশ্রয় কুকুর-শাবক রাস্তা হইতে তুলিয়া আনিয়াছেন বারাণসী আশ্রমে সেবাযত্ন করিবার জন্য। শ্রীশ্রীবাবামণি আহারে বসিয়া হঠাৎ বলিলেন,– কলম ধর। মুখে মুখে গানটী রচিত হইল। তাহাই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি ১৩৭৯ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১৪)

বজ্র-কণ্ঠে গর্জ্জন করি'
জগদ্ বাসীরে জানিয়ে দে,
ভিক্ষার ঝুলি পৃষ্ঠে বহিয়া
আর ঘুরিবি না কেঁদে কেঁদে ॥

প্রবল শক্তি করি' সঞ্চয়
স্তব্ধ করিবি যত আছে ভয়,
দুর্ব্বল কভু লভে না বিজয়
কল্পনা-লোকে জাল ফেঁদে ।
পর-মুখ পানে প্রতীক্ষা যার,
সবাই তাহারে মারে বেঁধে ॥

বিশ্ব যে তোর ঘর আপনার
বাঁধা-বন্ধন কিসের তরে ?
বিশ্বজনের শুভ-সাধনার
ব্রত নিয়ে যাবি প্রতিটি ঘরে ।
সকলের দেশে করিবি নিবাস,
সবারে লভিয়া মিটাইবি আশ,
সবারে আপন করিতে হইবে
বিস্মরি' যত ভেদাভেদে
পুণ্য জীবন ধন্য করিবি
সবারে জিনিয়া অবিচ্ছেদে ॥

(১১৫)

দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশাতে
বিব্রত না হ'য়ে রে
নিজের হাতেই করবি প্রতীকার,
অত্যাচার ও লাঞ্ছনাতে
মুখ বুজে না স'য়ে রে
প্রতিষ্ঠিত করবি সুবিচার ॥

শক্তিমানের স্বভাব ত' নয়
পরের পানে তাকানো,
পরের পায়ে আত্ম-সমর্পণ,
নিজের বাহুবলেই ত' চাই
সর্ব্বশক্তি জাগানো
সর্ব্বদুঃখ করতে বিদূরণ ;
মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হ'য়ে
কার ভরসা করবি রে ?
সত্যসেবক কে এই দুনিয়ার ?
সবাই নিজের স্বার্থ দেখে,
সততা নাই কাহারো ,
লক্ষ্য শুধু সিংহাসনের পরে ;
নিজের পাওনা-গণ্ডা পেলে
চুপ ক'রে যায় পাহাড়ো,
কি ক্ষতি হায় অন্যে যদি মরে ?
কর্‌তে যদি হয় রে কিছু
বিন্দুমাত্র আত্মহিত,
নিজের কাজের নিজেই নে রে ভার ॥

(১১৬)

উড়িয়ে দে রে দুঃসাহসের
জয়-পতাকা ঊর্দ্ধপানে,
ছড়িয়ে দে রে রুদ্র-রসের
উদ্দীপনা প্রাণে প্রাণে ॥

আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের
দুর্ব্বলতা কর্ বিদূর,
হোস্ না রে আর আত্মজনের
বিয়োগ-ব্যথায় ভয়-বিধুর,
সকল মরণ ধন্য হবে
স্বেচ্ছাসুখের আত্মদানে ॥

হাজার দুঃখ হাজার দৈন্য,
হাজার রকম উৎপীড়ন,
শরীর মনের হাজার ক্ষতি
ঘটাক নবীন উজ্জীবন ;
সকল অসম্মানের জ্বালা
সফল হবে নবোত্থানে,
সুখের ডালি সাজ্‌বে তোদের
নিত্য নবীন ব্যথার গানে ॥

(১১৭)

চতুর্দ্দিকে বিষম অন্ধকার !
তার মাঝেতেও আছে আলোক,
ভরসা রাখিস্ তার ॥
স্ফুলিঙ্গ এক তুচ্ছতম
কর্‌বে বিনাশ গহন তমঃ,
দিগ্‌বিদিকে বজ্রসম
গর্জ্জন-হুঙ্কার
বিশ্বজোড়া বিঘ্ন-রাশি
করবে রে ছারখার ॥

যে-ই যেখানে আছ ছোটো,
সবাই একত্রেতে জোটো ;
লক্ষ পিপীলিকার প্রাণে
করো আবিষ্কার
চূর্ণ করা অসাধ্য নয়
হাতীর অহঙ্কার ॥

মত্ত ঐরাবতের গায়ে
থাক্‌তে পারে বল,
পিপীলিকা তুচ্ছ নহে,
সেও নয় দুর্ব্বল ;

ঐক্য চাই, সখ্য চাই ,
ঐক্যবলে সব হবে ভাই,
যোগ্য ভাবে করবে আমল
ন্যায্য অধিকার ,
শুষ্ক হবে চখের কোণের
প্রবল অশ্রুধার ॥

(১১৮)

ক্ষাত্র শক্তি ব্রহ্ম-বীর্য্য-
দুটিই যে চাই সমান ভাগে,
সম-তপস্যা সমান শৌর্য্য
চর্চ্চা করিলে জীবন জাগে ।
বিফল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আজ
সফল সাধনে লাগ্‌রে সব,
কর্ম্ম হইবে গহন গভীর
ছিদ্র-বিহীন সদা-নীরব ;
লক্ষ্যই যদি থাকে তোর কিছু ,
আত্মগঠন সবার আগে ॥

দুর্ব্বল যারা, কাপুরুষ যারা,
তারাই হতাশা-মথিত হয় ;
যথার্থ বীর চির-সুস্থির ,
অন্তরে কভু রাখে না ভয় ! ॥"
প্রাণে উচ্ছল চল, পথ চল্‌,
জীবনটা যেন কাজেই লাগে ।
প্রতিটি নিমেষ সার্থক হোক্‌
মানুষের প্রতি প্রেমানুরাগে ॥

(১১৯)

শাস্ত্র কহিছে,–"ক্ষমা কর ভাই",–
শস্ত্র কহিছে,–"তা না,
লাঞ্ছনা যদি সীমা ছেড়ে যায়,
প্রতিরোধে নাহি মানা ।"

"কাব্য-সুষমা-মণ্ডিত যত
ভাল ভাল বুলি আছে,
অত্যাচারিত লাঞ্ছিত চির–
দুঃখী কি তাতে বাঁচে ?
বাঁচিবার যদি আছে প্রয়োজন,
শক্তি সাধিয়া বাড়াও ওজন ;
ছোট-বড় সব দুর্ব্বলতার
মূলদেশে দাও হানা,
সকল অশ্রু একটী কেন্দ্রে
মিলিয়া বাঁধুক দানা ॥

হায় রে মানুষ প্রেমের পুতুল !
ভুলি' প্রীতি-ভালবাসা
বিদ্বেষ-বশে ধরিলি রে তুই
সর্ব্বনাশের নেশা ।
তোরা যদি হায় অন্ধের মত
আত্ম-হননে হবি রে নিরত,
শেষটায় দোষ দিবি ভগবানে,
বলিবি,–"বিধাতা কাণা,
স্রষ্টাই নিজে করিল সৃষ্টি
ধরার নরখ-খানা ॥"

(১২০)

যতটুকু কাজ করিয়াছ আজ
জানিও তা কোনো দিন
ক্ষুদ্র বলিয়া আতলের তলে
যাবে না হ'য়ে বিলীন ॥

তাহারি প্রভাবে নব-মহাভাবে
জাগিবে জগৎখানি,
নিদ্রিত জনে প্রেম-বিতরণে
শুনাবে আশার বাণী ;-
কিছুই যে বৃথা যাবে না কখনো,
হোক্ না যতই ক্ষীণ ॥

নিত্য নূতন প্রবর্ত্তনের
আছে তার অধিকার,
বিশ্বজনের মঙ্গল-তরে
জীবনখানি যাহার ।
ভুলিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ
ধর গাণ্ডীব, হে মহাপার্থ !
তুচ্ছ ত তুমি নহ এ জগতে,
নহ দীন, নহ হীন ॥

(১২১)

খোন্তা কোদাল কাস্তে কুড়াল
তোদেরে নমস্কার,
গহনারণ্যে সভ্য জীবন
করিলি আবিষ্কার ॥

নিজ শক্তিতে সৃজিয়া অন্ন
ধরণীরে তোরা করিলি ধন্য,
নিজের জন্য পরেরো জন্য
রচিলি বারংবার
শান্তি-রসাল কৃষ্টি-মধুর
সামাজিক সংস্কার ॥

তোদেরে করিয়া অবলম্বন
যাঁহারা করিল বাধা-লঙ্ঘন,
পাহাড়ে, জলায়, দুর্গম পথে
হাজার বিঘ্ন ঠেলে
আগাইয়া গেল নব নব দেশে
নির্ভয়ে অবহেলে,
তাঁদেরো লাগিয়া গাঁথিয়াছি আমি
শ্রদ্ধার ফুল-হার,
স্তুতির শেফালী বর্ষিব আমি
তাঁদেরেও অনিবার ॥

(১২২)

জোরসে কোদাল মারো,-
স্মরণ কর রে তাঁরে,
বন্ধ্যা ধরণী শ্যামল হইল
যাঁর করুণার ধারে ॥

বীজ-রূপে যিনি সৃষ্টির মূল,
বৃক্ষ, বিতান, শাখা, ফল, ফুল-
নানা রূপ যাঁর বিচিত্র ভাবে
বিকশিয়া বারে বারে
বর্ণালী অপরূপের মেলায়
নু'য়ে পড়ে নিজ ভারে ॥

সপ্তসুরের মধু-নির্ঝর
যাঁহার নামের মাঝে
একটী নামেই কোটি কোটি নাম
কোটি রাগিণীতে বাজে,
সুদূরের মেঘ দুরত্ব ছাড়ি'
নিকটে আসিয়া হয় প্রেমবারি,
সকলের মাঝে চাহে বিলাইতে
নিঃশেষে আপনারে ॥

(১২৩)

নারী ! তুমি নহ নারী,
তুমি মাতা বিশ্বভুবনের ।
কবি, দার্শনিক যত
কৃপাকামী তব চরণের ॥

শিশুরে লইয়া বক্ষে
স্তন্যরূপে স্নেহ বিতরণ,
স্নেহ শুধু নহে তাহা,
সুধামাখা প্রাণের কিরণ;
তোমার মুখের হাসি
ঘুচায় ভাবনা-রাশি,
সঞ্চিত সম্বল তাহা
উত্তাল-সাগর-তরণের,
ভুলাইয়া দেয় যত
ভয়-ভীতি জন্ম-মরণের ॥

স্নেহদাত্রী পরিত্রাত্রী
মাতৃরূপে হে মহাশকতি
কোটি সন্তানেরা পায়
নবজন্ম করিয়া প্রণতি,

প্রশস্ত সরণী তুমি
জীবনের পাপ-হরণের,
পুণ্য তুমি, ধন্য তুমি,
প্রতিচিত্র বিশ্বশরণের ॥

(১২৪)

বর্ষ-সমাপ্তির গান গাহিবার,
আর কি রয়েছে মোর
কোনো অধিকার ?
সারা বরষের গেল
যতগুলি দিন
ক্ষুদ্র স্বার্থে শুধু
রহিলাম লীন ;
কুড়াইনু অনুতাপ,
কেবলি বাড়িল ঋণ,
কুড়াইনু দিবা-রাতি
শুধু ধিক্কার ॥

কেন রহিলাম হ'য়ে
দাসের মতন
রিপুকুল-নির্দ্দেশ
করিতে পালন ?
আর রহিব না আমি
ভ্রান্তিতে নিমগন,
আর ঘাটিব না আমি
শুধু ন্যক্কার ॥

(১২৫)

মেঘে আবৃত অন্তর মোর,
মেঘে আবৃত মন;-
একটুকু টের পেলাম না হায়
বছর গেল কখন !

নবীন বর্ষে কত যে হর্ষে
গেঁথেছি মালিকা মোর,
কে যে তার সূতো ছিঁড়ে দিয়ে গেল
চোখে দেখি ঘন-ঘোর;
রক্তগঙ্গা অনল-ঝঞ্ঝা
ঢাকিল যত নয়ন,
করিল কত যে নিরীহ চিত্ত
ভীত ও উচ্চাটন ॥

আমরা মানুষ, দেবতা হইতে
অন্তরে জাগে সাধ
তার মাঝখানে কেন অকারণ
মিথ্যা বিসম্বাদ ?
ভুলে যাও ওরে যত ভেদাভেদ;
দূর কর যত বৃথা বিচ্ছেদ,
"মানুষ আমরা, হইব না পশু,,-
স্মরিব রে আমরণ,
"মানবের দেহে দেবতার গেহে
মোদের উত্তরণ ।"

(১২৬)

নাই অবসর ভয়-ভাবনার
কাজ ক'রে যা করার মত ।
কোন্ পরোয়া বিঘ্ন-বাধার ?
সব করা চাই পরাহত ॥

লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নে
উচ্চকিত হোস্ না মনে,
বজ্র-পতন হোক্ না তবু
কর্‌বি না তোর মাথা নত ।
হাজার দুঃখ -দৈন্য-মাঝেও
শির রাখা চাই চিরোদ্ধত ॥

দুঃখ এ' ত নয় রে একার,
এ যে সবার সর্ব্বনাশ !
কেনই বা তুই ভয় পাবি রে
শুনে প্রেতের অট্টহাস ?
ভুলে আত্ম-সুখের বিচার
দুর্ব্বলতা কর্ পরিহার ;
সবার দুঃখ কর্‌বি বিনাশ,-
এই তো রে তোর জীবন-ব্রত
আত্মদানের মাঝেই যে তোর
আদর্শবাদ চিরোন্নত ॥

(১২৭)

একদিন টক্ ক'রে চখ বুঝে ফেলিব,
মানা যে চলিবে নাকো কাহারো মানা,
সে দিন কবে যে হবে কি করিয়া বলিব,
তারিখটী হায় কারো নাহি যে জানা ॥

দুদিনের তরে আসা, দুদিনের তরে গান,
দুদিনের ভাসাভাসা জনে জনে প্রেমদান,
সকলি প্রলয়-পথে করিবে মহাপ্রয়াণ
মরণ যেদিন আসি দিবে রে হানা ॥

আসল কাজের কথা কখনো তো ভাবি নাই,
একথা ভাবিয়া হায় পারকূল নাহি পাই,
সময় থাকিতে হাতে কি দিবসে কিবা রাতে
কেবলি করিয়াছি যে তাল-বাহানা ।
তথাপি ভরসা এই, ভয়ের ত কিছু নেই,
তাঁরি পায়ে সঁপিয়াছি জীবনখানা ।

(১২৮)

সমস্ত জীবনের কিছু না লাগালি রে
পরম-পুণ্য-খনি প্রভুর কাজে,
পরমায়ু চলে গেল শুধু শুধু খালি রে,
এখন কাঁদিস্ আর মরিস্ লাজে ॥

তাঁহারি করুণা-কণা করিয়া গ্রহণ
মত্ত হাতীর মত করিলি ভ্রমণ,
চাহিলি না কারো পানে
ব্যথা দিলি কত প্রাণে,
বুঝিলি না, এ সকল নেহাৎ বাজে ॥

এখনো সময় আছে মূর্খ পথিক,
আকাশের কোণে আলো করে ঝিক্ ঝিক্,
তাই সম্বল করি'
আলস্য পরিহরি'
চল্ সেই পথে যেথা নিতি বিরাজে
ভক্ত সাধকগণ;-
অর্পিয়া প্রাণমন
সদা বন্দনা করে বিশ্বরাজে ॥

(১২৯)

মৃত্যু তোমার শুনবে কথা,
ভাবছ্ কি রে তাই ?
তোমার কথায় চলার গরজ
তার যে মোটেই নাই !
অশ্রুজলে সিক্ত নয়ন,
বিষণ্ণ মুখ, আর্ত্ত-রোদন,
এসব দেখে ভুল্‌বে কি সে,
থাম্‌বে কি সে ভাই ?

রাজায় প্রজায় সমান আদর,
তার কেহ নাই আপন কি পর ;
যার যখনি সময় হবে,
তখন তারেই চাই ॥

কান্না-কাটি দিলাম ছেড়ে,
এই দাঁড়ালাম শঙ্কা ঝেড়ে,
যখন খুশী, আসুক মরণ,
ভয়-ভাবনা নাই,-
দয়াল প্রভুর চরণখানি
একটু যদি পাই ॥

(রচনা, ১৫ই মাঘ, ১৩৪১, শ্রীহট্ট)

(১৩০)

এই যে ঘুমুতে যাব আর যদি নাহি জাগি,
নাই বা জাগিয়া উঠি হেরিণু এ ধরণী,
তথাপি রহিব আমি তব চির-অনুরাগী,
তব নাম জীবনের বিশল্যকরণী ॥
কঠোর কঠিন শেল আঘাতে আঘাতে মোরে,

কখনো ঠেলিয়া দিতে পারিবে না তমোঘোরে,
নিদ্রায়, জাগরণে, জীবন্তে কি মরণে
তোমার অমোঘ দয়া পাপতাপ-হরণী ॥

তব নাম কি মধুর অপূর্ব্ব প্রেমময়,
জীবন মরণ সব হয়ে যায় নামে লয়,
লভিতে শরণ সুখে তোমার স্নেহের বুকে
তব নাম অবারিত প্রশস্ত সরণী ॥

(১৩১)

এই আছে, এই নাই,
বুঝিবারে নাহি পাই,
কখন যে আলো যাবে নিভে ;
প্রাণে শুধু আশা জাগে
সব ফুরাবার আগে
আমারে কি কোলে তুলে নিবে ?

নিয়ত চপল মন
বিপথে করে গমন,
মিথ্যারে করে উপাসনা,
কপটতা খলতায়
সতত চিত যে ধায়,
তব পথে যেতে করে মানা ।
তথাপি নিজেরি গুণে
ক্ষমি' মম দোষগুণে
তুমি কি আমারে কোল দিবে ?
আমার ক্ষুদ্র প্রাণ
করুণায় করি' স্নান
পরিণত হবে মহাশিবে ?

তোমারে জানিয়া মোর
কাটিবে আঁখির ঘোর,
তোমারে পাইয়া হৃদিমাঝে
কবে সে সুদিন হবে,
যেদিন সারাটি ভবে
শুনিব, তোমারি বেণু বাজে ?
দিকে দিকে তব রূপ,
দেখিব হে অপরূপ,
তোমারে পাইব জীবে জীবে,
তৃপ্তির রস-ধারা
পূর্ণ করিবে সারা
ইন্দ্রিয়, চখ, মুখ, জিভে ?

(১৩২)

সে যে কেমন স্নেহের খনি
ভাব্‌লি না তা একটি বার,
ওরে ও অবিশ্বাসী, আত্মনাশী
দ্বন্দ্ব করিস্‌ বারংবার ।
শিশুর মত সরল প্রাণে
স্মরণ কর্‌ রে শ্বাসের টানে,
জ্যোতির ধারায় স্নান-করান
দেখ্‌তে পাবি চরণ তাঁর,
চখের কোণে স্নেহের দীপ্তি,
মুখের হাসি চমৎকার ।

হাত বাড়ায়ে ডাক্‌বে তোকে,
বুক বাড়ায়ে তুলবে বুকে
কেন রে তুই দূর-বিদূরে
মনের ভ্রমে থাকিস্‌ আর ?
তার লাগি' সে সদাই পাগল,
ঐ চরণে দৃষ্টি যার । (রচনা ৩রা মাঘ, ১৩৪১)

(১৩৩)

বিষয়-রসে মজিয়া ছিল
আমার তনুমন,
তাই ত' আমি পাইনি হরি
তোমার দরশন ॥

খুঁজিয়া শুধু মরিনু হায়
যেদিকে দুটি নয়ন ধায়,
ছিলে ত তুমি বুকেরি ঠায়,-
হ'ল না পরশন ॥

কামনা-মোহ হরিয়া নাও,
বাসনা-বিষ দূরিয়া দাও,
প্রাণের মাঝে আজি জাগাও
প্রেমের হরষণ ॥

যতেক মম দোষ ভুলি'
স্নেহের কোলে লহ তুলি'
তোমার পূত পদধূলি
করিয়া বরষণ ॥

(১৩৪)

জীবনের সন্ধ্যায় পাল তুলে ছুটে যায়
ছোট্ট তরণী মম হরষে,
তরঙ্গ কুল্‌কুল্‌ গাহে যেন বুলবুল,
অজানা অমৃত যেন বরষে।
কখন ডুবিয়া যাবে ঠিক নাই তার,
তবু চলে, শুধু চলে
কি যেন নামের বলে,
সাহস তাহার কি যে মহাদুর্ব্বার!
যার কাছে যেতে চায়
চলিতে চলিতে পায়
তারি সুর-দুর্ল্লভ পরশে ॥

যে আছে অনেক দূরে,
সে আছে মরম-পুরে,
সে আছে পরাণ জুড়ে নিয়ত ;
কখনো না ছেড়ে যায়,
বৃথা কেন হায় হায়,
হই আমি মৃত কি বা জীয়ত ?
না পেয়েও পাওয়া যায়,
না দেখেও দেখা যায়,
জাগিছে সে মোর প্রতি দরশে ॥

(১৩৫)

কাজল-কালি মেঘের কোলে
উজল আভা ফুটিবে রে
বিপদে তুই করিস্‌ নারে ভয় ;
নিশীথ যত নিবিড় হোক্‌
কালিমা-মাখা কলেবরে,
তাহারে তুই করিবি আলোময় ॥

অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিবি
ত্রিলোকভেদী ভ্রান্তিহীন,
দুর্ব্বলেরে শক্তি দিবি
কলুষ-নাশী রাত্রিদিন ;
বিভীষিকার ঝঞ্ঝারাশি
উড়িয়ে দিবি মুচ্‌কি হাসি',
দৈত্যকুলে দানব-দলে
চরণ-তলে করিয়া দিবি লয় ;
দুর্ঘটনা দুর্ভাবনা
তোর লাগিয়া নয় ॥

মিথ্যা যত উচ্চরোলে করিবে কলরব,
জানিস্ এরা গলিত-দেহ-শব ;
চঞ্চল এ মিথ্যা ভবে
সত্য শুধু বাঁচিয়া রবে,
বিকাশ পাবে নিতি-নতুন সুচির-অভিনব।
দুঃখরাশি মথিত করি'
কণ্টকিত গোলাপ-কুঁড়ি
হাসিয়া উঠি' ফুটাবে কত সুরভি ফুলচয়,
বিশ্ববাসী পুলকে শুধু গাহিবে জয়-জয় ॥

(১৩৬)

পুণ্য কেতন উড়িছে তোমার
ঊর্দ্ধ গগন মথিত করি,'
আজিকে কুণ্ঠা নাহিক আমার,
আজি ধরণীতে কাহারে ডরি ?
সবারে আজিকে করিব আপন,
সবারে সেবিব দিয়া তনুমন,
কাছে টানি' আনি শুনাইব বাণী-
নাও ভালবাসা হৃদয় ভরি' ॥

আহত পরাণে স্নেহ বুলাইয়া
ভেদাভেদ-বোধ দিব ভুলাইয়া,
সবার মিলনে সুখ-শিহরণে
নূতন পৃথিবী তুলিব গড়ি' ॥

(১৩৭)

পরম-শুভ-ক্ষণে ফিরিয়া আইল আজি
বিশ্বাস মম দীন কুটিরে,
আবরি' ধরিল বুকে নিবিড় নিটোল সুখে
অতীত ভবিষ্যৎ দু'টীরে ॥

হৃদয় করিয়া দিয়া রিক্ত
বিশ্বাসে করি' পরিষিক্ত,
কোটিগুণ শক্তি লভিনু রে সত্যি,
সংশয় নিল আজি ছুটি রে ॥

নয়নের ঠুলি দিনু খুলিয়া
দুঃখ বেদনা সব ভুলিয়া,
জীবন-রণাঙ্গনে নির্ভয়ে প্রাণপণে
চল রে ঝটিতি, চল ছুটি' রে ॥

সন্দেহ-পরায়ণ বুদ্ধি
আস্থায় লভি' চিরশুদ্ধি,
আপনার সত্তায় নূতন করিয়া পায় ;
মিথ্যার মায়া গেল টুটি' রে ॥

(১৩৮)

(আজি) গন্ধে ছন্দে ওঠে গান গো,
প্রফুল্ল পুলকিত প্রসন্ন পরশনে
সঘনে রোমাঞ্চিত প্রাণ গো ॥

স্বর্গে-পাতালে আজ হয়ে গেল জানাজানি,
অতীত ভবিষ্যতে করে আজ কাণাকাণি,
ছোট-বড় সকলেরে কাণায় কাণায় ভরি'
আনন্দ বহিছে উজান গো ॥

ভুতলে নামিয়া এল ভূমার বিভূতিরাশি,
রূপায়িত হ'ল আজ অরূপের মধুহাসি,
পুষ্পিত হল যত কুঞ্জবিতান গো,
বিহগ-কাকলি তোলে অমরার তান গো ॥

(১৩৯)

যেই মুহূর্তে নিজেরে দিলাম ডালি,
শূন্য পাত্র পূর্ণ হইল
রহিল না কিছু খালি ॥

ঝঙ্কৃত হ'ল গগন পবন,
শিহরি' উঠিল কোটি প্রাণমন,
বাজিয়া উঠিল কত বেণু, বীণা ;
মৃদঙ্গ, করতালি ;
কিছুই ছিল না, অপার করুণা
তবু তুমি দিলে ঢালি' ॥

পেয়ে লাভ নেই, দিলে বহু মিলে ,-
ধন্য শিক্ষা মোরে শিখাইলে ;
সব কেড়ে নিয়ে আরো বেশী দাও,
কি যে তব চতুরালি !!

(১৪০)

অরুণ আলোক সনে জাগিয়া উঠিল গান,
কোকিল-কূজন শুনি' নাচিয়া উঠিল প্রাণ ॥

দিকে দিকে মেঘমালা বিপুল আড়ম্বরে
ঢাকিয়া ফেলে রে যদি ভাস্বর ভাস্করে
নাচিয়া রুদ্র তালে
চলিব রে অবহেলে
সার্থক করিব রে জীবনের অভিযান ॥

না মানি' মৃত্যুভয়, না গণি' বিঘ্নবাধা
কার সেতারের সুর অভয়ে র'য়েছে বাঁধা,
সত্বর ছুটে আয়,
বেলা যে বাড়িয়ে যায়,

কর্ম্মের পথে বল্ কে হবি রে আগুয়ান্ ?
নিজসুখ-বিস্মৃত কে আছ উদার-প্রাণ,
পরদুখে অভিভূত কে আছ হে সুমহান্,
জনম সফল করি'
এস তোমা বুকে ধরি,
সবার সুখের লাগি কে দিবি জীবন দান ?

(১৪১)

মরিতে হয় ত' সবাই মরিব -
এই প্রতিজ্ঞা যার,
এই দুনিয়ায় তার শুধু আছে
বাঁচিবার অধিকার ॥

একাই বাঁচিব, কি হইবে লাভ ?
সংগ্রহ শুধু করিব বিলাপ ;
খনে খনে মরি, খনে খনে বাঁচি ,
বেঁচে মরি বারবার,
এ বাঁচায় হায় কোনো লাভ নাই,
লাভ শুধু ধিক্কার ॥

বাঁচিব আমরা সবাই মিলিয়া
সমান শক্তি দিয়া
নূতন করিয়া নূতন জগৎ
তুলিব রে নির্ম্মিয়া,
ঘুচাইব মোরা সকলের দুখ
বিশ্বসেবায় করি' উন্মুখ,
স্বার্থবুদ্ধি প্রতিজনাকার
করিব রে ছারখার,
আনন্দ দিয়া ভরিয়া তুলিব
সসাগর সংসার ॥

(১৪২)

কাণ পেতে শোন্ বাজে অবিরল,
বাজে বিজয়ের শঙ্খ,
কোটি কোটি প্রাণ করি' চঞ্চল
নির্ভয় নিঃশঙ্ক ॥

মৃত দেহে দিয়া নূতন জীবন,
উদাসীনে দিয়া আমরণ পণ
ঘুচাইয়া আজি দিল রে সবার
গভীর পাতক-পঙ্ক,
মৃত্যুর মাঝে জাগিয়া উঠিল
জীবনের নব অঙ্ক ॥

পরপদলেহী দুর্ব্বল তোরা
হীনবল যত অন্ধ ও খোঁড়া,
তল্পীবাহক ভীরু মেষপাল-
ঘুচিল রে সে কলঙ্ক ;
পূরব গগনে উদিল আবার
চন্দ্রমা অকলঙ্ক ॥

(১৪৩)

জাগো জাগো আজি কোটি সন্তান
দুর্ভাগা জননীর,
ঘুচাতে মায়ের সকল দুঃখ,
মুছাতে আঁখির নীর ॥

অতীতের শত লাঞ্ছনা-রাশি
ঘুচিয়ে মায়ের মুখে ফোঁটা হাসি,
তাঁর কি দুঃখ থাকিতে পারে রে
সন্তান যাঁর বীর ?

শীতের কুয়াসা ভেদিয়া গগনে
উঠুক নবীন সূর্য্য,
বাজা আনন্দে শত রণভেরী,
বাজা বিক্রমে তূর্য্য,
দূর করা চাই যুগ-সঞ্চিত
লাঞ্ছনা ধরণীর ॥

(১৪৪)

চারিদিকে জ্বলে ওই হোমানল,
কে দিবি রে প্রাণ আয়,
ত্বরা করি' আয়, কেন বিলম্ব ?
সময় বহিয়া যায় ॥

কাপুরুষ হয়ে ঘরের কোণায়
লুকিয়ে থাকা কি সাজে ?
ছুটে যা রে ঐ সমরাঙ্গণে
মৃত্যুদলন সাজে :
মিথ্যারে করি' শত পদাঘাত
সত্যের জয়ে কর্ প্রাণপাত ;
সব যে দিয়েছে সত্য-সেবায়
সব শুধু সেই পায়,
মানুষের মত সরল সবল
সেই বাঁচে এ ধরায় ॥

মড়ার মতন পড়িয়া থাকায়
লাভ নাই, লাভ নাই,
দাবানল জ্বলি' সকল মড়ারে
নিমেষে করিবে ছাই ;
বাঁচিতে চাহ রে যদি
চিরকাল নিরবধি,
নিজেরা মরিয়া সবারে বাঁচাবে

এ যে রে মহান্ দায় ;
স্পর্দ্ধিত শিরে দাঁড়া রে আজিকে,
দাঁড়া উন্নত-কায় ॥

(১৪৫)

জোনাকি যেমন জানে না তাহার
পুচ্ছেতে আছে আলো,
নিজের দেহটী তাকাতেই দেখে,
সব কালো,-সব কালো ॥

তোরা অন্তরে তেমনি রে ঠিক্
নিজেরে নিয়ত দিতেছিস্ ধিক্,
জানিস্ না হায় তোর পিছে ধায়
জগতের যত ভালো,
সংগ্রামরত জীবন হবে রে
সাফল্যে ঝলোমলো ॥

মিছাই নিজেরে ভাবিয়া অধম
করিস না অনুতাপ
কমাস না তোর হৃদয়ের বল,
বাড়াস্ না সন্তাপ ;
বিশ্ববিঘ্ন করি' বিনষ্ট
লভিবি যে তোর পরম ইষ্ট,
শান্ত মধুর উজ্জ্বল আর
করুণায় ছলছলো ॥

রহিবি না আর দীন হ'তে দীন,
থাকিবি না আর চির-পরাধীন,
অসম সাহসে করি' নির্ভর
নির্ভয়ে তান তোলো ।
নিজ ক্ষুদ্রতা, হাজার দীনতা
নিমেষের মাঝে ভোলো ॥

(১৪৬)

যত পাপ আর যত অপরাধ,
যত অন্যায় ক'রে থাকো,
সকলি তোমার ক্ষমা হয়ে যাবে,
বিশ্বাসটুকু ধরে রাখো ॥

অতীত ভুলিয়া ভবিষ্যতের
উজ্জ্বলতম সত্য পথের
সন্ধান আজি নিতেই যে হবে,
উদাসীন হ'য়ে থেকো নাকো ॥

ভুল ও ভ্রান্তি মানুষ মাত্রে করে,
বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে
নূতন করিয়া গড়ে,
অভ্যাস তথা অনুশীলন
করিতে হইবে সবল প্রয়াসে
যত কাল দেহে আছে জীবন,–
পুণ্যজীবন বাল্মিকী হ'ল
রত্নাকরেরা লাখো লাখো ।
কে আছে পতিত জগাই মাধাই,
সবাইকে আজ কাছে ডাকো ॥

(১৪৭)

যে আছিস্ পিছে পড়িয়া
যাস্ না রে দূরে সরিয়া,
তোদের সাদরে লইব বক্ষে
ইন্দ্রের মত বরিয়া ॥

সন্তাপ যত করি' সঞ্চয়
নিজেরে কেবলি করেছিস্ ক্ষয়,

সব অপরাধ সব পাপ-তাপ
আমি যে রে নিব হরিয়া,
নূতন জীবনে নূতন গড়নে
আমি নিব তোরে গড়িয়া।
তুই ছোট, তুই দীন, পরাধীন,
মানুষের মাঝে সব চেয়ে হীন,
এই অপযশ এই অপমান
যা রে আজ বিস্মরিয়া ;
প্রেমে ও পুণ্যে চির-অদৈন্যে
আমি দিব তোরে ভরিয়া ॥

(১৪৮)

আমার হাতে সোনার কাঠি
আছে রে ভাই, আছে, আছে ;
পরশ যদি দেই রে তাহার
বিগতপ্রাণ মরাও বাঁচে ॥

তারই ছোঁয়া দেওয়ার তরে
ঘুরে বেড়াই ঘরে ঘরে,
মরণমুখী নারী নরে
বিলাই রে প্রেম অকাতরে,
নিঃশরণের শরণ হ'য়ে
থাকি তাদের পাছে পাছে ॥

দুঃখী যখন সুখের পিছে ধায়,
হাজার প্রয়াস পেয়েও সুখের
নাগাল নাহি পায়,
"হায় রে মিথ্যা মানব-জনম,
আজকে তোরেই কর্‌ব খতম,"–
এই ব'লে হায় নিজের মাথা

নিজেই কাট্‌তে চায়,
তখন তারে বক্ষে ধ'রে
রই নিয়ত কাছে কাছে ॥

(১৪৯)

লাগ্‌ল মড়ক চারদিকে হায় !
বাঁচব আমি কেমন ক'রে ?
ঝঞ্ঝা-বাতাস নেয় উড়য়ে,
থাক্‌ব রে ভাই কাকে ধ'রে
অধীর আকুল চিত্ত আমার,
আকাশ-জোড়া শুধুই আঁধার
সম্মুখেতে নাই পারাপার,
সাগর যেন বিশ্ব জুড়ে'
চতুর্দ্দিকে হল্কা যেন
ছাড়বে মোরে দগ্ধ ক'রে ॥

এমন সময় প্রাণের মাঝে
প্রাণের ঠাকুর হাস্‌ল রে,
অধম কাঙাল দে'খে আমায়
ভালই বুঝি বাস্‌ল রে,
এক নিমেষে ঘুচ্‌ল শঙ্কা,
আতঙ্ক মোর নিল হ'রে ॥

(১৫০)

আকাশের মেঘ কাটিয়া যাইবে
কিছুক্ষণের পরে,
আতঙ্কে তোর কেন রে অশ্রু ঝরে ?
নিজ পায়ে তুই দাঁড়া নির্ভয়ে
সফল হবি রে দিগন্ত-জয়ে,
দুঃখ ও তাপ বিঘ্ন-বিপদ–

কৃতান্ত-কিঙ্করে
ধূলির মতন উড়াইয়া দিবি
পুরুষকারের ঝড়ে ॥

সবারে ডাকিয়া বল্,–"ভয় নাই,
ভয়হীন প্রাণ কোটি কোটি চাই,–
দাঁড়া শির-দাঁড়া করিয়া শক্ত
অখণ্ড-নির্ভরে।
সত্য যাহার অঞ্চল-নিধি
সে কি মরণেরে ডরে ?"

(১৫১)

জীবন-পণে গহন বনে
যতই চাহি চলিতে
ততই বাধা-বিঘ্ন শত
আগুলি' পথ রহে সতত,
আঘাত হানে কোমল-প্রাণ
অফুট ফুল-কলিতে
চাহিছে ওরা জগত-জোড়া
চেতনাহীন রাখিতে,
মাখিয়া দিতে আঁধার-রাশি
বিভল দুটী আঁখিতে,
মাখিয়া দিতে আগুন সারা
অঙ্গে সদা জ্বলিতে।
না মানি' বাধা চলিব পথ,
বদল নাহি করিব মত,
দিব না মম চরণ-যুগে
তিল-সমান টলিতে ;
দিব না আমি ওদের কোনো
মিথ্যা আশা ফলিতে ॥

(১৫২)

কত রকমের উদ্বেগ নিয়া
কাটিছে আমার দিন,
হে দয়াল প্রভু, চিত্ত আমার
রহে যেন অমলিন ॥

ঝঞ্ঝাবর্ত্ত, বন্যার তোড়
বাড়াইয়া যেন দেয় মোর জোর,
আমি চাহি নিজ চিত্তের রথে
রহিবারে সমাসীন,
বিশ্ববিজয়ী সম্রাট-হেন
সংগ্রামে ভয়হীন ॥

তব দুর্ব্বল সন্তান-দল
বৃথা আতঙ্কে করে কোলাহল,
চাহি তারা যেন আমারে লইয়া
তোমাতেই হয় লীন,
নির্ভয়ে জগজনের কুশলে
বাজায় প্রেমের বীণ ॥

(১৫৩)

গগন ঘিরিল মেঘে,
সঘনে ডাকে
ওরে কাকে ? তোরে নাকি ?
নাকি আমাকে ?
ছুটিল বিহগকুল
প্রাণ-ভয়ে সমাকুল,
একটী বা দুটী নয়,
লাখে ও লাখে
নিজেরে ভুলিয়া যায়
পথের বাঁকে ॥

বিজলীর চমকে
ঝঞ্ঝার গমকে
ঝট্ পট্ নিঃস্বনে
পাখে ও পাখে
পথ ভুলি'ঘোরে হায়
ঝাঁকে ও ঝাঁকে ॥

(১৫৪)

পাঁচ ছয় হাত পিছাইয়া পড়ি,
আগাই যদি বা একটী হাত,
জানিনা ইহা কি শুধু প্রহেলিকা,
লীলা কি তোমার জগন্নাথ !!
আগে যেতে চাই প্রাণের গরজে
পিছনের টান কেবলি গরজে ;
যতই আগাই, ততই পিছাই,
জানি না কেন এ বিপৎ-পাত ;
জানি না কেন এ বিঘ্ন বিষম,
অসময়ে হেন বজ্রাঘাত ॥

পতন-অভ্যুদয়ের মাঝারে
দেখিয়াছি আমি ওগো বারে বারে
পরাজয় কভু নহে চূড়ান্ত ।
আমারে যে তুমি কর আঘাত,
সে ত শুধু নয় তব অবিনয়
সে যে গো করুণ নয়ন-পাত ।

(১৫৫)

জীবন আমার ব্যর্থতা-ভরা
তবু বিশ্বাস করি
তুমি যে আমার নিয়ত সঙ্গী
অন্তরতম হরি ॥

এক হাঁটু জলে ডুবে কতবার
করিয়াছি নাথ শত হাহাকার,
পার ক'রে দিল অকূল পাথার
তোমার চরণ-তরী ॥
সার কি অসার, পার কি অপার,
তুমি আছ যার, কি তার বিচার ?
চিরমধুময় চরাচর তার,
তাই ত কিছু না ডরি !
আতঙ্ক তাই এক কণা নাই,
জীবন্তে যদি মরি ॥

(১৫৬)

মনের ভিতর ভয় ঢুকেছে
ওগো দয়াল হরি,
বল এখন উপায়টা কি করি ?
ছিলাম ঘরে নিরজনে
দিন-রজনী আপন মনে
সুখে-দুঃখে সর্ব্বদাই
তোমাতে নির্ভরি' ॥

তোমায় যদি কাছে না পাই,
বল আমি কোথায় বা যাই,
দয়া কর যেন তোমার
নাম্‌টী না বিস্মরি' ॥

(১৫৭)

দুকুল ভাসিয়া গেল
অকূলের নীরে
আঁধার ঘিরিল আঁখি
বাসনার ভিড়ে ॥

ছিল যত আশা—বল
গেল সব রসাতল,
তাণ্ডব লেগে গেল
দানব-শিবিরে ॥

তথাপি করেছি পণ
দিব আজ মহারণ,
নোয়াব না কভু মম
উন্নত শিরে
রাক্ষস-দল যদি
খায় মোরে ছিঁড়ে ॥

(১৫৮)

হাসি মুখে গেয়ে যাব গান,
হাসি মুখে দিয়ে দিব প্রাণ,
দুস্তর দুর্গম কণ্টকময় পথে
নির্ভয়ে হব আগুয়ান।
আমাদের ব্রত যে মহান্ ॥

ভয় নাহি করি মোরা
ভুজঙ্গ-দংশনে,
কোলাকুলি করি মোরা
ব্যাঘ্র সিংহ-সনে,
ভয় নাই অন্তরে বিন্দু-প্রমাণ।
আমাদের ব্রত যে মহান্ ॥

দুর্জ্জয় বিক্রমে
অতিক্রমিয়া পথ
বিশ্বজনের মোরা
পুরাইব মনোরথ,

নিজেরে করিয়া দিব
চির-বলিদান।
আমাদের ব্রত যে মহান্ ॥

লক্ষ্য মোদের শুভ,
পবিত্র, সুন্দর,
তাই ত হৃদয়ে নাই
একটী কণাও ডর,
নির্ভর আমাদের
শুধু পরমেশ্বর
তাঁরি নামে গাহি মোরা গান।
অভয়দাতার মোরা
বীর সন্তান ॥

(১৫৯)

নামে রূপে ঝগড়া কেন ?
নাম তাঁর রূপ, রূপই নাম।
নামেই যে তাঁর নিত্য-নিবাস
নামই যে তাঁর পুণ্যধাম ॥

অরূপ সরূপ যেই ভাবে হোক্
নামেই লগ্ন রাখিস্ রে চোখ্,
শুদ্ধ জীবন লব্ধ হবে
নাম করিলে অবিশ্রাম ॥

সব কাজেতেই কচ্ছে যে বা
অবিচ্ছেদে নামের সেবা,
ভাষায় আমার কুলায় নারে
বর্ণিতে তার গুণগ্রাম ॥

(১৬০)

ভক্তিহীনের কর্ম্ম শুধু মরুভূমির বালি,
কর্ম্মহীনের ভক্তি শুধু বাসি ফুলের ডালি,
জ্ঞানহীনের কর্ম্ম শুধু শূন্য অন্ন-থালি,
ভক্তিহীনের জ্ঞান ত শুধু আড়ম্বরই খালি ॥

তিনের যখন ঘট্‌ল সমন্বয়–
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এরা
কেউ আলাদা নয়,
তখন হ'ল চিত্ত-পরিষ্কার,
তখন হ'ল ব্রহ্মবিদের
ব্রহ্ম-আবিষ্কার ;
অচেনা সব চেনার রাজ্যে এল,
অপরিচয় শূন্যে মিলে গেল ;
সবাই হল সবার আপন,
সুধায় ভরা বিশ্বভুবন,
এক হ'ল রে সরস্বতী,
লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ,
এক হ'ল রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
শম্ভু, বনমালী ॥

জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে ভেদ
যতেক সময় আছে,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব কেবল
ততেক সময় বাঁচে ;
আল্লা, খোদা, গড্, জিহোবা
একই ব্রহ্ম-নামের শোভা ;
দেখ্‌বে যদি নয়ন-লোভা
অরূপ-রেখার সাজে,
নাম -সাগরে দাও দেখি ডুব,

গভীর তলে যাও হয়ে চুপ্,
প্রকাশ পাবে তাহার স্বরূপ,
খণ্ড রূপের ফালি
অখণ্ডেতে মিশ্‌বে দিয়ে
নৃত্য-করতালি ॥

গাইবে যদি গাও না রে ভাই
সমন্বয়ের গান,
যে গান শুনে জাগবে সবার প্রাণ,
দল-বেদলের ঝগড়া ভু'লে
সবাই নেবে বক্ষে তুলে
যারে যেথায় যেই ভাবে পায়
জগৎ-প্রভুর দান ;
সবাই জানুক সবাইকে ভাই,
এমন আপন কোথাও ত নাই ,
সমত্বে আর মমত্বে হোক্
সবাই শক্তিশালী
বক্ষে আজি টানুক, যারে
কাল দিয়েছে গালি ।

(১৬১)

আমার জীবন-খানি স্বপনে ঘেরা ,
স্বপন সে অবিরাম-কর্ম্ম-বহুল,
কর্ম্ম সে প্রেমময় হৃদয়-ছেঁড়া
তপ্ত-শোণিত- রাগে দীপ্ত রাতুল ॥

সে কর্ম্মে নাহি কোনো বিভেদের দ্বন্দ্ব,
সে কর্ম্মে আছে শুধু মিলনের ছন্দ,
প্রীতির পেলব হাসি জাগায় আনন্দ,
কিছু নাহি ত্রিজগতে তার সমতুল ॥

স্বপনেরে বাস্তব করিতে
মরণেরে হবে মোর বরিতে,
নির্ভয়ে অবিরত স্মরিতে
-নিমেষের তরে যেন নাহি হয় ভুল-
আমি যে তোমারি চারু চরণের ফুল ॥

(১৬২)

মাথার ঘর্ম্ম চরণে ফেলিয়া
কর্ম্মের করি সাধনা,
কর্ম্মই মম পরম ব্রহ্ম,
কর্ম্মই মম আরাধনা ॥

লিপ্ততা নাহি ক্ষিপ্ততা নাহি,
নিজেরে করিয়া সমর্পণ,
তাঁর সাক্ষাৎ পাই আমি, যিনি
কোটি জনমের পরম ধন,
যত তাঁরে লভি তত অনুভবি
কোটি বিশ্বের বেদনা,
অন্তরে জাগে ত্যাগের বৃত্তি,
সেবার কি উন্মাদনা !

নিরাকার আর সাকারের যত
তর্ক-দ্বন্দ্ব ভুলিয়া যাই,
আকারবিহীন অরূপ ব্রহ্মে
সাকার মানুষে খুঁজিয়া পাই,
বুকের পরতে বাজে সাথে সাথে
সকলের শত যাতনা,
করুণ ছন্দে মরম বিদারি'
বাজে বিষাদের বাদনা ॥

(১৬৩)

কামনাবিহীন পরাণ আমার
ঘুরিয়া বেড়ায় সারা সংসার
নিবারিব কোথা কাহার দুঃখ
ঘুচাব কাহার যাতনা ।
মধু-ভাষে কারে কাছে টানি' আমি'
বিতরিব সুখ-সান্ত্বনা ॥

দিকে দিকে কাঁদে মানুষের দল,
বারিধারা বহে চোখে অবিরল,
আমি শুধু ভাবি, কেমনে তাদের
বিদূরিব যত যন্ত্রণা,
আশ্বাস দিয়া বিশ্বাস দিয়া
ঘুচাব প্রাণের বেদনা ॥

(১৬৪)

কত রকমের জল-তরঙ্গ
খেলিতেছে মন-সরোবরে,
গগনের তারা, পুঞ্জিত মেঘ
সজ্জিত কত থরে থরে ॥

বিশ্বের যত সুষমা-মহিমা,
রূপে গুণে যার নাহি কোনো সীমা,
সব আছে হেথা প্রতিবিম্বিত
কি যেন ঐশী লীলার বরে,
নিজ গৌরবে, সাড়ম্বরে ॥

হাজার তূলিকা ছবি এঁকে যায়,
হাজার বিহগ গাহিছে গান,
হাজার রংয়ের সমারোহ হেথা,-

হাজার রাগিণী, হাজার তান,-
সবাই বলিছে-"অণুটীর মাঝে
আছে, যাহা আছে চরাচরে,
কোটি বিশ্বের যেখানে যা আছে,
সব আছে প্রতি ঘরে ঘরে ।"

(১৬৫)

বিনা দামে বিকাইতে
চাহি আমি আমারে,
কে নিবি আমারে বল্‌
তোর নিজ খামারে ॥

খাটাবি সারাটা দিন
খাটাবি সারাটি রাত,
তোর ইচ্ছার' পরে
কখনো দিব না হাত,
বলিব না,-"পারি না রে,
এই বার থামো রে" ॥

অনন্ত কাল ধ'রে
আমারে খাটিয়ে চল্‌,
কাজে ফাঁকি দিব না রে,
করিব না কোনো ছল,
আমি যে গরম লোহা,
সবলে হাতুড়ী সহা,
যেমত আঘাত দেয়
সুনিপুণ কামারে ॥

(১৬৬)

কর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দিনু
আমার জীবন-তরী,
শেষ তক্‌ আমি পরখ করিব,
দেখিব বাঁচি কি মরি ॥

লক্ষ্য আমার ঐ ধ্রুবতারা
দিগ্‌ভ্রম নাহি হবে,
যে দিকে যাইব করিব মুখর
কর্ম্মের কলরবে ;
কর্ম্ম করিব সবার কুশলে
অভিমান পরিহরি' ॥

তীরে তীরে যত দেখিব মানুষ
বলিব, দেখিস্‌ হোস্‌না বেহুঁশ,
তোরাও তোদের নৌকা খোল্‌ রে,
খোল্‌ ওরে ত্বরা করি',
বিশ্বে বিলাবি যে মহাবস্তু
তাতে নে রে নাও ভরি' ॥

(১৬৭)

দীন ভিখারীর মত
তোমার দুয়ারে আমি
দাঁড়াইব না ।
"দাও,দাও, দাও বলি'
তোমার প্রাণের ক্লেশ
বাড়াইব না ॥

ক'রে যদি থাকি কিছু
নিজবলে অর্জ্জন,
তাই শুধু হোক্ মোর
আনন্দ-বর্দ্ধন ।
তাহারো বেশীর ভাগ
করিব পরিত্যাগ,
দুঃখীর সেবা-সুখ
হারাইব না ॥

বিনিময়ে নাহি করি'
জীবন- শোণিত-পাত
ক্ষুধার তাড়নে আমি
নাহি বাড়াইব হাত,
কৃচ্ছ্রের পথ দিয়া
হর্ষে নাচিবে হিয়া,
কুসুম-পেলব পথ
মাড়াইব না ॥

(১৬৮)

শেষের কথাটি আগেই কহিয়া লই,
তুই আর আমি এক ছাড়া দুই নই ;
নিজেরেই করি' শতধা সৃষ্টি
নিজেতেই টেনে লই ;
বহু নয় কিছু, সকলি ত এক,
কিছু নাই আমি বৈ ॥

নিজেরে লইয়া নিজেরি করি রে খেলা
প্রতি প্রত্যূষে, প্রতিটি প্রদোষ-বেলা,
প্রতিটি নিদাঘে, প্রতি বর্ষায়
প্রতি হেমন্তে, শিশিরে,

কত বিচিত্র রূপ-অভিসারে
নিজেতেই নিজে মিশি রে
আমার রূপের নাহি রে অন্ত,
আমিই শরৎ, আমি বসন্ত,
দিবস, বরষ, শতাব্দী জুড়ে
সব-ঠাঁই আমি রই ।
আমারে ছাড়িয়া অন্য-কিছুরে
খুঁজিবি রে তুই কৈ ?

আমি আর তুই একের দুইটি দিক্,
দুইটি মিলিয়া এক, এই কথা
জানিস্ সত্য ঠিক ।
দ্বৈতের বোঝা বহিয়া বহিয়া
সংসার চলে রহিয়া, সহিয়া,
সংসারাতীত সত্তা যে তোর
আনন্দে ঝিক্‌মিক্,-
বুঝিবি সে দিন দেহতরী যবে
হবে তোর জলসই ॥

(১৬৯)

সবার চেয়ে নিকট আমি
সবার চেয়ে প্রিয়,
সবার চেয়ে মধুর আমি
পরম রমণীয় ॥

সবার সকল গানের মাঝে
আমারই নাম নিত্য বাজে,
সবার সকল প্রার্থনাতে
আমিই বাঞ্ছনীয়,
ছোট্ট-বড় সবার কাছে
আমিই বরণীয় ॥

কাউকে আমি দেই না ছেড়ে,
কেউ নহে পর মোর,
গায়ের ধুলা দেই রে ঝেড়ে
মুছে আঁখির লোর,-
সবাই আমার সমান আপন,
সবার তরেই সমান যতন,
তিন ভুবনে কিছুই আমার
নয় রে বর্জ্জনীয় ॥

(১৭০)

তুমি আর আমি এক চিরকাল
তবু দুই হ'য়ে আছি,
আমি ছাড়া তুমি নহ কভু আন,
আমি তোমাতেই বাঁচি ॥

তুমি আমি দুই নয়নেরি ভ্রম,
তুমি আমি এক স্বভাব-নিয়ম,
ওঙ্কর-নাম চির-অভিরাম
চির-সম্মতি-বাচী,
তোমাতে আমাতে ঘটায় মিলন,
মন-প্রাণ ওঠে নাচি' ॥

প্রতি নিঃশ্বাস তোমারেই পাই,
প্রতি প্রশ্বাসে তোমারে হারাই ;
পাই মানে তুমি কাছে এসে বস,
বুকে বুক দিয়ে প্রাণ ভ'রে হাস ;
আবার হারাই, আমি ছুটে যাই ;
পরম সঙ্গ যাচি' ॥

(১৭১)

অনেক আশায় ভর ক'রে তোর
উড়ল ফানুস নীল গগনে,
জানিস্ না তোর প্রাণের ঠাকুর
মুচকি হাসে আপন মনে ॥

বাইরে ত নয় সার্থকতা,
বাইরে ত নয় দিব্য জীবন,
অন্তরেরও অন্তরেতে
আছে রে তোর পরশ-রতন,
একদা তুই পাবিই তারে
নিজের মাঝেই সঙ্গোপনে,
ধন্য হবে মানব-জনম
লাভ ক'রে সেই পরমধনে ॥

বিশ্ব নিয়ে বিশ্বনাথের
চল্‌ছে রে ভাই বিরাট খেলা,
তার কতটুকু দেখবি রে তুই
—মহান বিচিত্রতার মেলা ?
সকল বহু এক হয়েছে
তোর ঐ হৃদয়-কুঞ্জবনে,
যেইখানে সে করছে খেলা
নিত্য শুধু তোরই সনে ॥

(১৭২)

আমার গানের সুরটুকু যদি
মাঝ-পথে থেমে যায়,
আমার কি আছে দায় ?
আমি ত আমারে সঁপিয়া দিয়াছি
তোমারি চরণ-ছায় !!

সমাপ্তিহীন কর্ম্মায়োজন,
পথ বাকি আছে হাজার যোজন,
তুব আমি করি সদা প্রাণপণ
কি ক'রে তোমারে পাই,
তোমার বিহনে আমার জীবনে
কামনা কিছুই নাই ;
গান গেয়ে যাই ভ্রূক্ষেপহীন,
গান গেয়ে যাই হ'য়ে তোমা-লীন,
তব করাঘাতে মোর হৃদি-বীণ
রাগে রসে উছলায়,
আমার জীবন-মরণ সকলি
অঞ্জলি তব পায় ॥

মন্দিরা আজ মুরজে মিলিয়া
মুরলীর সাথে গায়,
সবারে লইয়া সবার মিলন
তোমারি বন্দনায়,
আকাশের রং হয়ে যায় ফিকে,
জয় জয় রব ওঠে দশ দিকে,
অমানিশীথিনী হয়ে অনাথিনী
করে শুধু হায় হায় ,
কোটি জগতের সকল দেবতা
লোটে মানুষের পায় ॥

দেবতার দেশে দুন্দুভি বাজে
শুনিয়া আমার গান,
মানুষের বুকে বুক মিলাইয়া
দেবতারা পাবে প্রাণ ;
মানুষে ভুলিয়া দেবতা-জীবন
শর্করাহীন পায়স যেমন,

শত ব্যঞ্জন যথা অলবণ,-
আস্বাদ নাহি তায়,
থামুক না গান ! ভাসিবে সৃষ্টি
মোর প্রেম-বন্যায় ॥

(১৭৩)

ঝরা ফুল চরণ তলে
হে বিশাল বনস্পতি !
তোমারি শীর্ষ হতে
তোমারেই জানায় নতি ॥

তোমাতেই জন্ম লভি'
তোমাতেই পুষ্টি পেয়ে
তোমাতেই হয় সুরভি
তব গুণ কণ্ঠে গেয়ে,
তোমার ঐ শিরের শোভা
ভুবনের নয়ন-লোভা,
চরণেই পায় পুনরায়
জীবনের পরম গতি ॥

তুমিই উর্দ্ধদেশে,
তুমি নিম্নতমে,
তুমি ঐ দূর আকাশে,
তুমি এই পঙ্কভূমে,
তোমার এই বিচিত্রতা
বুঝি নাই মন্দমতি,
বুঝি নাই তুমিই যে সব
হে মহান্ জগজ্জ্যোতি ॥

(১৭৪)

আমার কণ্ঠে তোমার কণ্ঠ
গাহিয়া উঠিল গান,
তাই ত দয়াল জাগিয়া উঠিল
লক্ষ জনের প্রাণ ॥

আমি যদি নিজ কণ্ঠে বিথারি'
ঘুরিতাম হরি প্রতি বাড়ী বাড়ী,
একটি প্রাণীও শুনিত না কথা,
কেহই দিত না কাণ ॥

তুমি কহিয়াছ, তুমি গাহিয়াছ
আমার কণ্ঠ দিয়া
তাই ত' হাজার হাজার জনতা
শুনেছে মুগ্ধ-হিয়া,
তুমি ত সব, তুমি মম রব,
তুমি রাগ, তুমি তান,
তোমারি আঁখির ইঙ্গিতে ঘটে
যুগ-বিপ্লবী বান ॥

সবাইকে তুমি দাও হে কণ্ঠ,
ছড়াও তোমার বাণী,
ত্রিভুবনে যেন বাকী নাহি থাকে
একটি ক্ষুদ্র প্রাণী,
সবার লাগিয়া ব্যাকুল হইয়া
জীবন করুক দান,
তোমার মহিমা তোমার গরিমা
হোক্ চির-অম্লান ॥

(১৭৫)

সবাই যখন তোমার নামের
গেয়ে ওঠে সঙ্গীত,
কি জানি ঘটিয়া
যায় গো আচম্বিৎ,
তুমি শুধু থাক আনন্দময়
সুখময় সচ্চিৎ ॥

আমাতে আমার আমিত্ব-বোধ
কিছুরি থাকে না লেশ,
প্রাণমনোময় উথলিতে থাকে
তোমারি নামের রেশ ;
তুমি শুধু থাক আমাময় হ'য়ে
সার্থক হই আত্ম-বিলয়ে,
সব একাকার বর্ত্তমান ও
অন্তহীন অতীত ॥

সৃষ্টি-প্রলয় সব একাধার
হয়ে যায় নাম-সঙ্গীতে যাঁর,
গড়িল না কেন মধুনামে তাঁর
নবজীবনের ভিত্
নবজাগ্রত জগতের যারা
সুমহান্ পথিকৃৎ ?

(১৭৬)

নূতন করিয়া গড়িতে হইবে
পচা-গলা এই পৃথিবী,
তুই তার তরে কি করিবি বল্,
তুই কতটুকু কি দিবি ?

দিবি কি রে তোর যত পরমায়ু,
দিবি কি শোণিত, নিঃশ্বাস-বায়ু,
দিবি সম্পদ, দিবি সুখরাশি,
দিবি কি সকল চেতনা,
ঘুচাইতে যত দুঃখী জনার
সারা জীবনের বেদনা ?
কিছুই দিবি না পৃথিবীরে হায়,
একথা মরমে সহন না যায়,
সকলের কাছে শুষিয়া শুষিয়া
কেবলি কাড়িতে থাকিবি ,-
এই যদি হয়, তবে কিবা লাভ
হ'স্ যদি চির-সুজীবী ?

দীর্ঘ জীবন আসিবে না কাজে,
সব-কিছু তোর হ'য়ে যাবে বাজে
বাঁচিয়া থাকাই নহে বড় কথা
শেয়াল-কুকুরো বাঁচে রে !
চাস্ কি জগতে বাঁচিয়া থাকিতে
কৃমি ও কীটের ধাঁচে রে ?
মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার
অর্জ্জন করি' পূর্ণাধিকার
জীবনের মহাবিনিময়ে তুই
মহাসম্পদ কিনিবি ।
সকলেরে সব-কিছু বিলাইয়া
সবারে বক্ষে জিনিবি ॥

লভিবি শান্তি, লভিবি তৃপ্তি
উল্লাসে চির-নন্দিত,
প্রতিটি চরণ-চিহ্নে ফুটিবে
সঙ্গীত সুরছন্দিত,
সব-কিছু নিজেরে হারায়ে

সবারে পাবি রে বাহু না বাড়ায়ে,
নিখিল বিশ্ব অচকিতে তুই
নিজেরি বক্ষে লভিবি ।
কি পাবি, তা নয় ; শুধু "জয় জয়-
কে কাহার তরে কি দিবি ।"

(১৭৭)

কোদাল খন্তা শাবল গাইতি মারি,
তোমায় ডাকার সময়টুকু নাই ;
তোমার জন্য প্রাণটা কাঁদে ভারি,
তাই কি তোমায় সকল কাজে পাই ?

সকল সময় আছ হৃদয়-মাঝে
প্রাণের প্রভু প্রাণের প্রিয়তম,
জানো আমি ব্যস্ত সদাই কাজে,
জানো আমি সত্যি নরাধম,
তাই কি তোমার দয়ার পারাবার
উচ্ছ্বসিয়া উঠ্ছে বারংবার ?
তাই কি তুমি নিজেই গরজ ক'রে
আমার হিয়ায় গাড়ুলে তোমার ঠাঁই ?
মুগ্ধ চখে অশ্রু-ধারা ঝরে,
কৃতজ্ঞতায় আপন ভুলে যাই ॥

আমায় যদি করলে দয়া অত,
বিশ্বভুবন পড়ুল কেন বাদ ?
কোন্ কারণে অনাথ শিশুর মত
তাদের মনে শুধুই অবসাদ ?
তাদের চোখে জ্বালাও প্রেমের ভাতি,
ঘুচাও তাদের অন্ধ-আঁধার রাতি,
কর্ম্ম-মাঝে ব্রহ্মে লভি' সাথী
নন্দিত হোক্ হৃদয় সর্ব্বদাই,

সমস্যা আর শঙ্কা নিয়ে কেন
সইবে তারা কেবল লাঞ্ছনাই ?

(১৭৮)

শঙ্কা ও কুণ্ঠার হোক্ অবসান ।
(আজি) হোক্ অবসান ।
আমার লক্ষ্য শুধু
তুমি, হে মহান্ !
তোমার সেবার তরে
বলি দিব অকাতরে
ধন, জন, সম্পদ
দেহ মন, প্রাণ ॥

বৃথাই ভাবিয়া মরি
কি না-করি, কি বা করি,
মিছাই ভুলিয়া যাই
জীবনের গান,-
পাওয়া নয়, চাওয়া নয় ,
দূর করি' যত ভয়
নিজেরে করিতে হবে
একেবারে দান ॥

(১৭৯)

অনেক রকম গান গাওয়া আমি
শিখি ত' নাই,
একটি গানেই হাজার গানের
পরশ পাই ॥
যে গানে নিজেরে ছড়াইয়া দেওয়া
জগৎ-মাঝে

যে গানে নিজেরে বিলাইয়া দেওয়া
সবার কাজে
সবার দুঃখে প্রাণের বেদনা
যে গানে রাজে,
আর কিছু নয়, দিবানিশি আমি
তাই ত গাই ॥

অক্ষয় হ'য়ে এ গান আমার
থাকুক প্রাণে,
বিশ্বেরে আমি নিতি পরশিব
প্রতিটি তানে,
ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করি' দিব
প্রেমের বানে,
সবারে আপন করা ছাড়া আর
কিছু না চাই ॥

(১৮০)

আমি মোর জীবনের সবটুকু দিয়া
তোমারি করিব নিতি পূজা -আরাধনা,
বজ্র পড়িয়া মোর ফেটে যাক হিয়া,
তবু আমি কারো কোনো বাধা মানিব না ।
বিঘ্নের বিভীষিকা, নিন্দা-অনল-শিখা,
বিরুদ্ধ যত আছে কপালে ললাট-লিখা,
সব করি ছারখার
দিব আমি হুঙ্কার
যদি পাই শুধু তব কৃপা এককণা ॥

লক্ষ্য আমার এক, লক্ষ্য আমার সৎ,
উপায় আমার সদা সরল ও সুমহৎ,

মোর এক দৃষ্টি
ভুলি সব সৃষ্টি,
নিমেষের তরে নাহি হব আনমনা ॥

(১৮১)

হারাইনি সুর আমার গানের
বিঘ্ন-বিপদ-নির্য্যাতনে
বাইরে যতই ঝঞ্ঝা চলুক,
কণ্ঠ আমার মগ্ন গানে ॥

দূর থেকে ঐ তোমার স্নেহের
রশ্মিটুকু আসছে ছুটে,
শ্রান্ত পরাণ শান্তি যে পায়
স্নিগ্ধ তারই ছায়ায় লুটে ;
নিত্য জানি শরণ আমার
তোমার স্নেহের পক্ষপুটে,
চিত্ত আমার আনন্দ পায়
তোমার নামে, তোমার ধ্যানে ॥

দিন্‌রজনী আনন্দময়
দূর করিছ অন্ধকার,
তিন ভুবনের কোন্ কারণে
ভয়টী আমি করব কার ?
তুমিই আমার সোণার খনি,
তুমিই আমার নয়ন-মণি,
তোমায় পরম আপন জানি'
স্মরণ করি মনে-প্রাণে
তুমি যে মোর সঙ্গে থাক
প্রতিটি মোর গানের তানে ॥

(১৮২)

আমি আমারে করিব লয়
তব চরণ -তলে,
নিজের বল কিছু ত নয়,
তব করুণা-বলে ॥

অপার তব মমতা দিয়া
তোমার কোলে টানিয়া নিয়া
কোটি জনমে সঞ্চয়িত
উষ্ণ আঁখি-জলে
এমন কর, পাষাণ হিয়া
নিমেষে যেন গলে ॥

দিবস-রাতি তোমার লাগি'
পরাণ যেন কাঁদে,
অশ্রু-কণা গাঁথিয়া মালা
তোমারে যেন বাঁধে
অতীত আজি মুছিয়া যাক্,
বাসনা যত পড়িয়া থাক্,
পূজিব মম যা-কিছু দিয়া
চরণ-শতদলে,
নিজের বল কিছু ত নয়,-
তব করুণা -বলে ॥

(১৮৩)

তোমাতে রাখিয়া অকুণ্ঠ বিশ্বাস
ছাড়ি যেন আমি অন্তিম নিঃশ্বাস ।
তোমারি ইচ্ছা হোক্ হে পূর্ণ,
এই মোর অভিলাষ ॥

বজ্র-বিজলী সারাটী বক্ষে ধ'রে
আকাশ ভাঙিলে ঘন-মেঘাড়ম্বরে,
তখন যেন না চঞ্চল হয় চিত
তোমাতেই যেন লভি আমি আশ্বাস ॥

তুমি থাক মোর হৃদয়ের তালে তালে,
তুমি থাক মোর তৃতীয় নয়নে -ভালে ;
তুমি থাক মোর সতত সঙ্গী হ'য়ে,
মোর সংসার শুধু তোমারেই ল'য়ে,
ছাড়িব না আমি কখনো তোমার পাশ,
তোমাতে রাখিব অকুণ্ঠ বিশ্বাস ॥

(১৮৪)

তৃষিত ঊষর এক উষ্ণ ভূমি ,-
এই কি রে জীবনের হবে পরিচয় ?
বৃথাই এসেছি ভবে আমি ও তুমি ?
সার্থক এর মাঝে কিছুই কি নয় ?

কেবল কলহ আর প্রবঞ্চনা,
মিথ্যা স্বার্থ নিয়ে দিবস গণা,
মিছাই জীবন লভি'
বৃথায় ডুবিবে রবি,
মিথ্যার সাথে সব হ'য়ে য'বে লয় ?
যা-কিছু ক'রেছি সব হবে অভিনয় ?

মিথ্যা নহে রে এই জীবনখানি,
সার্থক হবে প্রাণ নিজেরে দানি,'
বিশ্বপিতার বাণী
ডাকে দিয়া হাতছানি,-
"আমার বুকের মাঝে স্নেহের নিলয়,
যেখানে নাহিক কণা বিফলতা-ভয় ।"

নিজেরে সঁপিয়া তাঁর চরণ-তলে
নির্ভয়ে চল পথ অমিত বলে,
সবার লাগিয়া প্রাণ
ক'রে দে রে বলিদান,
বাস্তব হবে যাহা আছে মায়াময়,
বিদূরিত হবে যত কুহেলি -নিচয় ॥

(১৮৫)

তোমার নামটি স্মরণ ক'রে
মনে মনে
তোমার চরণ পাই হে আমি
ক্ষণে ক্ষণে ॥

চৌদিকে ফুল ফুটতে থাকে
লাখে লাখে,
মৌমাছিরা হর্ষে ছোটে
ঝাঁকে ঝাঁকে,
বন-পাহাড়ের তরু-শাখার
মুঞ্জরণে
তোমারি নাম জাগে ব্যাকুল
গুঞ্জরণে ॥

এই ত তোমার অপার কৃপায়
আমার প্রতি,
ভক্তি-ভরে ঐ চরণে
জানাই নতি,
তোমার চরণ করব পূজা
মরণ-পণে,
জীবন আমার হোক্ সুধন্য
আস্বাদনে ॥

(১৮৬)

আমি ত জানি না গান ,
তুমিই গাওয়াও
কত ভাবে কত কথা
যোগাইয়া দাও ॥

দিয়া নব নব সুর
কর গান ভরপূর
পরাণে পরশ দিয়া
মাতাইয়া নাও,
জানা-অজানার ভেদ
মিটাইয়া দাও ॥

গানে গানে মোর সাথে
কর যে খেলা,
বিষাদ-হরষ-মাখা
মধুর মেলা,
আলোকিয়া সারা ধরা
কত বার দাও ধরা
আঁধার রচিয়া পুন
নিজেরে লুকাও ।
জানি না এভাবে তুমি
কিবা সুখ পাও ॥

(১৮৭)

ঘুম-ভাঙানোর গান গেয়ে যাই
তাই ত আমার ঘুম আসে না,
তাই ত আমার বিশ্রাম নাই,
জগজ্জোড়া কেবল দেনা ॥

শুধতে হবে ঋণ সবাকার,
পাওনা সবার মিটানো চাই,
জাত-বিজাতের নাইকো বিচার
সবার কাছে তাই ছুটে যাই,
কি লাভ হবে হিসাব ক'রে
কে কার জানা, কে কার চেনা ?
দেখ্‌বি যারে মলিন-মুখ
তারেই পেতে দে তোর বুক,
সকল ব্যথা ঘুচিয়ে দিয়ে
প্রাণের কাছে টেনে নে না ॥

(১৮৮)

জীবনে আমার হে তুমি মহান্‌
আত্মপ্রকাশ কর,
যা-কিছু তোমার গুণ-গরীয়ান্‌
সুমুখে তুলিয়া ধর
চঞ্চল চিতে দাও হে অভয়,
সকল ভীরুতা ক'রে নাও জয়,
অলসতা আর অবসাদ-চয়,
কর্ম্মোদ্যমে ভর ,
শিয়রে শমন দেখিয়াও যেন
নাহি ভুলি নির্ভর ॥

দুঃস্থ, দুঃখী, দুর্ব্বল গণে
আপনার জন জানি ,
যেন সাগ্রহে পরম সোহাগে
বক্ষে টানিয়া আনি ;
দুর্ব্বহ ভার করিতে হরণ
সাদরে মৃত্যু করি হে বরণ
আমার মরণে লভিয়া জীবন

সসাগর চরাচর
সাণু-পরমাণু প্রতিটি কণায়
হোক্ প্রেম -নির্ঝর ॥

(১৮৯)

সহজ সরল সহাস্য মুখে
সকলের সাথে দাঁড়াতে চাই।
তার চেয়ে সুখী কে আছে জগতে
অন্তরে যার খলতা নাই
কিছু নাহি মোর গোপন বাসনা ,
আছে শুধু তব প্রেম-আরাধনা,
অকপট মনে তোমার চরণে
নিবেদন করি যেন সদাই
নিজের মাঝারে লভিয়া সবারে
সবার মাঝারে নিজেরে পাই ॥

কত উৎপাত কত যে ঝটিকা
মনের শান্তি করিতে নাশ
দিকে দিকে আমি' কত বিভীষিকা
সৃষ্টি করিতে চাহিছে ত্রাস,
তোমার দিব্য মূরতি মধুর
ডর-ভয় মোর ক'রে দেয় দূর,
যেখানে ডুবিছে হাজার জাহাজ
আমার সেখানে মিলিছে ঠাই,
হাসির লহরে মথিয়া সাগরে
নির্ভয়ে পথ বাহিয়া যাই ॥

(১৯০)

অন্তরভরা প্রেমটুকু শুধু
তোমারে সঁপিতে চাই,
প্রেম ছাড়া মোর
সম্পদ কিছু নাই,
প্রেম বিনা মোর
সম্বল কিছু নাই ॥

যার যাহা আছে তাহে তুমি খুশী,
কেন তবে আর আপনারে দুষি ?
কেন মনোমাঝে বৃথা ভয় পুষি'
আকূল হইয়া যাই ?
তুমি প্রেমময় সতত সদয়
যখনি তোমারে পাই ॥

মম আঁখিজল যবে অবিরল
তোমারে ছুঁইয়া যায়,
দীর্ঘ দিনের তপস্যা মোর
ধন্য সফলতায়।
তোমার চরণে জীবনে মরণে
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
মরম মথিয়া ভালবাসা দিয়া
শুধু তব নাম গাই,
নামের মাঝারে প্রাণের জোয়ার
বহিছে সর্ব্বদাই ॥

(১৯১)

তোমার কাজে করব আমি
আত্ম-নিমজ্জন,
তোমার সেবায় হোক সুধন্য
তুচ্ছ এ জীবন ॥

চাই না আমি স্বার্থ-সাধন,
চাই যে আমার দিব্য জীবন,
চাই না আমি যশের রাশি ,
চাই না বিপুল ধন ,
চাই যে আমি ঐ চরণে
লগ্ন হৃদয়-মন ॥

তোমার কাজে দিনরজনী
হয়ে আত্মহারা
দুঃখসুখের উর্দ্ধে গিয়ে
ঢাল্‌ব প্রেমের ধারা,
ভাঙ্‌ব শিকল, ভাঙ্‌ব বাঁধন,
কর্‌ব সবার প্রাণোন্মাদন,
নূতন জগৎ নূতন সাধন
কর্‌ব সুস্থাপন,
তোমার সেবার যোগ্য হবে
বিশ্ববাসিগণ ॥

সবাই সবার আপন হবে
কেউ রবে না পর,
সবার প্রাণে সবাই দিবে
শান্তি অনশ্বর ;
সবার পূর্ণ সুখের মাঝে
আমার সত্য সুখটি রাজে,
তোমায় জেনে সবার আপন
সবার প্রাণের ধন
করব আমি সর্ত্তবিহীন
আত্ম-সমর্পণ ॥

(১৯২)

তোমার কণ্ঠে আহ্বান শুনি'
দিয়াছিল যারা সাড়া,
তাদের মতন কর গো আমারে
বিভল আত্মহারা ॥

না করি' বাহিরে বৃথা কলরব
নির্ভয়ে যেন দিতে পারি সব
তোমারে জানিয়া চিরসম্বল
জীবনের ধ্রুবতারা ॥

জীবনে মরণে জানিয়া সমান
তুচ্ছ করিয়া দুখে
আদেশ-পালনে রহি' আগুয়ান
শুধু বাড়ি সম্মুখে,
তোমার প্রেমের মাধুরী আমারে
করে যেন মাতোয়ারা ॥

(১৯৩)

তুমি পবিত্র, তুমি বিচিত্র,
তুমি অনন্ত-রূপ,
তোমার সুমুখে আমার সকল
চপলতা নিশ্চুপ ॥
তাই ত' তোমারে করিতে আরতি
জ্বালাই হাজার পুলকের বাতি,
জ্বালাই হরষে সারা দিন-রাতি
চূয়া চন্দন ধূপ,
আমার আমিটি ছোট হ'য়ে যায়,
অহমিকা পায় লোপ ॥

তোমারে যখনি করি হে শরণ
হীন কামনার ঘটে যে মরণ,
মহাসমুদ্রে দেই যেন পাড়ি
ছাড়িয়া অন্ধকূপ,
প্রলোভন মোরে পারে না টলাতে
ফেলিয়া হাজার টোপ ॥

(১৯৪)

ধরণীর কত দেশে মহাদেশে
আছে কবি মহাকবি
অশ্রু-আখরে মনের মুকুরে
আঁকিল তোমার ছবি ॥

ধন্য হইল, পুণ্য হইল,
মর এ জীবন সফল করিল,
আমি যে কিছুই করি নি এখনো,
আমার শূন্য সবই,
করা যে আমার কিছুই হ'ল না -
সবই র'ল মুলতবী ॥

তথাপি তোমার চরণের কোণে
এইটুকু চাহি ঠাঁই
অন্তর দিয়া ভালবাসিবার
অধিকার যেন পাই,
তোমারেই ভাল বাসিতে বাসিতে
বিলুপ্ত হই হাসিতে হাসিতে,
দৃক্‌পাত যেন নাহি করি কবে
ডুবিল জীবন-রবি ॥

(১৯৫)

মোহ দিয়া মোরে ক'রো না পঙ্গু,
অন্ধ ক'রো না চোখ্
ফিরাইয়া দাও আমারে আমার
পরমানন্দ-লোক ॥

দাও মোরে চির-মুক্ত বিবেক
অন্তরে করি' অমৃত-নিষেক,
ব্যাধি ও জরারে কর নির্ম্মূল
ভুলাইয়া যত শোক ॥

ছোট বড় যেথা যে আছে জগতে
সবারে সমান জানি'
দূর হ'তে যেন দিয়া হাতছানি
নিকটে টানিয়া আনি,
সবারে জানিয়া তব সন্তান
সকলের লাগি' দেই যেন প্রাণ,
বিশ্ব জুড়িয়া সবাই আমার
প্রাণের আপন হোক্ ॥

(১৯৬)

তুমিই ত' তার শেষ সম্বল
যার কিছু নাই জমা ।
তাহার শরণ তুমিই ত' যারে
কেহ করে নাই ক্ষমা ॥

আমি যে তোমায় কেবলি ঠকাই
জান তুমি ভাল ক'রে,
তবু তুমি মোরে আবরিয়া রাখ
স্নেহের বক্ষে ধ'রে,

সুন্দরতম! তুমি অনন্য,
প্রীতি তব অনুপমা ॥
দুখের সাগরে উল্লাস জাগে
যেন তরঙ্গরাশি
চূর্ণিত ফেনে দশন বিকশি'
হাসে খলখল হাসি,
ঘুচাইয়া দাও সকল বিষাদ,
জীবনে জাগাও নূতনের স্বাদ,-
শূন্য হৃদয়ে পূর্ণ জোয়ার,
উৎসব জম্‌জমা ॥

(১৯৭)

নাচিয়া নাচিয়া চলে
আমার দিবস-রাতি,
তোমারে সকল কাজে
পেয়েছি মরম সাথী ॥

তাই দেখি ধূলিকণা
হিমালয় হ'য়ে যায়,
রসহীন প্রস্তর
আনন্দে গান গায়,
দিকে দিকে উচ্ছ্বাসে,
দিকে দিকে উৎসব,
সবাই সবারে চাহে
উচ্ছল সুখে মাতি' ॥

অজানা অচেনা আজ
চেনা দেয়, ধরা দেয়
অযোগ্য আমারেও
বক্ষে তুলিয়া নেয়,

আমার ব্যথিত হিয়া
সে-ই নিল আপনিয়া
যারে আমি যুগে যুগে
খুঁজিয়াছি পাতি পাতি ॥

(১৯৮)

তুমি আজ মোর সাথী
ভয় নাই আর,
নির্ভয়ে বলি দিব
জীবন আমার ॥
একাকী পড়িয়া যবে
হই অসহায়
তোমার পরশ-খানি
লাগে মোর গায়,
দূর করে ভ্রান্তি,
দূর করে ক্লান্তি
সংশয় সন্দেহ
করে ছারখার ।
তুমি মোর অফুরাণ
বলের আধার ॥
তুমি মোর জীবনের
রাজ-অধিরাজ,
যেমন তোমার খুশী
করাইছ কাজ,
দুর্ব্বল অন্তর
লভি জনমান্তর
মরিয়াও বেঁচে ওঠে
শত শত বার,
আমার জীবন-কাঠি
চরণ তোমার ॥

(১৯৯)

নিদাঘ-তাপ-তাপিত এই
ধরার মাঝে হে নির্ঝর !
শান্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি,
তোমাতে মম সুনির্ভর ॥

নিজেরে করি' উন্মোচন
তব সলিল বিস্ফোরণে
সকল কিছু হারিয়ে যাই,
ফিরিয়া পাই প্রতিক্ষণে,
নিমেষে মরি হাজার বার,
জীবনে জাগে নব-জোয়ার,
তব পরশে মরণ লভি'
লভি যে চির-অমর বর ॥

আমার মত সবার প্রাণে
তব পরশ বিলায়ে দাও,
সবারে তব আপন করি'
বক্ষ-মাঝে তুলিয়া নাও,
তাদের প্রতি-জনার তরে
আমার প্রাণ বড় কাতর,
তাদের তুমি আপন হও
হে মঙ্গল হে সুন্দর !!

(২০০)

নয়নে দেখি না ব'লে করি
তুমি আছ এই অনুমান,
জীবনের মাঝে জাগো হরি,
তুমি আছ,-কর হে প্রমাণ ॥

কতজনে কহে কত কথা,
কত ওঠে তর্কের ঢেউ,
আসল কথাটি আছে যেথা
তার কাছে ঘেঁষে না ত কেউ,
সে কথাটি কেহ যদি কহে,
শুনিব তা পাতি শত কাণ,
শুনিব তা সব-কিছু দিয়া,
দিয়া মম দেহ-মন-প্রাণ ॥

তুমি আছ নিজ মুখে কহ,
নিজ কাণে শুনে সুখী হই ;
নিজে এসে মোর সাথে রহ,
নিবিড় আদরে বুকে লই ;
সন্দেহ সংশয় যত
দূর হোক পাহাড়-প্রমাণ,
দুস্তর বাধা বিভীষিকা
দূর হোক্ সাগর-সমান ॥

আমি চাহি তোমারে লভিতে
জগতের সকলের লাগি',
নিজ-সুখ-তরে নহে হরি,
পর-সুখ-তরে আছি জাগি',

সকলের কুশল সাধনে
হতে চাই শুধু আগুয়ান্
সংশয়-সন্দেহ যত
ভেঙ্গে চূরে কর খান্‌খান্ ॥

(২০১)

পেয়েছিনু তোমারে যে
বুকের মাঝারে
ফুটিল আলোক-রাশি
নিবিড় আঁধারে ॥

প্রতি রোমকূপে মোর
উঠিল গানের সুর
বাঁশরী বাজিল যেন
হাজারে হাজারে,
উতাল করিল মোর
প্রাণ বারে বারে ॥

সে পাওয়া ফুরিয়ে গেল
কেন বল হায়,
আলোক-পুলক কেন
নাশিল নিশায়,
হরষের কলরব
কেন গো হ'ল নীরব
কেন বুক ভাসে হায়
নয়ন-আসারে,
কেমনে ভুলিব তারে
ভালবাসি যারে ?

(২০২)

এই আছ কাছে, এই তুমি নাই,
বিচিত্র লীলা তব,
মিলন-বিরহে জাগাইছ কত
নিতি নব অনুভব ॥

কভু হাসি, কভু কেঁদে মরি হায়,
বিগলিত প্রাণ স্রোতোবেগে ধায়,
খণে খণে পায়, ক্ষণিকে হারায়,
ভাষায় কি ক'রে ক'ব ?

যখন থাক না কাছে,
অন্তর মোর কাঁদে বাধাহীন
উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ।
কাছে এলে হায় মন ভ'রে যায়
ভাবনার এক নবীন ধারায়,-
মোরে টেনে নিলে-জগদ্বাসীরে
দিলে না পরশ তব,
কেন একা একা দিলে মোরে সখা
অমূল্য বৈভব ?

(২০৩)

একা একা তোমারে লইয়া
আনন্দ করি হরি কেমন করিয়া ?
যখন দুঃখ-রাশি নিখিল শান্তি নাশি'
জগতের সকলেরে রাখে আবরিয়া ?

সবাই কাঁদিছে হায় দিবস-রাতি,
কাহারো নয়নে নাই আশার ভাতি,
কাহারো আপন নাই,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
সবাই সবার পর, সবাই অরাতি ;
এমন সময়ে তুমি হে মোর কুশলকামী
কেমনে তাদেরে ছাড়ি' রয়েছ সরিয়া ?

সবারে তোমার বুকে ঠাঁই দাও হরি,
সকলে সরস হোক্ বেদনা পাসরি' ;
সারাটা জীবন কেন
আহত বিহগ হেন
রহিবে জীবন্মৃত মরমে মরিয়া ?
অপরাধ ক্ষমা করি'
দুখ নাশ কর হরি,
স্নেহের পরশে পাপ লও হে হরিয়া ।

(২০৪)

তোমারে লভিয়াছিনু
একাকী গোপনে ;
বড়ই ভাগ্য মম
ভেবেছিনু মনে ॥

সহসা খেয়াল হ'ল
বড় ভুল হ'য়ে গেল,
তুমি যে সবার প্রভু
জীবনে মরণে,-
সবারে ছাড়িয়া তুমি
আইলে কেমনে ?

সবার হইয়া সাথী
সারা দিন সারা রাতি
রহিতে চাহি যে আমি
তোমারি সদনে ,
তোমার সঙ্গসুখে
ফুটুক সবার মুখে
তৃপ্তিতে ভরা হাসি
নিখিল ভুবনে ॥

(২০৫)

তোমারে যে ভালবাসি,
কি ক'রে কহিব আসি,
তুমি কি জাননা মোর মন ?
তুমিই ভিতরে থাকি
নিজেরে বাহিরে রাখি
ভালো যে বাসিছ অনুখন ॥

নিজেরে লইয়া তব খেলা ,
একাই হাজার জনে
রূপায়িত খনে খনে,
মিলাইছ বিচিত্র মেলা ;
নিজের লাগিয়া নিজে
পাগল হইয়া কি যে
নিজেরেই কর লুণ্ঠন !!

তোমার বাঁশীর রবে
জাগিয়া উঠিছে সবে
মুখরিত সারা বেণুবন,
কত খুঁজি, নাহি পাই,
এই আছ, এই নাই,
মায়া-খেলা মনোজ-মোহন ॥

তুমি মোর আপনার,
তুমি মোর পর,
সকলের সব তুমি,
পরমেশ্বর !
পাই কিবা নাহি পাই,
তুমি ছাড়া গতি নাই
বলিবার কি বা প্রয়োজন ?

(২০৬)

প্রেমের কমল-বনে
অনন্তকাল ছিলাম তোমার সনে,
সহসা অহং-বুদ্ধি জাগিল মনে,
টানিয়া আনিল সুখ-দুঃখের
বিষাক্ত অঙ্গনে ॥

তোমারে করিনু আমার দাসের দাস,
নিয়োগ করিনু পূরাতে আমার
মনের সকল আশ ;
সব তুমি দিলে, কিছু নাহি নিলে,-
গলায় পরিনু ফাঁস,
নিজেরি খেয়ালে বন্ধ হইল
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ;
তখন কাঁদিয়া কহিনু,-"কোথায় হরি,
এতদিন ছিনু তোমারে যে পরিহরি,'
আজিকে রক্ষা কর হে প্রভু ,
ভুল পথে আর চলিব না কভু,
বঞ্চিত আর রাখিও না মোরে
শাশ্বত প্রেম-ধনে ॥"

তোমার প্রেমের অপার মহিমা
ভুলিয়া যাইনু যবে
দুঃখের আর রহিল না সীমা,
প্রাণ কাঁদে কলরবে,
সুখমাঝে শুধু দুঃখই পাই ,
দুঃখ ছাড়িয়া কিছুই যে নাই,
ভোগে দুর্ভোগ, হরষেও শোক,
দৈন্য যে বৈভবে ;
আজিকে বুঝেছি, কিছুই চাহিনা
নিখিল ভুবনে এক তোমা বিনা,
তোমারেই শুধু লভিবারে চাই
কোটি জনমের পণে ॥

(২০৭)

জীবন আমার হায়,
দিন যায়, রাত যায়,
কাটিল তোমার তরে কাঁদিয়া,
প্রতীক্ষা গুরুতর
করেছি নিরন্তর
গভীর আশায় বুক বাঁধিয়া ॥

বল না বল না হরি,
আর আমি কি বা করি,
কেমনে তোমারে কাছে পাইব ?
কত কণ্টক-দলে
পেষিয়া চরণ-তলে
তোমারে নিকটে আমি যাইব ?
জিজ্ঞাসি হে তোমারে
পাইব কেমন ক'রে
কোন্ সাধনার কিবা সাধিয়া ?

ব'লে দাও অকপটে
যা' তোমার প্রিয় বটে,
তোমার আদেশ আমি পালিব,
যত চাহ ততখানি
তপ্ত শোণিত আনি'
হৃদয় চিরিয়া আমি ঢালিব,
দিব আমি প্রাণভরা
লোহিত-রুধির-ধারা
খুশী তুমি হও যদি তা' দিয়া ॥

(২০৮)

নিদাঘ-তাপ-তাপিত এই
হৃদয় কর স্নিগ্ধ হে,
দিন-যামিনী নিয়ত হায়
অনল-রাশি মোরে দহে ॥

দিকে দিকে যে পবন চলে
সুসহ নহে, সুখদ নহে,
অগ্নি-কুণ্ড-উদ্‌গীরিত
প্রবল যেন ঝঞ্ঝা বহে ;
বল গো নাথ ইহার মাঝে
পরাণে কি গো শান্তি রহে ?

তোমারে ভালবাসিয়া কেন
এতই ব্যথা, এতই ক্লেশ ?
সারা জনম দুঃখ ভুগি'
তারি কি কভু হবে না শেষ ?
বল না প্রভু বেদনা মম
তব পরাণে কি করি' সহে ?
নিদয় তুমি ! তবু তোমারে
জগদ্ বাসী দয়াল কহে ॥

(২০৯)

তোমার করুণা অনুভবে যবে
আইল মোর,
তখনো কাটে নি অলস আঁখির
তমসা-ঘোর ॥

তখনও আমি আপন স্বার্থ
লভিবার তরে আকুল আৰ্ত্ত
প্রতি রোমকূপে শুধু অনর্থ

তুলিছে শোর,
তখনও আমি বিসরিয়া আছি ॥
তোমার ক্রোড় ॥
হে দয়াল, তুমি নিজ-ভুজবলে
ভুলিয়া আমারে ধরিলে সবলে,
দেখিলাম আমি, দেখিল সকলে
হয়েছে ভোর
পূরব-গগনে অরুণ-সারথি
খুলিল দোর ॥

(২১০)

কত কল্পনা, কত জল্পনা
কত আলপনা আঁকি গো,-
সতত আমার মনের সেতার
কাঁদি ওঠে থাকি' থাকি' গো ॥

তুমি যদি আস দাঁড়াবে কোথায়,
কি কুসুম-ঢালি' দিব ঐ পায়,
যদি চাহ তুমি থাকিতে এথায়
কোথায় তোমারে রাখি গো ;
কিছুই যে মোর নাহি সম্বল
তুমি কি তা জান না কি গো ?
তোমারে ছাড়াই কাটিল জীবন,
অথচ তুমিই সাধনার ধন ;
সাধন-ভজন বৃথাই রোদন,
সব থেকে যায় বাকী গো,
করে ছলছল জলে টলমল
বিরহ-বিধুর আঁখি গো ॥

(২১১)

আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুরে
তোমার চরণ-পাতে
পরিণত কর বিশাল মুকুরে,
বিশ্বের আঙিনাতে ॥

স্পন্দিত হোক্, বন্দিত হোক্
নন্দিত তব নামে,
নিখিল বিশ্ব রূপায়িত হোক্
তোমার প্রেমের ধামে,
যে যেখানে আছে সুদূরে বা কাছে
মিলুক তোমার সাথে,
যত পৌরুষ অর্পিত হোক্
তোমার সবল হতে ॥

আত্ম-অহঙ্কারের দর্প
মুছে যাক্, ঘুচে যাক্,
দূর হ'য়ে যাক্ জীবনের ভুল,
যত ফাঁকি, যত ফাঁক ;
তোমারে সঁপিয়া জীবনের ভার,
সবারে লইয়া হব একাকার,
নাচিব, গাহিব, হাসিব, খেলিব
আঘাতে ও প্রতিঘাতে,
উজ্জ্বল হব তোমার নামের
নবারুণ-সম্পাতে ॥

(২১২)

বিফল যত নয়ন-জল
সফল হ'ল আজ,
মম হৃদয়ে পশিবে ব'লে
পরিলে দীন সাজ ॥

বিপুল তব সম্পদ
দূরে রাখিয়া দিয়া
সবলে নিলে বুকে আঁকড়ি'
ধূলি-মলিন হিয়া !
এ কি যে লীলা বুঝিতে নারি
ওহে রাজাধিরাজ !!

তোমার কথা তুমিই বোঝ
আমি ত হতবাক্ !
ধন্য আমি তুমি যে নাথ
শুনেছ মোর ডাক ।
তোমার মনে কি আছে জেনে
কি হবে মোর কাজ ?

(২১৩)

কোথা ছিল লুকাইয়া
সুচতুর চোর ?
ধরা যে পড়িয়া গেলে
না হইতে ভোর !!

অরুণ-কিরণ-মালা
ছোঁয় নি গগন-ভালে,
পিয়াসী মধুপ-কুল
বসে নাই ফুলে ফুলে,
তথাপি আমার কাছে
এসেছিলে কোন্ ভুলে ?
কেন বাঁধা পড়ে গেলে
বাহু -পাশে মোর ?

কত যে জনম আর
কত কত যুগ
বিরহ-বেদনা শুধু
করিলাম ভোগ ;
আজি মাতালের মত
অবহেলি' বাধা শত
এলে কি আমার কাছে
প্রণয়-বিভোর ?

লভিয়া তোমারে আজ
ঘোচে ভয়, ঘোচে লাজ,
সফল হইল যত
নয়নের লোর ॥

(২১৪)

তোমারে আমি বাসিব ভাল
করিয়াছিনু পণ,
বিষয়-ভোগ-লালসা -জাল
হরিল প্রেমধন ॥

আসিল দুখ, আসিল তাপ,-
জীবন-ভরা কি অভিশাপ,
জীবন্মৃত হইল মম
তাজা তরুণ মন ।
তখন তুমি কোথায় ছিলে
করিয়া পলায়ন ?

আজিকে আমি চাহি না তোমা
তবু আসিলে কেন
অনধিকারে পশিয়া ঘরে
চোরের মত যেন ?

কেন আজিকে হইতে চাহ
মম হৃদি-রমণ ?
কেন আজিকে হইতে চাহ
মম আপন-জন ?

(২১৫)

পরাণ-নিধি হারিয়ে মোর
ছিল না মনে দুখ
হারানু ব'লে নয়ন-জলে
ভাসে নি কভু বুক ॥

চুপটী ক'রে ছিলাম আমি,
যা গেছে তাহা যাক্,
আগুনে পোড়া নীরবে সহি'
হইতেছিনু খাক্ ;
সহসা কেন মনো-মুকুরে
দেখালে তব মুখ ?
ভাবিছ, প্রতিবিম্ব দেখি'
লভিব মহাসুখ ?

একটুখানি পাইয়া মোর
তৃপ্তি নাহি হয়,
পূর্ণ রূপে লভিয়া আমি
তোমাতে হব লয় '
মিটিবে যত শ্রান্তি মম,
মিটিবে ভুলচুক্,
মুখরা যত বাসনা সব
নিমেষে হবে মূক ॥

(২১৬)

নিকটে ছিলে । চিনিতে নারি'
করিয়াছিনু হেলা,
দূরে সরিয়া খেলেছ তাই
ভানুমতীর খেলা ॥

কিছুই তবু বুঝিতে আমি
পারিনি কোনো দিন,
মনের যত রঙীন ছবি
বাতাসে হ'ত লীন ;
এখন তুমি দিলে কি ধরা
ফুরাল যবে বেলা ?
জলের তোড়ে ভাঙিল যবে
জীর্ণ মম ভেলা ?

এখন আমি বুঝেছি নাথ
কল্পনাই সার,
তোমারে ছাড়া জীবনখানি
বহন করা ভার ;
মোর যে দেহ নহে ত' কেহ,
এটা মাটিরই ঢেলা' !
তোমারে : কলি মিছে -
ব্যর্থতারই মেলা ॥

(২১৭)

তোমার সাথে মিলন লাগি'
ব্যাকুল ছিল মন,
জানি না হায়, আমারি কাছে
রয়েছ অনুখন ।

কত না দূরে কোন্ বিদেশে
উড়িয়া তুমি চলিছ ভেসে,
ভাবিয়া শুধু হতাশ মনে
করেছি বরষণ
প্রাণ-কাঁদান বুক-ভাসান
আঁখির তর্পণ ॥

আজি বুঝিনু ব্যর্থ কিছু
হয় নি কোনো দিন,
তাই না তুমি তুলিয়া নিলে
জানিয়া মোরে দীন,
তাই না তুমি দিলে আমারে
বক্ষ -পরশন,
ধন্য হ'ল জনম মম,
পুণ্য এ জীবন ॥

(২১৮)

তোমারে নাকি খুঁজিতে হয়
সারা ভুবন জুড়ি',
তোমারে নাকি খুঁজিতে হয় বনে ;
দেশের পরে কত যে দেশ
এলাম আমি ঘুরি',
পাইনু শেষে আমারি এই মনে ॥

আছিলে সাথে ছিল না জানা,
সারা ভুবনে দিয়াছি হানা,
খুঁজিয়া শুধু ব্যাকুল হিয়া
ছুটি' জীবন-পণে
ব্যর্থ যবে হইল, দেখা
দিলে সঙ্গোপনে ॥

আজিকে যদি পেয়েছি হরি
যেও না পরিহরি',
দিবস-রাতে আমার সাথে
রহিও দয়া করি'
বিশ্ব আজি আমার মাঝে
বিশ্বপতি তোমারে যাচে,
জগদ্ বাসী সবারি হও
তুমি আমারি সনে ॥

(২১৯)

আমার গানের উৎসটী তুমি
শুকায়ে দিও না হরি
আমি যেন তব অভয় চরণ
কখনো না বিস্মরি ॥

জীবনের প্রতি ছোট-বড় কাজে
তুমি থেকো সাথী মরমের মাঝে,
অভাবী আমারে স্বভাবে রাখিও
প্রেম-বরিষণ করি'।
তোমারি চরণে শেফালীর মত
পড়িতে চাহি যে ঝরি' ॥

দুস্তর মহাসাগরের মাঝে
চিন্তি' চরণ তব
পর্ব্বত-সম বারি-বিক্ষোভে
ক'রে দিব পরাভব,
উত্তাল কোটি ঊর্ম্মি-মালারে
উড়াইয়া দিব শুধু ফুৎকারে
ভয় নাই মনে একটি কণাও-
তুমি যে গো মোর তরি !
জীবনে মরণে তুমিই শরণ-
কাহারেও নাহি ডরি ॥

(২২০)

তোমার করুণা যদি হ'য়ে থাকে মোর প্রতি,
এ দয়া বিতর নাথ নিখিল ভুবনে ;
পাত্র কি অপাত্র, না করি' বিচার তার
বিতর, বিতর নাথ প্রতি জনে জনে ॥

জ্ঞানহীন নির্ব্বোধ দুর্ব্বল নরনারী
তুচ্ছ স্বার্থ নিয়া করিতেছে কাড়াকাড়ি
তাহাদেরে প্রমাদিত ভ্রান্তির পথ ছাড়ি'
ছুটিয়া আসিতে দাও তোমারি সদনে,
তোমারে জানুক তারা, তোমার লভুক তারা,
সতত পরম-সাথী জীবনে-মরণে ॥

যে তব চরণ-কোণে আসিয়া পাইবে ঠাঁই,
সে দেখিবে এ জগতে শুধু বোন্ শুধু ভাই,
ভয়-ভাবনার আর কিছু নাই, কেহ নাই,
সবারে বাঁধিতে হবে প্রেমালিঙ্গনে,
সবার লাগিয়া সবে নিয়ত ব্যাকুল হবে,
মমতা ফুটিবে প্রতি আননে আননে ॥

(২২১)

বিশ্বাস যদি যায় রে হারিয়ে
কোথায় দাঁড়াব বল্,
বিশ্বাস ছাড়া মানুষের আর
কি আছে রে সম্বল ?

এক কণা বিশ্বাসেরই ত' বলে
হিমালয় বাহি' পঙ্গুরা চলে,
তুষার পাথর পদতলে দ'লে
চলে অন্ধের দল,
বাদল বাতাস ঝড় কেটে হয়,
নভোদেশ নির্ম্মল ॥

যত যায় দিন, যত যায় রাত,
প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতিটি প্রভাত,
বিশ্বাস যেন অন্তর জুড়ি'
রহে মোর অবিরল।
বিশ্বাস ছাড়া নিঃশ্বাস বৃথা,-
বিশ্বাস মহাবল ॥

(২২২)

তোমাতে বিশ্বাস ছাড়া
আর কিছু গতি নাই,
জ্ঞানময়! ফুটাও নয়ন।
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সন্দেহের
জ্বালায় মরিয়া যাই,-
প্রেমময়! কর বিদূরণ ॥

তোমার স্নেহের বক্ষে
টানি' মোরে রক্ষা কর,
অতৃপ্ত-পিপাসাকুল
প্রাণ কর পূর্ণতর;
তোমার পরমকৃপা
দিয়া মোরে ঘিরে ধর,
দুর্ব্বলতা কর হে হরণ।
অহমিকা করি' দূর
প্রেমে কর ভরপূর,
পুণ্য কর জীবন-মরণ,

আমারে বুঝিতে দাও,
তুমি ছাড়া কেহ নাই,
সব-কিছু মায়ার ছলনা,

কেন বৃথা ঘুরে মরি
তব সঙ্গ পরিহরি'
তুমি মাত্র তোমার তুলনা।
ব'লে দাও বারে বারে
তুমি ছাড়া ত্রিসংসারে
কেহ নাহি আপনার জন ॥

(২২৩)

এক তিল শুধু বিশ্বাস মোর
তোমার চরণে আছে গো,
তাই ত' দুঃখ-দুর্য্যোগে মোর
নির্ভয়ে প্রাণ বাঁচে গো ॥

আগুন যখন হলক্া তুলিয়া
চারিদিকে ধরে ঘিরিয়া,
তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিঁধে আসি যবে
হৃদয়-পিণ্ড চিরিয়া,
তখনও দূরে অতি দূরে তব
মোহন মূরতি হেরিয়া
উল্লাসে মোর কোটি জনমের
সুপ্ত সত্তা নাচে গো ॥

জানি চিরকাল দূরে দূরে তুমি
থাকিতে পার না দয়িত!
যখন আমার মরদেহখানা
শ্মশানে হইবে শয়িত,
একটুখানিক আগে হইলেও
আসিবে ত তুমি কাছে গো,
আশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে,
নির্ভর মোর আছে গো ॥

(২২৪)

নারদ ঋষি বাজিয়ে বীণা
গাহিতেছিল গান,
সহসা তার ছিঁড়িয়া গেল,
টুটিয়া গেল তান ॥

"কি হ'ল হায় ! কি হ'ল বলি'
ভুতলে ঋষি পড়িল ঢলি',
মাটির তলে কি যেন শুনি'
পাতিল তার কাণ ;
কে যেন কহে,-"বৃথাই তব
ধরণী-অভিযান ;
বয়স হ'ল, পাকিল কেশ
ছাড়ো নি অভিমান ॥

নারদ ভাবে,- "দিবা-রজনী
গাহি ত' তাঁরি নাম,
তাহারি মাঝে অহমিকাতে
এহেন পরিণাম ?
তাই ত' হ'ল রাগিণী ভুল,
কি হবে রাখি' প্রাণ ?
এবার আমি নিজেরে দিব
নিদয় বলিদান ॥

"নিজেরে আর নিজের তরে
রাখিতে নাহি চাহি,
তোমারি তরে তোমার নাম
নিয়ত যেন গাহি ।
করুণ আঁখি তুলিয়া চাও,

আমার 'আমি' কাড়িয়া নাও,
আমারে তুমি তোমার কর
দয়ালু ভগবান্ ॥"

(২২৫)

বন্ধন-দশা হ'তে
মুক্ত করিয়া দাও,
লালসার জাল কর দূর,
উদ্ধত অহমিকা
সকলি কাড়িয়া নাও,
স্পর্দ্ধা ভাঙিয়া কর চূর ॥

আমারে তোমার বুকে
সবলে টানিয়া লও,
আমারে করিয়া মূক
তুমি শুধু কথা কও,
শুনিয়া তোমার বাণী
কাটুক চখের ছানি,
তোমার নামে ও প্রেমে হব ভরপূর ॥

সংসারে যত আছে
মোহময়ী ছলনা
এসবি যে অনিত্য,
নিজ মুখে বল না,
বুঝাইয়া দাও মোরে
স্নেহ দিয়া অকাতরে
তুমি ওগো কত যে মধুর,
শুনাইয়া দাও আজি
হাজার রাগিণী-রাজি,
হও ভাষা, হও তুমি সুর ॥

(২২৬)

জানি না ক' তুমি পুরুষ কি নারী,
জানি না ক' তুমি পিতা কি মাতা,
জানি শুধু তুমি কোটি ভুবনের
কোটি জনমের পরিত্রাতা ॥

আমি শুধু হ'য়ে হাতের যন্ত্র
কীর্ত্তন করি নামের মন্ত্র,
জপযজ্ঞের হোমানল-মাঝে
তুমিই একক অনুষ্ঠাতা,
তুমিই হব্য, তুমিই কব্য,
তুমি আমার আহুতিদাতা ॥

দূর ক'রে দিতে বাসনার মল
নয়নে নয়নে দিলে আঁখিজল,
লভিয়া তোমার দয়া অবিরল
ধরণী হইল শুচিস্নাতা,
ভাবিয়া অবাক্, তুমিই বিধান,
তুমিই বিধেয়, তুমিই ধাতা ॥

(২২৭)

দগ্ধ হৃদয়,-তবু
মুগ্ধ নয়নে আমি
তোমার পানেই চেয়ে থাকি ;
সর্ত্তবিহীন ভাবে
আমি যে চরণ-কামী,
সে কথাটি তুমি জান না কি ?

কত জনে কত কিছু
চাহিছে তোমার কাছে,

চাহিবার মোর কিছু নাই ;
শুধু এইটুকু চাই,
স্মরণে রহ সদাই,
তা' হ'লেই সব-কিছু পাই ।
তোমারে না ভুলি যদি
হরষিত নিরবধি,
নাহি থাকে পাইবার বাকী ॥

জগতের প্রতিকণা
ধুলিরেণু-মাঝারে
তোমারেই দেখিবারে
পাই যে বারে বারে,
এই মোর জীবনের
সব চেয়ে বড় সুখ,-
ধন্য হইল মোর আঁখি ॥

(২২৮)

ঝড়-ঝঞ্ঝায় ভূকম্পে আমি
তোমারি নামের মহিমা গাই,
তোমাতে অটুট আস্থা রাখিতে
চিত্তে আমার শঙ্কা নাই ॥

অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ বেদনা
সবারি হরিছে শান্ত চেতনা,
কেবলি দুঃখ, দারুণ যাতনা
ক্ষয়িতেছে আয়ু, শান্তি নাই ;
তাই ত কাতরে করি প্রার্থনা,
বিশ্বাস যেন নাহি হারাই ॥

সংসারে যারা ভালবাসিবার
তাহাদেরে করি' প্রতারণা
তোমারেই ভালবাসিবার ভাণ
করিব না আমি, করিব না ।
সবার ভিতরে তোমারে পাইয়া
ভালবাসা দিয়া লইর ছায়িয়া,
তোমার মাঝারে সবারে পাইব,
সবার মাঝারে তোমারে চাই
সুখে-দুখে আর আলোকে আঁধারে
তোমারেই যেন নিয়ত পাই ॥

(২২৯)

আসুক যতই বিপদ-আপদ,
আসুক বিঘ্ন-বিসম্বাদ,
জান্‌ব এসব পাওনা ছিল,
এ সব তোমার আশীর্ব্বাদ ॥

ভয়-ভাবনা কর্‌ব তেয়াগ,
দিন-রজনী থাক্‌ব সজাগ,
রাখ্‌ব খেয়াল কি ক'রে পাই
তোমার নামের মধুর স্বাদ ॥

জন্ম-মরণ সব ভু'লে যাই,-
তোমার কাছে এইটুকু চাই ;
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন
অনাহত ব্রহ্মনাদ
বাড়ায় আমার নামের নেশা,
বাড়ায় আমার প্রেমোন্মাদ ॥

(২৩০)

নিঝুম রাতে যখন থাকি একা,
তখন তুমি দাও আমারে দেখা ॥

যখন আমি ঘোর তমসার পারে
অহং ভুলে হারাই আপনারে,
হঠাৎ তুমি ভীষণ অন্ধকারে
ফুটাও তোমার অরূপ রূপের রেখা ॥

মেঘে মলিন বিরাট আকাশ ছেয়ে
তখন তোমার গান তুমি যাও গেয়ে,
বর্ষা-বাদল-সলিল-ধারায় নেয়ে
চেয়ে দেখি তোমার নামটী লেখা
বুকের মাঝে প্রাণের মাঝে আমার,
নিঝুম রাতে যখন থাকি-একা ॥

(২৩১)

তুমি হও নাথ মোর,
আমি যে অনাথ,
দিবানিশি প্রাণে মিশি'
রহ মোর সাথ ॥

মলিন মোহের ঘোরে
করিতে দিও না মোরে
মিছাই বিফল কাজে
জীবনাতিপাত,
আমারে না ছলে যেন
আঁধিয়ারি রাত ॥

হও মোর ইহকাল,
হও পরকাল,
আমারে করিয়া লও
বিপুল বিশাল,
অনন্ত যুগ ধরি'
অকপটে যেন করি
লাভলোভহীন মনে
কোটি প্রণিপাত ।
তোমাতেই হোক্ শুরু
জীবন-প্রভাত ॥

(২৩২)

বিশ্বজনেরে যদি
ভাল না বাসিতে পারি,
কি লাভ হইবে মোর
জগতে থেকে ?
লোভ-লালসার জাল
জমে যদি সারি সারি ,
তোমার কি লাভ হবে
আমারে রেখে ?

"ভালবাসো সকলেরে",-
এই ছিল তব বাণী,
ভাল শুধু বাসিলাম
নিজের জীবনখানি,
পরের লাগিয়া প্রাণ
নাহি করিলাম দান ;
চূর্ণ করহ মোরে
অশনি হানি' ।
চাহিয়া দেখো না, কোথা
কাঁদিল কে কে ॥

নিজেরে ভাবিয়া অতি
বিজ্ঞ ও মহাজন
ক্ষণিকার কণিকায়
করিনু অবগাহন,
জীবনের যত ভুল
সৃজিল যে ফলফুল
বিষময় পরিণামে
করিল মোরে দহন,
এখন করুণা করি'
তোমার নিকটে হরি
ত্বরিতে আমারে তুমি
লহ গো ডেকে ॥

(২৩৩)

তুমি ত সবারে স্বরূপ তোমার
নিমেষে দেখাতে পার,
তবে কেন এত কুহেলিকা আর
মায়াজাল বিস্তারো ?

আলেয়ার আলো দেখাইয়া কেন
দূরে দূরে টেনে নাও,
অতি কাছে আসি' মুচকিয়া হাসি'
আঁধারে মিলায়ে যাও ?
হইয়া নিকট হইয়া প্রকট
কেন হও পুন বিষম বিকট ?
কেন বারবার আলো-আঁধিয়ার ?
কেন ধর আর ছাড়ো ?
বাঁচাইয়া তুলি' মহাসঙ্কটে
কেন বারবার মারো ?

লাজ কি তোমার লাগে না ভাবিতে
দয়াল বিশ্বরূপ
বিশ্ববাসীর হাজার দুঃখে
কেন তুমি হে বিরূপ ?
কে বাঁচিল আর কে মরিল হায়
পরোয়া রাখো না কারো,
কেন যেচে যেচে পাগলের মত
কভু জিত, কভু হারো ?

(২৩৪)

দীর্ঘ জীবন চাহি না দয়াল,
চাহি না দীপ্ত যশের রাশি,
একটি কামনা প্রাণভরা মোর -
সকলের মুখে দেখিব হাসি ॥

কোথা অরণ্য, কে বা নগণ্য,
কে বা লাঞ্ছিত মানব-মাঝে,
কে পদদলিত, চির নিপীড়িত,
কে বা কুণ্ঠিত হীনের সাজে
নিকটে বা দূরে কাঁদিছে অঝোরে
দীন-দরিদ্র কুটীরবাসী ;
আমি যে হরি চিরকাল ধরি'
সবারে সমান ভালই বাসি ॥

ছিল সম্পদ সুখ নাই প্রাণে,
ভেসে গেল যারা বিলাসের বানে,-
তাদেরো সবারে ডাক বারে বারে
সবার সকল পাতক নাশি' ।
ছোট আর বড়, চেতন কি জড়
সবাই শুনুক তোমার বাঁশী ॥

(২৩৫)

একটী কামনা শুধু
দিবস-রজনী ভরি'
উছলি বহিছে প্রাণে মোর,
কেমনে সবারে আমি
হৃদয়ে আবরি'ধরি'
কাটিব চোখের ঘুমঘোর ॥

কেমনে বুঝাব আমি -
জীবন বৃথাই গেল,
বাকী দিনগুলি আর
কেন ভাই অবহেল ?
বিবশ বাসনা-বশে
খোয়াইয়া প্রাণরসে
কেন কালকূট পানে হইছ বিভোর ?

উত্তাল উচ্ছল প্রেম-পুলকে
জাগিয়ে তুলিতে চাই সারা ভূলোকে,
প্রেমভরে বুকে নিয়া
প্রাণের পরশ দিয়া
সবার ব্যথায় আমি কাঁদিব অঝোর,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার বাড়াইব জোর ॥

(২৩৬)

ছাই না কুড়াই যেন
জীবনের যজ্ঞে ।
ধন-মান-যশোলোভ
চেতনা করিলে লোপ
বজ্র হানিয়া মারো
এই অকৃতজ্ঞে ॥

তোমারে ভুলিয়া যদি
আর কিছু কভু চাই,
প্রার্থনা করি যেন
কখনো না তাহা পাই ;
তোমারে ভুলিয়া থাকি'
যত পাই, সব ফাঁকি ;
তোমারে কখনো মন
যেন না অবজ্ঞে ॥

দয়া কর দয়াময়,
কোটি বিশ্বের পতি,
করুণ নয়নে চাহ
অধম তনয়-প্রতি,
হেলায় ফেলিয়া হায়
দিও না এ অজ্ঞে ॥

(২৩৭)

তোমারে দেখেছি আমি পরমসুন্দর,
দেখিয়াছি অপরূপ সাজে,
যেই খানে তুমি নাই,
পড়ে আছে শুধু ছাই,
তুমি ছাড়া সব-কিছু বাজে ॥

তোমারে পাইলে কাছে
মম সম কেবা আছে ?
তুমি ছাড়া কাহাকেও
আমি চাহি না যে ।
তোমার চরণ-যুগ
মম হৃদে যুগ যুগ
সরস হরযে যেন রাজে ॥

হও গো তুমি আমার
মোরে করহ তোমার
সাথে থাক মোর প্রতি কাজে ।
তোমারে বরণ করি'
যাই যেন গো বিসরি'
প্রাণভয় আর লোক -লাজে ॥

(২৩৮)

সম্ভব আর অসম্ভবের মাঝে
যত দূরত্ব সব গেল আজ ঘুচে ;
অন্তর-নাথ অন্তর-মাঝে রাজে
সকল দীনতা দিল মোর আজি মুছে ॥

প্রণিপাত করে উদ্ধত রিপু যত
দীর্ঘ-লালিত কুকুর-ছানার মত,
মুখর বাসনা নিথর হইয়া গেল,
পড়ে আছে মোর নগ্ন পায়ের পাছে
;
সকল অরাতি হল আজ পদানত,-
কে কার শত্রু ? কেহ নাহি কারে পুছে ॥

হিংসা নিন্দা অসার হইল সব,
থেমে গেল যত অসত্য কলরব,
প্রেম আনন্দ অন্তরে করে খেলা,
বিদ্বেষ-বিষ কাহারো আজি না রোচে,
সবাই সবারে পাইল আপন-রূপে ,
অতীত ভাবিয়া কেহ নাহি অনুশোচে ॥

(২৩৯)

অতীত জীবন যদি
বৃথাই বিতায়ে থাকি
তবু আমি সম্মুখে চলিব,
মঙ্গলময় তব
চরণ স্মরণে রাখি'
মনে মুখে মধুনাম বলিব ॥

যত বাধা-বিঘ্ন ও
বিপত্তি আসুক না,
সবারে চরণে আমি দলিব,
অফুরণ উৎসাহ
উদ্যম দিয়া আমি
মুমূর্ষু প্রাণ উচ্ছলিব ॥

বাসনার বাগুরায়
কভু না আটক হব,
মরীচিকা দেখি' নাহি টলিব,
অমা-রজনীর ঘন
অন্ধকারের মাঝে
জ্যোছনায় ধরা উজ্জ্বলিব ॥

মুকুলিব শুষ্ক ও
চেতনা-বিহীন মন,
আত্মবিসর্জ্জনে
করিব বিষম পণ,
তপস্য করি' ঘোর
বাড়াব প্রাণের জোর
প্রলোভনে কভু নাহি গলিব,
তোমারে করিয়া দান
আমার সজীব প্রাণ
মায়াবিনী লালসারে ছলিব ॥

(২৪০)

চলিবার পথে কোনো
বিঘ্ন না মানিব,
আসুক না যত বাধা
পদাঘাত হানিব ॥

কি ভয় আমার আছে
বিশাল জগৎ-মাঝে
তোমারেই যত দিন
প্রাণ ব'লে জানিব,
তোমারেই যত কাল
প্রভু ব'লে মানিব ?

জীবনের ধ্রুবতারা !
তাকিয়ে তোমার পানে
চলিব নিজের পথ
মুখরিয়া গানে গানে,
জ্বালাইয়া দীপমালা
হাজার হতাশ প্রাণে
নূতন জীবন-লাভ
নববল দানিব ॥

(২৪১)

আমায় তুমি যখন যা দাও
তাতেই চিত্ত খুশী,
তাতেই আমার তৃপ্তি অন্তহীন
কি লাভ হবে নিত্য নূতন
ভোগ-বাসনা পুষি'
"দাও" "দাও" রব তুলে রাত্রিদিন ?
চাই না আমি সুখের ডালি,
চাই না মুখের হাসি ,

(২৩৯)

অতীত জীবন যদি
বৃথাই বিতায়ে থাকি
তবু আমি সম্মুখে চলিব,
মঙ্গলময় তব
চরণ স্মরণে রাখি'
মনে মুখে মধুনাম বলিব ॥

যত বাধা-বিঘ্ন ও
বিপত্তি আসুক না,
সবারে চরণে আমি দলিব,
অফুরণ উৎসাহ
উদ্যম দিয়া আমি
মুমূর্ষু প্রাণ উচ্ছলিব ॥

বাসনার বাওরায়
কভু না আটক হব,
মরীচিকা দেখি' নাহি টলিব,
অমা-রজনীর ঘন
অন্ধকারের মাঝে
জ্যোছনায় ধরা উজ্জ্বলিব ॥

মুকুলিব শুষ্ক ও
চেতনা-বিহীন মন,
আত্মবিসর্জ্জনে
করিব বিষম পণ,
তপস্যা করি' ঘোর
বাড়াব প্রাণের জোর
প্রলোভনে কভু নাহি গলিব,
তোমারে করিয়া দান
আমার সজীব প্রাণ
মায়াবিনী লালসারে ছলিব ॥

(২৪০)

চলিবার পথে কোনো
বিঘ্ন না মানিব,
আসুক না যত বাধা
পদাঘাত হানিব ॥

কি ভয় আমার আছে
বিশাল জগৎ-মাঝে
তোমারেই যত দিন
প্রাণ ব'লে জানিব,
তোমারেই যত কাল
প্রভু ব'লে মানিব ?

জীবনের ধ্রুবতারা !
তাকিয়ে তোমার পানে
চলিব নিজের পথ
মুখরিয়া গানে গানে,
জ্বালাইয়া দীপমালা
হাজার হতাশ প্রাণে
নূতন জীবন-লাভ
নববল দানিব ॥

(২৪১)

আমায় তুমি যখন যা দাও
তাতেই চিত্ত খুশী,
তাতেই আমার তৃপ্তি অন্তহীন
কি লাভ হবে নিত্য নূতন
ভোগ-বাসনা পুষি'
"দাও" "দাও" রব তুলে রাত্রিদিন ?
চাই না আমি সুখের ডালি,
চাই না মুখের হাসি ,

দিন-রজনী বাজুক খালি
প্রাণে তোমার বাঁশী ;
নাম-সাধনের উল্লাসে মোর
হোক্ হৃদয় বিলীন ॥

তুমিই আমার হও প্রিয়তম
হে অনিন্দ্য, হে অনুপম,
তোমার ধ্যানেই হোক হে আমার
চিত্ত পরিক্ষীণ,
আমার প্রাণের পুরে তুমি
হও হে সমাসীন ॥

(২৪২)

মেঘের আঁচল দিয়া
ঢাকা ছিল আঁখি মোর
তাই ত' তোমারে দেখা হ'ল না ।
তাই ব'লে চিরদিন
কেবলি থাকিবে দূর,
এ কেমন মায়া, তাহা বল না !!
আমি চাহি তোমারেই
করিতে জীবন-সাথী ,
তোমারি মধুর নামে
রহিতে চাহি যে মাতি',
জানিয়া সরল মোরে
ফে'ল না বিপাক- ঘোরে
ক'রো না, ছলনাময়, ছলনা ॥

তোমারে ছাড়িয়া আমি
রহিতে নারি,
তোমারে লইয়া দিব
সাগর পাড়ি,

ওগো মম মনোরম
প্রেমে তুমি অনুপম,
তুমিই তোমার শুধু তুলনা ।
তাই বলি , তুমি মোরে ভুলনা ।

(২৪৩)

তোমার চরণে আমার জীবন
কর হেগ্রহণ অঞ্জলি,
তোমারেই শুধু ভালবাসি যেন
সকল স্বার্থ পায়ে দলি' ॥

তোমারে পাইয়া হৃদয়ের মাঝে
বিশ্ব যেন গো আমাতে বিরাজে,
আমাতে তোমাতে মিলন-বন্যা
বহুক নিয়ত উচ্ছলি' ॥

অন্ধ নয়ন খুলে যাক্ যত,
সবাই তোমারে নিরখি' নিয়ত
সবারে করুক প্রাণের আপন,
দিক্ সবা-সাথে কোলাকোলি ॥

(২৪৪)

অনাদি যুগের তুমি
আজিও আমার মাঝে
করিছ বিরাজ ।
সেদিন আছিলে একা,
আজি কোটি ভুবনের
রাজা অধিরাজ ॥

সে দিন তোমারে কেহ
চিনিত না, জানিত না,

তোমারে লইয়া কিছু
করিত না আলোচনা,
নিসর্গ-সুষমায় লতাপাতাফুল গায়
তোমারি মহিমা শুধু আজ
প্রাণভরা প্রেম নিয়া চখভরা জল দিয়া
তোমারেই চাহে শুধু হইয়া নিলাজ ॥

প্রতি অণু-পরমাণু
স্নেহকণা-ভিখারী,
প্রেম শুধু জীবনের
তার পথ-দিশারী,
অনাদি অতীত সাথে অশেষ ভবিষ্যতে
মিলানোই তার শুধু কাজ,
তাই সে পরিছে প্রাণ-মনোহর সাজ ॥

(২৪৫)

গানের উৎস শুকাইয়া যাবে
হেন মরুভূমি নয় হৃদয়,
পাথর কাঁকর বালুকার স্তূপে
তলদেশে জল লুকিয়ে রয় ॥

তবে আর দ্বিধা নয়
তবে আর কেন ভয় ?
কুণ্ঠাবিহীন দীপ্ত কণ্ঠে
গাহিব তোমার জয়।
তোমার চরণে ধেয়ান রাখিয়া ।
তোমাতেই প্রাণ করিব লয় ॥

বাধা ও বিঘ্ন কি করিতে পারে ?
দেখিয়াছে তারা মোরে বারে বারে,
দাবানল যবে ঘিরেছে আমারে

নিখিল-ভুবন-ময়,
তার মাঝে আমি লভিয়াছি সদা
তোমারি পদাশ্রয় ॥

(২৪৬)

চৌদিকে যবে বিপদে বেড়িয়া ধরে,
প্রাণ যে কেমন করে,
তখন সহসা তোমার মধুর
হাসিটি যে মনে পড়ে ॥

মনে পড়ে তব স্নেহের দৃষ্টি,
নব-চেতনার হয় যে সৃষ্টি,
শিরোদেশে হয় আশিস-বৃষ্টি,
চেয়ে দেখি অন্তরে
তোমার করুণা আমার লাগিয়া
সেজে আছে থরে থরে ॥

ভয় চলে যায়, ডর নাশ পায়,
প্রাণ ভ'রে যায় কৃতজ্ঞতায়,
হৃদয়-যমুনা উথলিয়া উঠি'
ছুটে যায় ঘরে ঘরে
তোমার বারতা শুনাতে সবারে
যত আছে চরাচরে ॥

(২৪৭)

গভীর অন্ধকারের মাঝারে
দেখেছি তোমার চরণ-চিহ্ন,
ভয়-ভীত মোর কি করিতে পারে ?
দুঃখ -দৈন্যে হব না খিন্ন ॥

তোমারে জেনেছি পরম আপন,
তোমারে পেয়েছি সাধনার ধন,
ভয়-ভাবনার হয়েছি অতীত,
জানিনা জীবনে তোমারে ভিন্ন ॥

পাইয়া তোমারে লভিনু সবারে,
তোমারে দেখিনু সবার মাঝারে,
কেহ রহিল না পতিত অধম,
কেহ রহিল না পাতকী ঘৃণ্য ॥

(২৪৮)

অবসাদ যবে অবশ করিতে চায়,
প্রাণ করে হায় হায়,
তখন জীবন জাগিয়া ওঠে যে
তব চির-করুণায় ॥

মোহনিদ্রার হয়ে গেল অবসান,
কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল তোমার গান,
হৃদয় নিজেরে করিয়া বসিল দান ;
ঘুচিল ভীরুতা, ঘুচিল সকল দায়,
দুঃস্বপনের হয়ে গেল পরিশেষ,
আমি যে মুক্ত, কে আমারে আর পায় ?

এই ভাবে তুমি শতবার মোরে ধরিয়া
তোমার কর্ম্ম গিয়াছ হে সখা করিয়া,
বাঁচিয়া উঠেছি শত শতবার মরিয়া
শারদ শিশিরে, শীতের তুষারে, মধুর মলয়-বায়,
গ্রীষ্মের খর-রৌদ্র-পীড়নে শ্রাবণের বরষায় ॥

(২৪৯)

কিশোর নয়নে দেখিয়াছিলাম তোমারে,
সে কথা জীবনে পারি না যে হায় ভুলিতে,
সুন্দরতম! তোমারে প্রাণের মাঝারে
আঁকিয়াছিলাম মোর অনিপুণ তুলিতে ॥

জীবন-নদের জলরাশি গেল বহিয়া
তথাপি তোমার চিত্রটী গেল রহিয়া,
বিশাল ব্যাপক সমুদ্র-সম পরিধি
পরিণত হ'ল ক্ষুদ্র নয়নজুলিতে,
খুজিয়া বেড়াই তোমার পরম পরশ
কণিকা-সমান ক্ষুদ্র চরণ-ধুলিতে ॥

চাহি যে তোমারে তোমার পূর্ণ প্রকাশে
চাহি ভূমিতলে, চাহি অনন্ত আকাশে,
সকলেরে নিয়া চাহি তোমা সাথে মিলিতে,
রুদ্ধ দুয়ার দাও হে আমারে খুলিতে ;
হে রাজেশ্বর ! শোন গো সরল মিনতি,
তুষ্ট হব না শুধু ভিক্ষার ঝুলিতে ॥

(২৫০)

দখিন হাওয়া লাগলে গায়ে
মিষ্টি লাগে
সুপ্ত মনের লুপ্ত আশা
আপনি জাগে ॥

কিন্তু রে হায় শীত যে আছে
সম্মুখেতে,
তুষার-শীতল কঠিন তাহার
দন্ত পেতে,

মৃত্যু ফিরে নিত্য যে তার
সাথে সাথে,
নৃত্য করে সর্ব্বনাশের
অগ্রভাগে ॥

তাই ত আমার ভোগ-বাসনা
তোমায় দিলাম,
কামনাহীন শুদ্ধ জীবন
ভিক্ষা নিলাম,
তোমার হিসাব তুমিই মিলাও,
আমায় তোমার দাস হ'তে দাও,
জীবন-ভরা প্রার্থনাহীন অনুরাগে ॥

(২৫১)

সরস যত প্রাণের ভাষা
ভরিল যবে বিষে,
মনের যত আছিল আশা
আকাশে ছিল মিশে ॥

চাহিনু সুধা, মিলিল হায়
আগুন শুধু সারাটি গায়,
দুঃখরাশি হৃদয়খানি
ধরিল যেন পিশে,
বিকল চিত, জানি না ওগো
রক্ষা পাব কিসে ॥

এহেন কালে জীবন-নাথ
হৃদয়-কোণে আসি'
কথা না কহি' কাহারো সাথ
উঠিলে শুধু হাসি',
অনল-শিখা নিবিল, খুশী
জাগিল দশ দিশে ॥

(২৫২)

কখন যে কি ভাব্‌তে বসি
মনের খেয়ালে,
তুফান ছোটে দিগন্তহীন
চায়ের পেয়ালে ॥

নিকট বা দূর সব ভুলে যাই,
ভ্রান্তিতে হায় ছুটেই বেড়াই,
থম্‌কে পড়ি আঘাত খেয়ে
ঘরের দেয়ালে ॥

তোমার তরে রেখেছি যা,
লুট ক'রে সব নেবে কি তা
বিবেকবিহীন পক্ষী, পশু,
কুকুর শেয়ালে ?

(২৫৩)

বিজলী-চমক সম
চোখের সুমুখে মম
দাঁড়ালে আসি'।
কে তুমি হে সুন্দর
অপরূপ-রূপ ধর
চাহিলে হাসি'?

কথাটুকু না কহিয়া
পুলক-ঝলক দিয়া
প্লাবন বহালে যেন
আলোক-রাশি
দশ দিশি উজলিল
তিমির নাশি' ॥

চাহি নাই, তবু তুমি
আসিলে কাছে
দরদী তোমার মত
কে আর আছে ?
মনে লয় মনোময়
তোমার রাগিণীচয়
ফুকারিছে অবিরাম
তোমারি বাঁশী ॥

(২৫৪)

সরল কথাটী ঘুরিয়ে বলার
খলতা করহ দূর ;
বিনয়ে আচ্ছাদিত যে গর্ব্ব-
আঘাতে করহ চূর ॥

কলুষ-কালিমা ঝেড়ে ফেলে দাও ,
আমারে তোমার কাছে টেনে নাও,
সবারে আপন করিতে শিখাও,
প্রেমে কর মজ্‌বুর
কর এক ক'রে আমারে সবারে
আনন্দে ভরপূর ॥

অহঙ্কারের জন্ম ত শুধু
পর পর ভাবি ব'লে,
অহঙ্কার কি জন্মাতে পারে
সবাই আপন হ'লে ?
তোমার আমরা সবে সন্তান,
হব একমন, হব একপ্রাণ,
প্রতি ধমনীতে শোণিতের ধারা
গাহিবে একটী সুর
কখনো মিলনে হ'য়ে মাতোয়ারা
বিরহে কভু বিধুর ॥

(২৫৫)

কথা নেই, তাই কথা ক'য়ে মরি
ভাব নেই তাই ভাবি,
সিন্ধুকে নেই ফুটো কাণা কড়ি,
আছে একগোছা চাবি ।
যুক্তি তর্ক বিচার বিষম
বন্ধ করিতে চাহে মোর দম,
কাজ নেই তবু কাজ ক'রে ক'রে
পরাণ খাইছে খাবি ।

সত্য একটী কথার কণায়
ভ'রে দাও মোর চিত্ত,
সত্য একটি কড়ির কাণায়
শুরু হোক মোর বিত্ত,
একেরে লইয়া চাহি যে মজিতে,
পূরণ করিতে দাবী
আমার, সবার, সারা জগতের
অতীত অথবা ভাবী ।

(২৫৬)

একের মাঝারে ডুবাইয়া দাও মোরে,
একের মাঝারে প্রাণ মোর ম'জে থাক্‌,
বহুরে লইয়া বহু দিক ঘুরে ঘুরে
ফুরায় না যেন প্রাণভরা অনুরাগ ॥

বহু যে একেরি বিবিধ প্রকাশ, জানি ।
শুধু জানা নয়, সেই কথা বুঝি, মানি ।
তথাপি আমার মুগ্ধ হৃদয়খানি
গাহিতে চাহে না হাজার রাগিণী-রাগ,
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুরে আমি
করিতে চাহি না খণ্ডশ ভাগ ভাগ ॥

একমুখী ক'রে দাও মোর সারা মন,
একেরে লইয়া থাকিব সারা ক্ষণ ।
এটা ওটা সেটা নিয়ে নানা বিচরণ,
নানা পূজা আর নানাবিধ যোগ-যাগ,-
একেরে লভিয়া বুকের মাঝারে মোর,
অনায়াসে সব করিব পরিত্যাগ ॥

(২৫৭)

ডাক্‌ব তোমায় সবার তরে,
নিজের জন্য নয় ।
আত্ম-সুখের আর্ত্তিরে আজ
করব্ পরাজয় ॥

কেবল নিজের সুখের তরে
লক্ষ কোটি জন্ম ভ'রে
কতই বৃথা করেছি কাজ,
কে দেয় পরিচয়?
বাড়্‌ল কেবল লালসা আর
বাড়্‌ল শুধুই ভয় ॥

এবার আমি পণ করেছি
মনের মত ক'রে
দেখ্‌ব খেটে দিন-রজনী
শুধুই পরের তরে ;
সবার সত্য সুখের মাঝে
করব আত্ম-লয়,
যতক্ষণ না বিশ্ববাসী
সবাই আপন হয় ॥

(২৫৮)

জীবন আমার ব্যর্থতা-ভরা,
কখনো লভিনি সফলতা ;
তথাপি তোমারে বিশ্বাস করি,
এইটুকু মোর সবলতা ॥

বিশ্বাস হয়ে নিঃশ্বাস-বায়ু
ধরিয়া রাখিছে মোর পরমায়ু
স্নিগ্ধ করিছে তপ্ত স্নায়ু
হরিয়া হতাশা -শুষ্কতা
দুর্ব্বল মনে বল সঞ্চারি'
দিয়া অনাবিল পূর্ণতা ॥

হাহাকার করি' মরে যবে প্রাণ
শান্তি বিতরে তব নামগান,
তোমার পুণ্য আশিস আমার
দূর করে যত শূন্যতা,
ঘনান্ধকারে আলোকের রেখা
ফুটিয়া যে ওঠে যথাতথা ॥

(২৫৯)

তোমারি চরণ-রেখা
নিখিল ধরায়
যে দিকে তাকায় আঁখি
দেখিবারে পায় ॥

আমার পরাণ-পটে
হৃদি-গগনে
কত যে সোহাগে আর
কত যতনে

কত রূপ, কত রস,
পুলকিত কি পরশ,
প্রেম-ভরে বুলাইয়া
দিলে সারা গায় ;
কোটি জনমের দুখ
মুছিয়া যে যায় ॥

ভাবিতাম, তুমি নাই,
আছে শুধু দুখ,
নতুবা কেমনে তুমি
রহিলে বিমুখ ?
সহসা পরশ দিয়া
সব দিলে ভুলাইয়া ,
পাইয়াও প্রাণ আরো
বেশী ক'রে চায়,
তাই ত রসনা সদা
তব নাম গায় ॥

(২৬০)

তোমারে বসেছি ভাল মনে মনে ভাবি গো
কিন্তু সে ভালবাসা নিজসুখ-তরে,
তাই ত আমার হায় ভালবাসা হ'ল না
এই কথা ভেবে প্রাণ নিতি কেঁদে মরে ॥

সকলের লাগি' তোমা কবে ভালবাসিব
সবার সুখের লাগি'কাঁদিব ও হাসিব,
তখনি ত' ভালবাসা হবে গো নিখাদ সোণা
তখনি তোমারে আমি পাব ঘরে ঘরে,
তখনি তোমারে পাব আপনে ও পরে ॥

কেবল আমার তরে পেয়ে সুখ নাই ,
সবার লাগিয়া পেলে পূরা সুখ পাই ;
আমার হৃদয়খানা উদার বিশাল কর ,-
তোমারে বাসিব ভাল সারা প্রাণ ভ'রে,
বিলাইব ভালবাসা
মিটায়ে প্রাণের আশা
সবারে টানিয়া নিব বুকের ভিতরে ॥

(২৬১)

একাই চলেছি আমি
পথ বাহিয়া ,
কেবল তোমার ওই
মুখ চাহিয়া ॥

দক্ষিণে বামে মোর
কেহ নাই, কেহ নাই,
সম্মুখে পিছনেতে
কারেও না খুঁজে পাই ;
তবু আমি চালিয়াছি নির্ভয়ে নিজ পথে
শুধু তব গুণ-গান গাহিয়া ॥

এ পথের শেষ নেই ,
তবু আমি চলিব;
এ কথার শেষ নাই ,
তবু আমি বলিব ;
আমার নয়ন-ধারা
হইলে সাগর -পারা
শুদ্ধ হইব তাহে নাহিয়া ॥

(২৬২)

একাকী পথ চলিতে গিয়া
হিসাব ক'রে দেখি
সবারে ভালবাসা যে মোর
একেবারেই মেকি ॥

অভিমানের অন্ধকার
চখে ও মুখে চাপায় ভার,
চলিতে চাই, থামিয়া যাই,
প্রতিটি পদে ঠেকি ॥

সবারে কাছে আনিতে গিয়া
নিজেরে করি দূর,
সবারে বুকে টানিতে গিয়া
হারাই নিজ সুর ;
ভ্রান্তি আসে শ্রান্ত মনে,
বসিয়া ভাবি ঘোর বিজনে,
চিনায়ে দাও করুণানিধি
জগতে মোর কে কি,
সবার মুখে যেন গো আমি
তব মূরতি পেখি ॥

(২৬৩)

হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি
তব নামটুকু করি,
জানি না ইহাতে আমার উপরে
খুশী হও কি না হরি ॥

হইনি কখনো নামের রসিক,
আমি যে তোমার কপট প্রেমিক,-
তথাপি আমারে অযোগ্য বলি'
যাও নি ত' পরিহরি' ?

দুর্ব্বল মন সদা উচাটন,
বিষয়-বিলাসে নিতি নিমগন ;
তার মাঝে তুমি তব পরশন
দাও হে করুণা করি',
অকূল পাথারে পাই বারে বারে
তোমার চরণ-তরি ॥

(২৬৪)

অতীত ঋষিরা জানিয়াছিলেন তোমারে,
ওঙ্কার-রূপে, গাহিয়াছিলেন গান,–
স্মরণ করিয়া সেই কথা বারে বারে
তোমাতে আমরা করিব জীবন দান ॥

তোমার মাঝেই সমতা, মমতা, একতা,
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া লইব সে কথা ;
তোমার মাঝেই নিখিল মানব-জাতির
একদা ঘটিবে প্রেমময় উত্থান,
তোমারেই লভি' প্রতিটি হৃদয়-মাঝারে
নূতন করিয়া জাগিবে দীপ্ত-প্রাণ ॥

তুমিই সবার হইয়া হৃদয়-নিধি
জানাইয়া দিবে নব-জীবনের বিধি,
সবারে বিলাবে সমান সহিষ্ণুতা
সবারে করিবে তোমাতে আস্থাবান্,
তুচ্ছ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রতি জনে
করিয়া লইবে সমান শক্তিমান ॥

(২৬৫)

মম জীবন-সরোবরে
প্রেম-কমল ফুটিবে কি ?
আবেশে যত কোকিল-কুল
কাকলি করি' উঠিবে কি ?
পীযূষ-লোভী মধুপ-কুল
মধু-পিয়াসে হবে আকুল ?
নয়ন মম বারিদ সম
ঝরিবে সেই লীলা দেখি ?

ঘন গরজি' চিত্ত মোর
নিজেতে নিজে হবে বিভোর
ভুলিয়া সুখ-লালসা শত
অসার যাহা, যাহা মেকি ?

(২৬৬)

দিকে দিকে যবে ছড়ায় আর্ত্তনাদ,
তখন তোমারে দেখিতে আমার সাধ।
তুমি কি কেবল সুখীরই বিধাতা ?
দুঃখীরা সব বাদ ?

বর্ণের নামে, ধর্ম্মের নামে
চলিছে অত্যাচার,
পায়ের তলায় পিঁপড়ার মত
পিশিছে নির্ব্বিচার ;
দীন-দরিদ্র দুঃখীরা সব
করিতেছে হাহাকার,
অপক্ষপাত বিচারের তব
এই কি ছন্দ-ছাঁদ ?

মন্দির আর হর্ম্ম্যচূড়ায়
যাহারা তোমার পতাকা উড়ায়
কেন তারা হায় গোপনে গোপনে
দুর্ব্বল জনে শোষে ?
কেন তারা হায় দলে দলে যত
কপটাচারীরে পোষে ?
জাক-জমকে ও বাহ্য ঘটায়
তব চিত্ত কি লাজ নাহি পায় ?
দুষ্ট লোকের অর্ঘ্য তোমার
লাগে না কি বিস্বাদ ?

(২৬৭)

তোমারে গালি দেই ত' শুধু
ভালবেসেছি ব'লে।
তোমার কাছে ঘেঁষিত কে গো
ভালবাসা না হ'লে ?

ফুল কি ফোটে গায়ের জোরে ?
আপনি আসে অলি ?
অরুণ এলে গগন-ভালে
আপনি ফোটে কলি ।
তখনি তার সৌরভে
জীবন-পণে ছোটে সবে,-
ধন্য নবজীবন পেলে,
ধন্য হবে ম'লে ॥

তুমি যে হরি ভালবাসায়
মাতিয়ে দিলে মোরে
সেই যে কোন্ কচি কিশোর
রঙীন্ রাত-ভোরে ;

সেদিন থেকে বিরামহীন
ছুটেছি পথ চ'লে ,
কাহারো ডাকে থামিনি কভু
কোনও লোভে ট'লে

(২৬৮)

হাজার চিন্তা ঘিরিয়া ধরিছে মোরে,
কাজ কারিবার নাহি অবসর,
ভাবিতেই মাথা ঘোরে ॥

নিজেরে হেরিয়া চির-দুর্ব্বল
তোমারে করিনু চির-সম্বল,
তুমি কি তোমাতে বাঁধিবে আমায়
ছেদহীন প্রেমডোরে ?

জীবন মৃত্যু সকলি সমান
তুমি যদি থাক কাছে,
বিপদের দিনে তোমার মতন
বলদাতা কে বা আছে ?
বলীয়ান্ তব বাহু বিস্তারি'
কাছে টেনে মোরে লও দুখহারী,
তুলে নাও তব বিশাল বক্ষে
উদার প্রেমের জোরে,
এক কণা ঠাঁই শুধু আমি চাই,
তোমার স্নেহের ক্রোড়ে ॥

(২৬৯)

অতীত আমার মিশিয়া গিয়াছে
ভবিষ্যতের স্বপনে,
বর্ত্তমানের বুকে মিলিয়াছে
আজিকার শুভলগনে ॥

ঊর্ম্মিল ঐ তরঙ্গ রাশি
আছাড়িয়া পড়ে তটদেশে আসি
উদার কণ্ঠে অম্লান হাসি
কর্ম্মের উদ্‌যাপনে ,
বাহু বেড়ি' তারা ধরিতে চাহিছে
যত পর, যত আপনে ॥

কর্ম্মসিদ্ধি ধর্ম্মসিদ্ধি
চেষ্টাবিহীন আমাতে,
হিমাচল আমি উপাড়িয়া দিব
বিনা একটীও আঘাতে
হাত করে কাজ
নাহি তাতে লাজ,
মন থাকে নাম-জপনে
বিশ্ব জুড়িয়া মুক্তাঙ্গনে
ব্রহ্মবীজের বপনে ॥

(২৭০)

ওরা নেচে নেচে যায় *
মনেরি আনন্দে
ওরা হাসে, ওরা গায়
নৃত্যের ছন্দে ॥

মুখ দেখিবার আগে
নয়নে অরুণ জাগে,
আধ- ফোটা ফুলগুলি
ভরে ওঠে গন্ধে ॥

---

* ত্রিপুরার দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন-পর্ব্বত-বাসীদের ভিতরে এবং কাছাড়ে পল্লীর পর পল্লীতে যে হরি-ওঁ-নাম-কীর্ত্তনের প্রবল বন্যা চলিয়াছে তৎ স্মরণে রচিত ।

ওরা ভালবাসে তারে
একটু জানিলে যাঁরে
হৃদয় ভরিয়া যায়
প্রেম-মকরন্দে ॥

(২৭১)

গানের ভাষায়, প্রাণের আশায়
মিল ক'রে দাও হরি,
তোমায় যেন কেবল ডাকতে থাকি,
মনের মহাসাগর-মাঝে
তোমার চরণ-তরি
সত্যিকারের শরণ ক'রে রাখি ॥

দীন-দুনিয়ার প্রলোভনের
কতই যে হাতছানি,
কতই যে হায় মরীচিকার বাণী,
উদ্‌ঘাটিয়া তোমার প্রেমের
স্বরূপ মূর্ত্তিখানি
সমস্ত ভুল দাও হে দয়াল ঢাকি ।
ভুলের মূলে আঘাত হান
ওগো কমল আঁখি !

তোমার নামেই ডুব দিব আজ,
অন্য দিকে মন
চলতে যে আর দিবই না কো,-
এই করেছি পণ ;
চাই হে তোমায় সত্য রূপে,
চাইনা তোমার ফাঁকি,
পিঞ্জরে আর নয়কো সুখী
আমার প্রাণের পাখী ॥

(২৭২)

নয়ন কাঁদিয়া মরে,
পরাণ হাসে,
যখন হৃদয়ে মধু–
বন্যা আসে ॥

একাকী আঁধার-মাঝে
লুকাইয়া রহিয়া যে
হাজার আলোক দেখি
আশে ও পাশে ॥

নিজেরে পাইয়া নিজে
আনন্দ মোর কি যে!
নিখিল বাঁধিব আমি
প্রেমের পাশে ॥

(২৭৩)

কোকিলা ডাকে "কুহু কুহু",
পাপিয়া ডাকে "পিয়া পিয়া",
আমি ডাকিব "হরি" ব'লে
প্রেমে নাচিবে যবে হিয়া ॥

নিজেরে করি' নিঃশেষিত
তোমারে করি' বিশ্বাস
চলিবে সদা -জাগরিত
প্রতিটি মোর নিঃশ্বাস,
ধন্য হবে জনম মম
নিজেরে তব পায়ে দিয়া ॥

সাগর-বন-পর্ব্বত
মাতিবে সদা তব নামে,
বিশ্ববাসী সবাই হবে
আপন-জন পরিণামে,
জীবন হবে নন্দিত
মধুর রসে উছলিয়া,
চলিবে সুখে পরম পথে
সবারে সবে সাথে নিয়া ॥

(২৭৪)

কে কহে, তুমি আসনি ব'লে
কাঁদিয়াছিল প্রাণ
কে কহে, তুমি এসেছ ব'লে
শুরু করেছি গান ?
চিরটা কাল তুমি ত ছিলে
কমল হয়ে হৃদয়-বিলে,
সুখে ও দুখে আনিয়া দিলে
মরা নদীতে বান,-
তোমারে আমি কি দিব বল
তাহার প্রতিদান ?
কোটি ভুবনে একটি প্রাণী
জনম নাহি নিল,
তখন তব চরণ-খানি
আমাতেই ত' ছিল
কবে হল যে বিরহ-ব্যথা
স্মরণে মোর নাহি সে কথা ;
হারাই যত পাই সতত,–
শুরু ও অবসান
তোমার তরে আমার কাছে
সকলি ত সমান ॥

(২৭৫)

অন্তর মোর কাঁদিয়া উঠিছে
তোমারে না দেখি সম্মুখে
কিন্তু হে প্রভু' তুমি ত রয়েছ
কোটি বিশ্বের দিকে দিকে ॥

হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও শরতে
ফুল হয়ে তুমি ঝরিছ নিয়ত
মোর অশান্ত এই বুকে ॥

শরীরের প্রতি অণুতে রেণুতে,
বাজে তব নাম শ্বাসের বেণুতে,
তথাপি কেন যে অপূর্ণতার
আগুন জ্বলিছে ধুকে ধুকে !
তোমার শীতল চরণ-পরশে
দিতে কি পার না তাকে রুখে ?

(২৭৬)

জীবন যদি বা ব্যর্থই গেল,
তাহাতে আমার দুঃখ কি ?
জীবন-দানের দক্ষিণা আমি
দিয়াছি একটী হর্ত্তকী ॥

স্বার্থবিহীন নিষ্কাম দান
করিলাম আমি, সঁপিলাম প্রাণ,
তোমার নিকটে চাহিব না আমি
আমার ক্ষতির ভর্ত্তকী ॥

সরল সহজ রাস্তা আমার
অনন্ত-যুগ-বিস্তৃত,
কন্টকহীন নহে তাহা, নহে
পুষ্প-পুঞ্জে আস্তৃত ;
কষ্টই মোর ইষ্ট-সাধনা ,
দুঃখ আমার চির-আরাধনা,
বিঘ্ন দেখিলে হর্ষিয়া ওঠে
মন-ময়ূরের নর্ত্তকী ॥

(২৭৭)

বিশ্বাস যবে দুর্ব্বল হ'য়ে যায়,
প্রাণ করে হায় হায়,
নিমেষের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি
হ'য়ে যায় নিরুপায় ॥

মধ্য-গগনে সূর্য্য উঠিল,
তথাপি অন্ধকার ;
বৃন্তবিহীন শুষ্ক পত্র
মনে হয় গুরুভার
উজ্জ্বল মম চোখে মুখে বুকে
কালিমা ছড়িয়ে যায় ॥

এ সময়ে তুমি এস হে দয়াল,
শক্ত করিয়া ধরিও হে হাল,
সব সংশয় দূর ক'রে দিও
হরষের বন্যায়,
বিগত চেতন সংজ্ঞা আমার
প্রাণ যেন ফিরে পায় ॥

(২৭৮)

আমি প'ড়ে আছি প্রেম-যমুনার
অনেক দূরে,
তাই ত আমার বাঁশরী বাজে না
তোমার সুরে ॥

তাই ত দিনেও দেখি আঁধিয়ার,
ঘাড় চেপে আছে বেদনার ভার,
শুধু সন্তাপ শুধু হাহাকার
প্রাণের পুরে,
আপন জনেরে চিনিতে পারি না
জগৎ ঘুরে ॥

তুমি কি এখন হইবে আমার
সাথের সাথী ?
ঘুচাবে আমার দিন দুপুরের
আঁধার রাতি ?
রহিবে নিয়ত সারা নিশীথের
গগন জু'ড়ে ?

(২৭৯)

দেবতা ! তুমি কি পাও হে শুনিতে
আমার কথা ?
বুঝিতে কি তুমি পার হে দেবতা
মনের ব্যথা ?
হয়ত শুনিতে পাও না, তথাপি
তব নাম জপি' দিবানিশি যাপি ;
অদ্‌ভুত লাগে ভাবিতে মরমে
সার্থকতা
তারও হয় ফল, বাড়ে অবিরল
অশ্রুলতা ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া হই প্রশান্ত,
থির হয়ে যায় মন অশান্ত,
তুমি নাই ভাবি, তবু অনুভবি,
শান্তিদাতা ,
কল্পিত তব পদাম্বুজের
অনন্যতা ॥

(২৮০)

বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর মনে
দ্বন্দ্ব চলিছে অনন্ত কাল ধ'রে
তবু বিশ্বাস বিনা কোনো আয়োজনে
বিরাজে বক্ষে বিপুল আড়ম্বরে ॥

অবিশ্বাসীরা যাহাই বলুক কেন,
মনে মনে করে প্রার্থনা দিবারাত-
দেখিও, জীবনে ঠেকিয়া যাইনা যেন,
যদি কেহ থাক বিশ্বভুবন-নাথ ।
সবাই তাঁহারে মানিতেছে মনে মনে ,
বাহিরে যাহাই বলুক তারস্বরে ॥

বিশ্বাসটুকু নিঃশ্বাস বায়ু সম
শক্তি যোগায় অবিরল অনুপম,
বিশ্বাস যেন কিছুতে নাহি টলে,
কৃতার্থ কর শুধু এইটুকু ক'রে ॥

(২৮১)

কেন রে পাগলের মত
ঘুরিস্ মরীচিকার পিছে ?
আলেয়া ত নয় রে আলো,-
সব মেহনৎ যাবে মিছে ॥

উঠ্‌তে যত চাইবি রে মন,
ঘট্‌বে ততই অধঃপতন
উচ্চ দিকে লম্ফ দিয়ে
পড়বি রে অতলের নীচে,
বাসনার বাগুরা তোরে
আষ্টে-পৃষ্টে ধরবে খিঁচে ॥

নয়কো আলো, তবুও জ্বালা
করবে রে ছাই পর্ণশালা ;
আগুন যতই নিবাবি তুই
সাত সাগরের সলিল সিঁচে
ছাই-পাঁশেরই আড়াল থেকে
দংশিবে রে কাঁকড়াবিছে ॥

(২৮২)

জানি না, কি ক'রে মম
জাগিল জীবন,
হরষে ভরিয়া গেল
নিখিল ভুবন ॥

বিসরিয়া নিজ কথা
সবে খোঁজে তুমি কোথা,
তোমারে না কাছে পেলে
হৃদি উচাটন,
ছুটিল তোমার পানে
সবার নয়ন ।

তুমি ছাড়া কিছু নাই,
তুমিই সকল,
তুমিই জীবন আর
তুমি মহাবল,

তোমারে পাইয়া প্রাণে
ভাসিল সোহাগ-বানে,
তোমারে দেখিয়া সুখী
সকলের মন,
সবাই সবারে জানে
আপনার জন ॥

(২৮৩)

তোমাতে ভরসা রাখি
কাজ ক'রে যাইব
এটা দাও, ওটা দাও
কভু নাহি চাইব ॥

তোমারে শরণ করি
লাভ-লোভ পরিহরি',-
দিনান্তে মিলে যদি
এক মুঠা খাইব,
বহু লোভ করি' আমি
কিবা লাভ পাইব ?

সবার সেবার মাঝে
তোমার পূজারে জানি,'
সবার সেবার তরে
ধরিব জীবন-খানি,
তব নামে জয় দিয়া
যাব পথ আগাইয়া,
সানন্দে দিবারাতি
তব নাম গাইব,
প্রেমভরা আঁখি-জলে
সুগোপনে নাইব ॥

(২৮৪)

তোমার নামে নাও ভাসালাম
অকূল সাগর মাঝে ,
তোমার তরী লাগাও তুমি
তোমার নিজের কাজে ॥

জয়-পরাজয় হোক্ না যাহাই,
তোমার লীলাই দেখ্‌তে যে চাই ;
আমার বাহাদুরীর খেলা
দেখ্‌তে চাহি না যে ॥

আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষাতে
তোমায় যেন পাই হে সাথে,
তোমার দীপ্ত মূর্ত্তি যেন
অন্তরেতে রাজে ॥

(২৮৫)

তোমার চরণ-তরী কভু যেন বিস্মরি'
প্রপঞ্চে ডুবে নাহি যাই,
উত্থানে ও পতনে, নিদ্রায় জাগরণে
তোমারেই যেন আমি পাই ॥

বুঝি বা না বুঝি কিছু
মায়া-মরীচিকা-পিছু
ভ্রমবশে নাহি যেন ধাই ;
টেনে বুকে তুলে নাও,
আমারে বুঝায়ে দাও,
তুমি ছাড়া মোর কেহ নাই ॥

আনন্দ-কলরবে
মাতি' মহা-উৎসবে
যেন সদা তব নাম গাই,
তোমারে পাইয়া প্রাণে
বিশ্বের প্রতি জনে
জানি যেন সহোদর ভাই ॥

(২৮৬)

আমি যত চাহি তোমারে করিতে
আমার আপন জন
ততই কেন যে দূরে দূরে কর
ত্বরিতে অপসরণ ॥

দূর হ'তে দেখি মনোবিমোহন
তুলনা যাহার নাই ,
যেই কাছে যাই, কোনো কিছু নাই -
তোমারে কোথায় পাই ?
হেঁয়ালি রচিয়া লুকোচুরি দিয়া
কোন্ দেশী আচরণ ?

দূরে ও নিকটে, ঘটে তথা পটে,
অথবা মনের মুকুরে ,
অতল সাগরে অথবা ভূধরে,
গোষ্পদে, কুপে, পুকুরে
ভিন্নতাহীন হও তুমি এক
চির-সাধনার ধন ॥

(২৮৭)

তোমার মোহন মুখ দেখেছি
আজকে ভোরে ,
আধেক নয়ন খোলাই ছিল
ঘুমের ঘোরে !!

গেলাম ছুটে আকাশ-পানে
উষা যেথায় ভানুর ধ্যানে
অর্দ্ধনিমীল চক্ষে তাহার
যোগ-আসনে
হঠাৎ জেগে উঠ্‌ল যেন
পাখীর সুরে ॥

তোমায় সেথা পেলাম না ক',
জানি না হায় কোথায় থাক,
সারাটা দিন ক্লান্ত হ'লাম
ঘুরে ঘুরে ।
হায়রে কোথায় পাব আমার
চিত্তে-চোরে ?

(২৮৮)

নেহারি' তব চরণ মম
নয়নে বহে বান,
কত যে তুমি করুণাময়
দয়াল ভগবান্ ॥

জীবনে যত পুণ্য ছিল
সকলি আজি সফল হ'ল,
ধন্য হ'ল সকলে যারা
তোমাতে মতিমান্,
জীবনে যারা সত্য চাহে,-
চাহে না কোনো ভাণ ॥

তোমার দয়া বিশ্বময়
দুঃখরাশি করুক লয়,
সবার হোক বেদনা-মাখা
অতীত অবসান,
সকলে মিলে গাহিব আজি
নব-জীবন-গান ॥

(২৮৯)

কি যে আনন্দে কাটে মোর সারা দিন
দেখিলে তোমার মুখের মধুর হাসি ।
মনে হয় যেন সদ্য স্বরগ হ'তে
ঝরিয়া পড়িছে অজস্র ফুলরাশি ॥

দিকে দিকে জাগে উল্লাস-কলরব,
দুঃখ-বেদনা মানে চির-পরাভব,
কামনা-বাসনা হইয়া সবে নীরব
নতি করে তব চরণের তলে আসি' ॥

উৎসবে মন উঠে যে তখনি মাতি'
বিশ্ববাসীর ভুলিয়া জনম-জাতি,
বক্ষে জড়ায়ে সবারে করিয়া সাথী
গদগদ-ভাষে কহে "আমি ভালবাসি ॥"

(২৯০)

নীল আকাশের কোন্ কোণেতে
ওগো তোমার বাস,
সেই কথাটি জানতে আমার
বড়ই অভিলাষ ॥

চারদিকে হায় তাকাই যত
নিরাশ আমি হই যে তত,
"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি"-
প্রাণে জাগায় ত্রাস ।
লুকোচুরির খেলায় এ যে
বিষম পরিহাস ॥

হৃদ্ গগনের একটী কোণায়
হঠাৎ তোমার ডাক শোনা যায়,
আমার মাঝে ছিল তোমার
নীরন্ধ্র নিবাস,
বিষাদে তাই ফেলেছি হায়
দুঃখেরি নিঃশ্বাস ॥

(২৯১)

পথের কাঙাল চাহে
রাজ-দরশন,
আকালে পড়িল যারা
নিয়ত চাহিছে তারা
দিবানিশি করিবারে
অমিত ভোজন ॥

প্রেমহীন চিত মম
চাহে তোমারে,
শুষ্ক যমুনা চাহে
নব-জোয়ারে,
দু-কূল প্লাবিয়া দিয়া
দু-কূল টানিয়া নিয়া
দেয় যেন সারা দেহে
তব পরশন ॥

আমি যদি হয়ে থাকি
যোগ্যতাহীন
নিবিড় আলিঙ্গনে
করে দিও লীন ;
দেহ যেন ম'রে যায়,
দেহ-বোধ স'রে যায়,
বেঁচে থাকে শুধু এক
প্রেমশীল মন ॥

(২৯২)

আমার কথা কইব আমি
তোমারই ত কাছে,
তুমি আমার মনটি জানো
ভয় কি তাতে আছে ?

ছোট-বড়'র ভেদ-বিবাদে
দুর্ব্বলেরা নিতুই কাঁদে
এর কি কিছুই নাই হে প্রতীকার ?
ছোটরা সব অনন্ত কাল
দুঃখ-ভাবের রইবে বেহাল,
এই কি তোমার দিব্য সুবিচার ?
এমন কিছু করো যাতে
দুর্ব্বলেরা বাঁচে ॥

ধনীর দুলাল আত্মহারা
অন্ধ অহঙ্কারে,
দুঃখীরে পায় যায় সে দ'লে
উড়ায় সে ফুৎকারে ;
ওদের প্রাণে দাও সুবুদ্ধি,
সবার বাড়ুক সমান ঋদ্ধি ;
থামাও তোমার ছন্দহারা
পাগলা মাতাল নাচে ॥

(২৯৩)

তুমি যে চির -করুণাময়
মনে মনে তা জানি,
কিন্তু কাজে প্রমাণ হয়
সে কথা নাহি মানি ॥

মনের এই দুর্ব্বিনয়
ভাল করা কি সাধ্য নয় ?
পার না কি গো, তব নিকটে
আমারে টানি' আনি'
জীবন-ঘটে প্রাণের পটে
আঁকিতে তব বাণী ?

তোমার কথা শুনিতে পাই
সন্ত-সাধু-মুখে,
কেন না নিজে দাঁড়াও এসে
আমারি সম্মুখে ?
কেন হে কর অবহেলা ?
মোর যে ব'য়ে গেল বেলা,-
আমারে তুমি চেতনা দাও
শিরে অশনি হানি' ॥

(২৯৪)

আমার পূজায় নাহি আয়োজন,
সম্বল মোর কম ;
সান্ত্বনা শুধু, আমার দেবতা
অনিন্দ্য অনুপম ॥

পূজা করি আমি গন্ধবিহীন ফুলে,
ছন্দোবিহীন সঙ্গীতে আমি
কেঁদে উঠি ফু'লে ফু'লে ;
জানি না ভজন, জানি না পূজন,
তবু রহিয়াছি হরষে মগন,
তোমারি দত্ত প্রাণের স্বভাবে
সংসার গেছি ভুলে ;
অর্পণ করি' সব-কিছু মোর

ভগ্ন কণ্ঠে বাড়ে শুধু জোর,
তোমার নামের নেশায় ডুবিয়া
রহিয়াছি হরদম ॥

কামনা বাসনা কিছু নাই মোর,
তোমারেই শুধু চাই,
তোমার মাঝারে বিশ্ববাসীরে
বিশ্বেরে যেন পাই ।
সবারে লইয়া তোমারে লভিব
আকাঙ্ক্ষা-দুর্দ্দম ,
নূতন বৃন্দাবনের রচনা
করিব সুমনোরম ॥

একটী মন্ত্রে দেখিয়াছি কোটি
দেবতার সমাগম,
একটি মন্ত্রে ছত্রিশ কোটি
রাগিণীর গম্‌গম্ ,
ঘুমন্ত যারা কুগ্রহ-ফেরে
বাঁচাও তাদের, জাগাও তাদেরে ,
পৌরুষ দাও দীপ্ত যাহারা
অযোগ্য অক্ষম,
মানুষ-জনম লভিয়াও যারা
রহিল অধমাধম ॥

অধম যদি না উত্তম হয়,
সৃষ্টির শোভা কিসে ?
ছোটরা কি শুধু দগ্ধ হইবে
বড়'র ঘৃণার বিষে ?
হ'য়ো না হে নির্ম্মম,
সবার হৃদয়ে প্রেমরাশি দিয়া
সবার দুঃখ নাও হে কাড়িয়া ,
প্রেম যদি নাহি দাও সকলেরে
শাস্তি সে যে বিষম ॥

কিছু নাই, তাই কিছু নাহি চাই,
শুধু চাহি প্রেম-কণা,
প্রেমের রাগিণী উচ্ছ্বসি' উঠি'
সৃজুক সে মূর্চ্ছনা,
ছোট-বড়-ভেদ যাতে হয় দূর,
প্রশান্ত হয় প্রতি প্রাণ-পুর ;
সকলে তোমার, তুমি সকলের
হও প্রাণ-প্রিয়তম ॥

(২৯৫)

নিমীলিত-আঁখি-পাতে
আছিনু যবে,
কাছে এসে বসেছিল
সে যে নীরবে ।
জানি নাই, ভাবি নাই
চির-জীবনে
হে অপরূপ কিছু
কখনো হবে ॥

নয়ন খুলিয়া দেখি
কেহ কাছে নাই,
তবু যেন চারি দিকে
তাহারেই পাই,
আলোক-আঁধার মাঝে
সেই যেন শুধু রাজে,
ত্রিভুবন মাতিয়াছে
যেন উৎসবে ॥

কেন যে এমন হয়,
বিচিত্র হায় !
বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়
নাগাল না পায় ;
অদ্‌ভুত এই লীলা
কে কারে ক'বে ?
বচনীয় নহে ইহা
নিখিল ভবে ॥

(২৯৬)

নিবিড় তব পরশ-সুখ
লভিনু যবে অন্তরে
খুলিয়া গেল হাজার বাতায়ন,
মলয়ানিল বহি' আনিল
সুরভি-রাশি থরে থরে,
আনিল কত দিব্য হরষণ ॥
আনিল কি যে পূর্ণতা,
দূর করিয়া দীর্ণতা
মাখিয়া দিল প্রাণ-পরতে
সুখ-মধুর আস্বাদন ।
সঁপিয়া-দিয়া নিজেরে তব
চরণ-কোণে নির্ভয়ে
সব হারায়ে পাইনু সব,
সফল হনু নির্ণয়ে
তুমি ও আমি ভিন্ন নহি,
বৃথাই শুধু বিরহ বহি ;
তুমি ও আমি মিলিয়া সদা
অদ্বিতীয় চিরন্তন ॥

(২৯৭)

বিশ্বের প্রতি আনাচে কানাচে
ছড়াব তোমার বাণী ,
সবারে শোনাব তোমার রাগিণী
সাদরে বক্ষে টানি' ॥

দুর্ব্বল ব'লে করিব না হেলা,
অন্ত্যজ ব'লে ঘৃণা ;
সবার হস্তে তুলিয়া ধরিব
তব গায়ত্রী-বীণা ।
সবার ভিতরে তুমিই ত আছ,
একথা আমি যে মানি,
তুমিই সত্য, তুমিই শান্তি,-
একথা আমি যে জানি ॥

নিন্দিত যারা, যাহারা নিঃস্ব,
বুদ্ধিতে যারা দীন,
সকলের কাছে হ'য়ে আছে যারা
চির-নগণ্য হীন,
ঢালিব প্রণব সকলের কাণে,
মাতাব তাদেরে তব নামগানে,
দীপ্ত করিব জীবন তাদের
ব্রহ্মবীর্য্য দানি';
বিনাশ করিব অকুশল যত
সাধন-বজ্র হানি' ॥

- সমাপ্ত -

মঙ্গল মুরলীর
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

-- oo --

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর


শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

১ সরল ব্রহ্মচর্য্য
২ অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩ জীবনের প্রথম প্রভাত
৪ আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫ আত্ম-গঠন
৬ সংযম-সাধনা
৭ দিনলিপি
৮ স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯ প্রবুদ্ধ যৌবন
১০ কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১ নবযুগের নারী
১২ গুরু
১৩ অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪ মন্দির (গানের বই)
১৫ মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬ মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭ মধুমল্লার (গানের বই)
১৮ সমবেত উপাসনা
১৯ His Holy Words
২০ নববর্ষের বাণী
২১ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২ বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩ সধবার সংযম
২৪ বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫ কর্ম্মের পথে
২৬ কর্ম্মভেরী
২৭ আপনার জন
২৮ পথের সাথী
২৯ পথের সন্ধান
৩০ পথের সঞ্চয়
৩১ ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২ বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম-২য় খণ্ড)
৩৩ শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪ সাধন পথে
৩৫ সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭ সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০, হইতে প্রকাশিত ও


মঙ্গল মুরলী
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মঙ্গল মুরলী
মঙ্গল মুরলী
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব